পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের মাঝে এক অপরূপ ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 31, Issue No.: 17 Wednesday, 17 December, 2025 ✱ ৩১ বর্ষ, ১৭ সংখ্যা ✱ ১ পৌষ ১৪৩২, বুধবার, ১৭ ডিসেম্বর ২০২৫ ✱ আজ ৮ পাতা ✱ মূল্য– ৩ টাকা

ভবানীপুর নিয়ে মমতার কড়া বার্তা

‘যাঁদের নাম বাদ গেছে পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্ত করুন’

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৬ ডিসেম্বরঃ ভবানীপুরের আট কাউন্সিলর এবং বিএলএ-টু-দের সঙ্গে বৈঠক সারলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কলকাতার ভবানীপুরে প্রায় পঁয়তাল্লিশ হাজারের মতো নাম বাদ গিয়েছে। কোনও বৈধ নাম বাদ গেলে শুনানিতে তাঁর পাশে দাঁড়ানোর বার্তা মমতার। বৈধ ভোটারের নাম তালিকায় তুলতে সাহায্য করতে হবে। সংশ্লিষ্ট বৈঠকে ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম ও সুব্রত বক্সী। উপস্থিত ছিলেন দেবাশীস কুমার, সন্দীপ রঞ্জন বকসী, অসীম বসু সহ ভবানীপুর কেন্দ্রের অন্তর্গত ওয়ার্ডের কাউন্সিলর ও উপস্থিত ছিলেন। সূত্রের খবর, খসড়া তালিকা প্রকাশের পর যে সমস্ত যোগ্য ভোটারদের নাম তালিকা থেকে বাদ গিয়েছে, তাঁদের নাম পুনরায় ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে বলে জানালেন দলের শীর্ষ নেতৃত্ব। বিশেষ করে মৃত ও স্থানান্তরিত ভোটার তালিকা যাচাই করতে হবে বলে দলের পক্ষ থেকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এসআইআর নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করে সর্বোচ্চ নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যোগ্য ভোটার দের নাম যাতে বাদ না যায়। তার জন্য সমস্ত বিএলএ এবং পদাধিকারীদের ঝাঁপিয়ে পড়তে নির্দেশ দিয়েছেন বলে দলীয় সূত্রের খবর। এমনকী, অনেক জীবিত ভোটারদের মৃত হিসাবে দেখানো হয়েছে এসআইআর খসড়া তালিকায়। সেটা পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে খুঁটিয়ে দেখার ও নির্দেশ দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বিশেষ করে ভবানীপুর বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত ‘মিনি ইন্ডিয়া নামে পরিচিত ৭০ নম্বর ওয়ার্ডের’ উপরে বিশেষ নজর দিতে স্থানীয় কাউন্সিলর অসীম বসুকে নির্দেশ দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আগেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই ওয়ার্ডে স্থানীয় বাঙালিদের সরিয়ে দিয়ে বহিরাগতদের ঢুকানোর অভিযোগে সরব হয়েছিলেন। এই অঞ্চলে বিভিন্ন ভাষাভাষীর মানুষ বসবাস করে থাকেন। এছাড়া খিদিরপুর এলাকায় বেশ কয়েকটি ওয়ার্ড তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিধানসভার অন্তর্গত পড়ে। সেই সমস্ত ওয়ার্ডে দলের অন্যতম শীর্ষ নেতা ফিরহাদ হাকিমকে দেখতে নির্দেশ দিয়েছেন দলনেত্রী বলে দলীয় সূত্রের খবর। পাশাপশি দক্ষিণ কলকাতা জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি দেবাশীষ কুমারকে ও কালীঘাট সংলগ্ন ওয়ার্ডের এসআইআর ভোটার খসড়া তালিকা উপরে নজরদারি রাখতে বলেছেন দলীয় নেত্রী বলে জানা গিয়েছে। এছাড়া যখন একসপ্তাহের পর শুনানি পর্ব শুরু হবে। তখন প্রতেকটি ভোটারদের পাশে দাঁড়াতে হবে। যেমন এসআইআর প্রথম পর্যায়ে এনুমরেশন ফর্ম পূরণ করার সময় ভোটার দের সহযোগিতা করা হয়েছিল। এছাড়া যেমন আগে এলাকাভিত্তিক ক্যাম্প করা হয়েছিল। একই ভাবে পাড়ায় পাড়ায় ক্যাম্পে করে সমস্ত ধরণের সাহায্যের জন্য প্রস্তুত থাকতে নির্দেশ দিয়েছেন দলনেত্রী বলে সূত্রের খবর। এছাড়া রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে যে ক্যাম্প করা হয়েছে, সেখানে যদি কোনও ভোটারদের কাগজ নিয়ে অসুবিধা হয়, তাঁদের ‘মে আই হেল্প ইউ ক্যাম্পে’ নিয়ে যাওয়ার ও নির্দেশ বৈঠক থেকে দেওয়া হয়েছে। প্রয়োজনে বাড়ি বাড়ি গিয়ে সাধারণ মানুষকে সাহায্য করুন বলে জানিয়েছেন দলনেত্রী। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জোর দিয়ে বলেছেন, কোনও বৈধ ভোটারের নাম বাদ দেওয়া হবে না। সেটা নিশ্চিত করতে প্রত্যেক বিএলওদের সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে হবে। এদিন ভবানীপুর বিধানসভা কেন্দ্রের বিএলএ’দের সমন্বয় কেমন ছিল? সেটা ও জানতে চান মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলে দলীয় সূত্রের খবর। বিএলএ’রা অনেকেই জানিয়েছেন, তাঁরা সমস্ত বাড়ি বাড়ি গিয়েছেন। যতটা সম্ভব ভোটারদের পাশে দাঁড়ানোর চেষ্টা করা হয়েছে। কেউ কেউ যদি দকের স্পষ্ট নির্দেশ যদি কেউ ফর্ম না ফেরত দিয়ে থাকেন। তাহলে তাদের সঙ্গে ও যোগাযোগ করতে হবে। এছাড়া যাদের নাম বাদ গেছে তাদের প্রত্যেক বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে খোঁজ করতে হবে। বহুতলে বেশি করে নজর রাখারও বৈঠক থেকে পরিষ্কার নির্দেশ দিয়েছেন মমতা বলে খবর। প্রসঙ্গত, এখানে উল্লেখ্য আজ খসড়া তালিকা প্রকাশিত হয়েছিল। প্রায় ৫৮ লক্ষ ভোটারের নাম বাদ গিয়েছে। এর মধ্যে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কেন্দ্র ভবানীপুরে বাদ পড়া নামের সংখ্যা ৪৪ হাজার ৭৭০। আর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিজের বুথ মিত্র ইন্সটিটিউশন বুথে বাদ পড়েছে ১২৭ জনের নাম। এটি ২৬০ নম্বর বুথ। তালিকায় দেখা যাচ্ছে, ১২৭ জনের মধ্যে ১৩ জন মৃত। বেশিরভাগ ভোটারকেই হয় খুঁজে পাওয়া যায়নি, অথবা স্থায়ীভাবে স্থানান্তরিত হয়েছেন। এর পরপরই বৈঠক ডাকেন মমতা। সেখান থেকেই তিনি স্পষ্ট নির্দেশ দেন যাঁদের নাম বাদ গিয়েছে তাঁদের পাশে দাঁড়ানোর।

মোদির বিল নিয়ে উত্তাল সংসদ

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ১৬ ডিসেম্বরঃ আগে সরেছে ‘মহাত্মা’ এবার সরাসরি ‘গান্ধি’। তার পরিবর্তে নিয়ে আসার প্রস্তাব ‘রামজি’। যা ঘিরে পারদ চড়ল সংসদের। শীতকালীন অধিবেশনের প্রায় শেষ পর্যায়ে এসে বিতর্ক বাঁধল মোদি সরকারের তৈরি নতুন বিল ঘিরে। মঙ্গলবার লোকসভায় জিরামজি বিল পেশ করলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান। তারপরই তুমুল উত্তেজনা। সংসদ হল মুলতুবি। কেন্দ্রের নতুন বিল নিয়ে সুর চড়ালেন কংগ্রেস সাংসদ প্রিয়ঙ্কা গান্ধি। কংগ্রেস জমানায় তৈরি ১০০ দিনের কাজ বা মনরেগা প্রকল্পকে মোদি সরকার ‘মুছে দিতে চাইছে’ বলেই অভিযোগ করলেন তিনি। সাংসদের দাবি, মনরেগা প্রকল্পকে ‘দুর্বল’ করে দিতেই নতুন বিল নিয়ে আসছে

চটলেন প্রিয়াঙ্কাও

কেন্দ্র। পাশাপাশি, মোদি সরকারের বিরুদ্ধে ‘নাম নিয়ে রাজনীতি’ করার অভিযোগ তোলেন তিনি। প্রিয়ঙ্কার দাবি, ‘‘এই নাম পরিবর্তনের জন্য তহবিল থেকে অনেক টাকা ব্যয় হয়। তারপরেও কেন ওরা এমনটা করে, সত্যিই জানি না।’’ প্রিয়ঙ্কার সুরেই কেন্দ্রের নতুন বিল নিয়ে তোপ দেগেছেন শশী থারুরও। কেন্দ্রের কাছে ‘রামের নাম বদনাম’ না করার আর্জি জানিয়েছেন তিনি। অবশ্য যতই প্রতিবাদ, আন্দোলনে, বিক্ষোভ চলুক না কেন ‘জিরামজি’ বিল পাশ হবে বলেই দাবি সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী কিরেন রিজিজুর। মঙ্গলবার তিনি বলেন, ‘‘বিরোধীরাও বিক্ষোভ দেখাক, ওয়াক-আউট করুক, আমি বলে রাখছি, তারপরেও সমস্ত বাধা পেরিয়ে জনগণের স্বার্থে আমরা এই বিল পাশ করিয়ে ছাড়ব।’’ কী রয়েছে বিলে? (১) এই বিল একেবারে যেন মনরেগার প্রতিলিপি। তবে রয়েছে কয়েকটি পার্থক্য। যেমন, মনরেগা প্রকল্পে বছরে ন্যূনতম ১০০ দিন কাজের গ্যারান্টি দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এই নতুন বিলে তা দেওয়া হয়েছে ১২৫ দিনের। অর্থাৎ বাড়তি ২৫ দিনের মজুরি পাবেন যুক্ত শ্রমিকরা। (২) এছাড়াও মনরেগায় শ্রমিকদের পারিশ্রমিক দেওয়া হত ১৫ দিন টানা কাজের পর। তবে এই বিলে বলা হয়েছে, প্রতি দিনের কাজের মজুরি দেওয়া হবে সপ্তাহান্তে। (৩) মনরেগার প্রকল্পের পূর্ণ ভার বা বলা চলে আর্থিক অনুদানের দায়িত্ব সম্পূর্ণ ভাবে ছিল কেন্দ্রের কাঁধে। কিন্তু এই ‘জিরামজি’ বিলের ক্ষেত্রে প্রতিটি রাজ্য-কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের সঙ্গে ৬০:৪০ অনুপাতে প্রকল্পের টাকা দেবে কেন্দ্র।

অরূপকে বিদায় দিয়ে ‘খেলা’ হাতে নিলেন মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৬ ডিসেম্বরঃ জল্পনাই শেষ পর্যন্ত সত্যি হল। ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসের ইস্তফাপত্র গ্রহণ করা হয়েছে। সূত্রের খবর অনুযায়ী, ক্রীড়ামন্ত্রী পদ থেকে সরে দাঁড়ানোর ইচ্ছায় সম্মতি দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। একই সঙ্গে জানা যাচ্ছে, আপাতত রাজ্যের ক্রীড়াদপ্তরের দায়িত্ব নিজের হাতেই রাখছেন মুখ্যমন্ত্রী। এই ঘটনাকে ঘিরে রাজ্য রাজনীতিতে শুরু হয়েছে তীব্র চর্চা ও জল্পনা। গত কয়েকদিন ধরেই অরূপ বিশ্বাসের পদত্যাগ নিয়ে রাজনৈতিক মহলে গুঞ্জন চলছিল। বিশেষ করে মেসি ইভেন্ট সংক্রান্ত বিতর্ক সামনে আসার পর থেকেই চাপ বাড়ছিল ক্রীড়ামন্ত্রীর উপর। বিরোধীরা এই ইস্যুকে হাতিয়ার করে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে সরব হয় এবং ক্রীড়াদপ্তরের ভূমিকা নিয়ে একাধিক প্রশ্ন তোলে। সেই প্রেক্ষাপটেই অরূপ বিশ্বাসের ইস্তফা রাজনৈতিকভাবে তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছেন রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা। নবান্ন সূত্রের খবর, নিরপেক্ষ তদন্ত নিশ্চিত করতে অরূপের ইস্তফাপত্র গ্রহণ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তবে ক্রীড়া দফতরের দায়িত্ব এখনই কারও হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে না। তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত ক্রীড়া দফতরের দায়িত্ব নিজের হাতেই রাখছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলবার এই মর্মে একটি লিখিত নোট জারি হয়েছে মুখ্যমন্ত্রীর দফতর থেকে। গত শনিবার যুবভারতীতে মেসির ইভেন্টে যে চরম বিশৃঙ্খলার পরিস্থিতি তৈরি হয়, শেষমেশ তারই জেরে মঙ্গলবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে একটি চিঠি দিয়েছেন ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। তিনি মোটেও বিশৃঙ্খলার দায় নিজের ঘাড়ে নেননি, তবে চিঠিতে জানিয়েছেন, যেহেতু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এ ব্যাপারে একটি কমিটি গঠন করে দিয়েছেন, তাই নিরপেক্ষ তদন্তের স্বার্থে তিনি ক্রীড়ামন্ত্রীর পদ থেকে অব্যাহতি চাইছেন। এরপরই দুপুরে অরূপের ইস্তফাপত্র গ্রহণ করেন মুখ্যমন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রীর দফতর থেকে জারি করা নোটে উল্লেখ করা হয়েছে, যুবভারতীর ১৩ ডিসেম্বরের ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্তের স্বার্থে ক্রীড়ামন্ত্রীর পক্ষ থেকে দফতরের দায়িত্ব থেকে সরে দাঁড়ানোর প্রস্তাবকে তিনি সমর্থন করছেন। মুখ্যমন্ত্রীর মতে, তদন্ত সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত এই ব্যবস্থা যথাযথ ও প্রয়োজনীয়। নবান্ন সূত্রের খবর, তদন্ত প্রক্রিয়ায় যাতে কোনও রকম পক্ষপাত বা প্রভাবের অভিযোগ না ওঠে, সে কারণেই এই সিদ্ধান্ত। মুখ্যমন্ত্রীর দফতরের নথিতে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে, আপাতত ক্রীড়া দফতরের বিষয়গুলি সরাসরি মুখ্যমন্ত্রী নিজেই দেখভাল করবেন। এই সিদ্ধান্তের কপি পাঠানো হয়েছে মুখ্যসচিবের পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের কাছেও। এখন নজর তদন্তের অগ্রগতির দিকে। তদন্ত শেষ হলে ক্রীড়া দফতরের ভবিষ্যৎ রূপরেখা কী হয়, সেদিকেই তাকিয়ে প্রশাসনিক ও ক্রীড়া মহল। প্রসঙ্গত, যুবভারতী স্টেডিয়ামের বিশৃঙ্খলার ঘটনায় ইতিমধ্যে কলকাতা পুলিশের ডিজি রাজীব কুমার, বিধাননগর পুলিশ কমিশনার মুকেশ কুমার এবং ক্রীড়া দফতরের প্রধান সচিব রাজেশ কুমার সিনহাকে শোকজ করেছে মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে গঠিত অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি অসীম কুমার রায়ের নেতৃত্বাধীন কমিটি। এছাড়াও আইপিএস অনীশ সরকারকে (ডেপুটি পুলিশ কমিশনার) সাসপেন্ড করে বিভাগীয় তদন্তের আওতায় আনা হয়েছে। অন্যদিকে যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনের সিইও অবসরপ্রাপ্ত ডব্লুইবিসিএস অফিসার দেবকুমার নন্দনকে দায়িত্ব থেকে বরখাস্ত করা হয়েছে। এছাড়াও কমিটির সুপারিশ মেনে চার অফিসারের নেতৃত্বে স্পেশ্যাল ইনভেসটিগেশন কমিটি বা সিট গঠন করা হয়েছে। কমিটিতে রয়েছেন- আইপিএস পীযূষ পাণ্ডে, আইপিএস জাভেদ শামিম, আইপিএস সুপ্রতীম সরকার এবং আইপিএস মুরলীধর।

ইডির কথা শুনল না আদালত! ‘চওড়া হাসি’ সোনিয়া-রাহুলের

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ১৬ ডিসেম্বরঃ স্বস্তি কিন্তু তাও স্বস্তির নয়। ন্যাশনাল হেরাল্ড মামলায় যেন সাময়িক বিরতি পেল কংগ্রেস সাংসদ সোনিয়া গান্ধি এবং রাহুল গান্ধি। মঙ্গলবার দিল্লির একটি আদালতেই ধারা সংক্রান্ত জটিলতার কারণে সাময়িক ভাবে ছাড় পেলেন সোনিয়া ও রাহুল-সহ পাঁচ অভিযুক্ত। ইডির চার্জশিট গ্রহণ করল না সংশ্লিষ্ট আদালত। সম্প্রতি দিল্লির রাউস অ্যাভিনিউ আদালতে ন্যাশনাল হেরাল্ড মামলায় চার্জশিট দায়ের করেছিল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট। কিন্তু মঙ্গলবার সেই চার্জশিট খারিজ করে দিয়েছেন রাউস অ্যাভিনিউ আদালতের বিশেষ বেঞ্চের বিচারক বিশাল গোগনে। তাঁর পর্যবেক্ষণ, ইডি আর্থিক তছরুপ আইন বা পিএমএলএ-এর আওতায় চার্জশিট দাখিল করেছে। কিন্তু ন্যাশনাল

হেরাল্ড নিয়ে হওয়া অভিযোগ সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত পরিসরে। তাই এটাতে দায়ের হওয়া আইনত ধারাগুলি সঠিক নয়। সূত্রের খবর, বিচারকের এই যুক্তি মানতে নারাজ এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরের প্রতিনিধিরা। সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যম ইন্ডিয়া টুডের একটি প্রতিবেদন অনুযায়ী, সম্ভবত রাউস অ্যাভিনিউ আদালতের এই নির্দেশের বিরুদ্ধে উচ্চ আদালতে চ্যালেঞ্জ করতে পারে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। এদিন আদালতে কংগ্রেসের হয়ে সওয়ালকারী সাংসদ তথা আইনজীবী অভিষেক মনু সিংভি বলেন, ‘‘এই মামলায় একটা টাকাও নয়ছয় হয়নি, আমি এজলাসে সেই বিষয়টি তুলে ধরেছিলাম। তাই এই মামলায় পিএমএলএ বা আর্থিক তছরুপের ধারা দায়ের করা যায় না।’’ উল্লেখ্য, জহরলাল নেহরুর হাতে প্রতিষ্ঠিত ন্যাশনাল হেরাল্ড সংবাদপত্র নিয়ে ২০১৩ সালে মনমোহন সিংহের জমানাতেই প্রথম দুর্নীতির অভিযোগ তুলেছিল বিজেপি। পরবর্তীতে ২০১৪ সালে নরেন্দ্র মোদি প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর বিষয়টি নিয়ে নতুন করে জলঘোলা শুরু হয়। পরবর্তীতে এই নিয়ে অভিযোগ দায়ের করেন বিজেপি নেতা সুব্রহ্মণ্যম স্বামী। সেই অভিযোগের প্রসঙ্গই উঠে এল মঙ্গলের শুনানিতে।

যুবভারতী কাণ্ডে ডিজি রাজীব কুমার-সহ তিন পুলিশ কর্তাকে শোকজ করল তদন্ত কমিটি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৬ ডিসেম্বরঃ যুবভারতী স্টেডিয়ামের বিশৃঙ্খলার ঘটনায় কলকাতা পুলিশের ডিজি রাজীব কুমার-সহ একাধিক পদস্থ আধিকারিককে শোকজ করল মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে গঠিত অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি অসীম কুমার রায়ের নেতৃত্বাধীন কমিটি। শোকজ করা হয়েছে বিধাননগর পুলিশ কমিশনার মুকেশ কুমার এবং ক্রীড়া দফতরের প্রধান সচিব রাজেশ কুমার সিনহাকেও। এছাড়াও আইপিএস অনীশ সরকারকে (ডেপুটি পুলিশ কমিশনার) সাসপেন্ড করে বিভাগীয় তদন্তের আওতায় আনা হয়েছে। অন্যদিকে যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনের সিইও অবসরপ্রাপ্ত ডব্লুইবিসিএস অফিসার দেবকুমার নন্দনকে দায়িত্ব থেকে বরখাস্ত করা হয়েছে। এছাড়াও কমিটির সুপারিশ মেনে চার অফিসারের নেতৃত্বে স্পেশ্যাল ইনভেসটিগেশন কমিটি বা সিট গঠন করা হয়েছে। কমিটিতে রয়েছেন- আইপিএস পীযূষ পাণ্ডে, আইপিএস জাভেদ শামিম, আইপিএস সুপ্রতীম সরকার এবং আইপিএস মুরলীধর। কী কারণে গত শনিবার লিওনেল মেসির অনুষ্ঠানে বিশৃঙ্খলা, কেন তা মোকাবিলা করা সম্ভব হল না, এ ব্যাপারে আগামী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ডিজি রাজীব কুমার-সহ পুলিশ ও প্রশাসনের তিন পুলিশকর্তাকে জবাবদিহি করতে বলা হয়েছে। ঘটনার দিন নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনা কীভাবে করা হয়েছিল,

পুলিশের ভূমিকা কী ছিল, নজরদারি ব্যবস্থা কতটা কার্যকর ছিল-এই সমস্ত বিষয়ে বিস্তারিত রিপোর্টও চাওয়া হয়েছে। গত শনিবার যুবভারতীতে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আর্জেন্টাইন ফুটবল তারকা লিওনেল মেসি। কিন্তু মাত্র ২৩ মিনিটের মধ্যেই নিরাপত্তাজনিত কারণে মাঠ ছাড়তে হয় তাঁকে। অভিযোগ, রাজনৈতিক নেতা ও মন্ত্রীদের ভিড়ে দর্শকরা মেসিকে ঠিকমতো দেখতেই পাননি। হাজার হাজার টাকা দিয়ে টিকিট কেটে খালি হাতে ফিরে যেতে হয় বহু দর্শককে। পরিস্থিতি এতটাই উত্তপ্ত হয়ে ওঠে যে ক্ষুব্ধ দর্শকদের একাংশ স্টেডিয়ামে ভাঙচুর চালায়। এই ঘটনার পর মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে গঠিত হয় উচ্চপর্যায়ের তদন্ত কমিটি। কমিটিতে ছিলেন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি অসীম কুমার রায়, মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ এবং স্বরাষ্ট্র সচিব নন্দিনী চক্রবর্তী। কমিটির সুপারিশ ছিল, ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্তে সিনিয়র পুলিশ অফিসারের নেতৃত্বে একটি বিশেষ তদন্তকারী দল (সিট) গঠন করা হোক। পাশাপাশি সেদিনের ঘটনায় পুলিশের ভূমিকা নিয়ে বিস্তারিত রিপোর্টও তলব করা হয়। এরপরই রাজ্য পুলিশের ডিজি-সহ তিন পদস্থ কর্তাকে শোকজ করা হল। একই সঙ্গে এক অফিসারের বিরুদ্ধে বিভাগীয় তদন্ত শুরুর নির্দেশ এবং অপর এক অবসরপ্রাপ্ত অফিসারকে যুবভারতীর দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়া হল।

বয়সজনিত গড়মিলের শীর্ষে দক্ষিণ ২৪ পরগনা, সাতটার মধ্যে চারটে ক্যাটাগরিতেই শীর্ষে এই জেলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৬ ডিসেম্বরঃ ভোটার তালিকার নিবিড় সংশোধনের সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ পর্ব শুরু হল মঙ্গলবার থেকে। অর্থাৎ মঙ্গলবার খসড়া তালিকা প্রকাশের পর থেকে ১৫ জানুয়ারি পর্যন্ত শুনানির কাজ চলবে। তবে মঙ্গলবার কমিশন লজিক্যাল ডিসক্রিপেনসিস বা যুক্তিগত অসঙ্গতি সংক্রান্ত যে তথ্য প্রকাশ করেছে সেখানে দেখা যাচ্ছে মোট সাতটা ক্যাটাগরির মধ্যে চারটে ক্যাটাগরিতেই শীর্ষে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা। এসআইআর-এর পরিভাষায় যুক্তিগত অসংগতি বলতে ঠিক কোন কোন বিষয়কে বোঝান হয়েছে! এরমধ্যে প্রথমেই রয়েছে একজনকে বাবা বা মা হিসাবে ফর্মে দেখিয়েছেন ৬ বা তার বেশি সন্তান। কমিশনের দেওয়া তথ্যে এই ধরনের ফর্মের সংখ্যা সবথেকে বেশি জমা পড়েছে মুর্শিদাবাদ জেলা থেকে। মুর্শিদাবাদ জেলার এমন ফর্মের সংখ্যা ৪ লক্ষ ৭ হাজার ৬৫টি, আর সবচেয়ে কম ঝাড়গ্রাম জেলায় (৭,৭২৭টি)। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা যেসব ক্যাটাগরিতে শীর্ষে তারমধ্যে রয়েছে বাবার নামে গড়মিল। এই জেলায় জমা পড়া এমন ফর্মের সংখ্যা ৯ লক্ষ ৩৩ হাজার ৮৭২ আর সবচেয়ে কম কালিম্পং জেলায় ৪৪ হাজার ২০টি। পরের ক্যাটাগরি অর্থাৎ যেখানে বাবা-মায়ের সঙ্গে সন্তানের বয়সের ফারাক মাত্র ১৫ বছর বা তার কম, এমন ক্ষেত্রে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার মোট ১ লক্ষ ৩৯ হাজার ৭০২ টি ফর্ম জমা পড়েছে

আর সবচেয়ে কম জমা পড়েছে কালিম্পং জেলায় ১০ হাজার ৫৬৯টি। বয়সজনিত অসঙ্গতির আরেকটি ক্যাটাগরি অর্থাৎ যেখানে বাবা-মায়ের সঙ্গে সন্তানের বয়সের ফারাক ৫০ বছর বা তার বেশি, এমন ক্ষেত্রেও সবার আগে রয়েছে দক্ষিণ ২৪ পরগনা। এই ক্যাটাগরিতে দক্ষিণ ২৪ পরগনার মোট ১ লক্ষ ৯ হাজার ৫৬৭টি ফর্ম জমা পড়েছে আর এক্ষেত্রেও সবচেয়ে কম কালিম্পং জেলা (৩,৫০০টি)। দক্ষিণ ২৪ পরগনা শীর্ষে রয়েছে লিঙ্গ সংক্রান্ত তথ্যের অমিল ক্যাটাগরিতেও। এক্ষেত্রে এই জেলায় ১ লক্ষ ৬০ হাজার ৩১৬টি ফর্ম জমা পড়েছে কমিশনের দফতরে এবং রাজ্যের অন্যতম ছোট জেলা কালিম্পং জেলায় এমন ফর্ম জমা পড়েছে মাত্র ৫,৮৬৫টি। এছাড়াও দাদু-ঠাকুরদার সঙ্গে বয়সের ফারাক ৪০ বছরের কম এমন ক্যাটাগরিতে শীর্ষে উত্তর ২৪ পরগনা (৪১,০৯৯) এবং তার ঠিক পরেই রয়েছে দক্ষিণ ২৪ পরগনা (৪০,৪০৮ টি) এবং সবচেয়ে কম এমন ফর্ম ধরা পড়েছে ঝাড়গ্রাম জেলায় মাত্র ২,৩৩৫টি। আরও একটি ক্ষেত্রে উত্তর ২৪ পরগনা শীর্ষে রয়েছে। ৪৫ বছর বা তার বেশি বয়সে প্রথম বারের জন্য ভোটার তালিকায় নাম তোলার জন্য আবেদন জমা পড়েছে, এমন ক্যাটাগরিতে সবচেয়ে বেশি আবদেন জমা পড়েছে উত্তর ২৪ পরগনায়, মোট ২ লক্ষ ৫৯ হাজার ৮৮১টি। এক্ষেত্রে সবচেয়ে কম এমন ফর্ম জমা পড়েছে কালিম্পং জেলায় (১১,৯৪৭ টি)। কমিশনের মতে এই ধরনের যুক্তিগত অসংগতি থাকা প্রায় ১ কোটি ৬৩ লক্ষ ৫১ হাজার ১৭৩টি ফর্মের মধ্যে এমন বেশকিছু ফর্ম পাওয়া গিয়েছে যার এন্ট্রি দুই বা তার অধিক ক্যাটাগরিতে পাওয়া গিয়েছে। প্রাথমিক ঝাড়াই-বাছাই করার পর এমন ফর্মের প্রকৃত সংখ্যা ১ কোটি ৩৬ লক্ষের আশেপাশে হবে বলেই মনে করছে কমিশন। যদিও কমিশনের এটাও ব্যাখ্যা যে এই সংখ্যাটাও আরও অনেকটাই কমবে রিচেক করার পর।

‘এসআইআর-এর পর তৃণমূলের সঙ্গে বিজেপি-র ভোট ব্যবধান রইল না’, অঙ্ক বোঝালেন শুভেন্দু

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৬ ডিসেম্বরঃ খসড়া তালিকা প্রকাশ হতেই ময়দানে নেমে পড়েছে রাজনৈতিক দলগুলি। নিজের বাসভবনেই জরুরি বৈঠক করছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আর এই আবহের মধ্যেই এবার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বড় মন্তব্য করে বসলেন। তাঁর বক্তব্য, এসআইআর-এর পর তৃণমূলের সঙ্গে বিজেপির ভোট ব্যবধান রইল না। ১৪ই ফেব্রুয়ারি চূড়ান্ত তালিকায় আরও নাম বাদ যাবে বলেও মন্তব্য করেছেন তিনি। নন্দীগ্রামের বিজেপি বিধায়ক বলেন, ‘‘২০২৪ এর লোকসভা ভোটে তৃণমূলের সঙ্গে বিজেপির ভোট ব্যবধান ছিল ২১ লক্ষ। আমরা পেয়েছিলাম ২ কোটি ৩৩ লক্ষ ২৭ হাজার। আর ওরা ২ কোটি ৭৫ লক্ষের আশপাশে। অর্থাৎ ৪১ লক্ষের মতো ভোটারের গ্যাপ ছিল। সরাসরি লড়াইয়ে যেহেতু সিপিএম ভোট কাটার কাজটা করে, কংগ্রেস আরও ছোট পার্টি। ওরাও ভোট কাটার কাজ করে। মূলত,

তৃণমূল ভার্সেস-বিজেপির যে লড়াই বাংলায় হচ্ছে তাতে আমাদের সঙ্গে ওদের তফা ২১ লক্ষ। ৫৮ লক্ষ ভোট বাদ দেওয়ার মধ্যে থেকে প্রমাণ হয়েছে বিজেপির সঙ্গে ওদের কোনও তফাৎ এই মুহূর্তে নেই। চূড়ান্ত ভোটার তালিকা বেরলে আরও তালিকা বাদ যাবে। আগে যে বাদ যাওয়ার সংখ্যা বলেছিলাম তার থেকেও বারবে।’’ অর্থাৎ বিজেপি নেতার দাবি, ‘‘বিজেপি আর তৃণমূলের মধ্যে যে ব্যবধান ছিল প্রায় ২১ লক্ষের। এখন সেটা কমেই গিয়েছে।’’ তবে তৃণমূল কংগ্রেস নেতা অরূপ চক্রবর্তী বলেন, ‘‘ডিসেম্বর এলেই শুভেন্দুর অবসেসিভ কমপালসিভ ডিসঅর্ডার হয়। ২০২৩-এ প্রতি সপ্তাহে সরকার ফেলে দিত। ১ কোটি ২০ লক্ষের মধ্যে কোথায় গেল মুসলমান-রোহিঙ্গারা?’’

কর্ণাটকের মাণ্ডিয়া জেলা সফরে রাষ্ট্রপতি

মাণ্ডিয়া, ১৬ ডিসেম্বর ঃ রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু মঙ্গলবার কর্ণাটকের মাণ্ডিয়া জেলার মালাভল্লিতে অনুষ্ঠিত হতে চলা আদি জগগুরু শ্রী শিবরথরীশ্বর শিবযোগী মহাস্বামীজির ১০৬৬-তম জয়ন্তী উদযাপনে অংশ নিয়েছেন।রাষ্ট্রপতি দুপুরে মালাভল্লি শহরের শান্তি কলেজের সামনে আয়োজিত ফোরাম কর্মসূচির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। সুত্তুর মঠের শিবরাত্রি দেশীকেন্দ্র স্বামীজির নেতৃত্বে এই মহোৎসবের আয়োজন করা হয়েছে। সাত দিনব্যাপী এই ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানটির সমাপ্তি হবে আগামী ২২ ডিসেম্বর।রাষ্ট্রপতির সফরকে কেন্দ্র করে মালাভল্লি শহর ও আশপাশের এলাকায় কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রায় ৩০ একর বিস্তীর্ণ এলাকাজুড়ে মহোৎসবের জন্য প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে।এই অনুষ্ঠানে কর্ণাটকের রাজ্যপাল থাওয়ার চাঁদ গেহলট, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এইচ.ডি. কুমারস্বামী, মন্ত্রী চালুভারায়স্বামী এবং বিধায়ক নরেন্দ্র স্বামী-সহ একাধিক বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন বলেন।

ভারত-জর্ডান অংশীদারিত্ব নিয়ে মোদীর বার্তা

নয়াদিল্লি, ১৬ ডিসেম্বর ঃভারত-জর্ডান অংশীদারিত্বের বিভিন্ন ফলাফল একটি অর্থবহ সম্প্রসারণকে চিহ্নিত করে। মঙ্গলবার এক্সবার্তায় এই মন্তব্য করলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।তিনি লিখেছেন, নতুন এবং পুনর্নবীকরণযোগ্য জ্বালানিতে আমাদের সহযোগিতা পরিষ্কার বৃদ্ধি, জ্বালানি নিরাপত্তা এবং জলবায়ু দায়িত্বের প্রতি একটি যৌথ প্রতিশ্রুতি প্রতিফলিত করে। জলসম্পদ ব্যবস্থাপনা এবং উন্নয়নে সহযোগিতা আমাদের সংরক্ষণ, দক্ষতা এবং প্রযুক্তির সর্বোত্তম অনুশীলনগুলি ভাগ করে নিতে সাহায্য করবে, দীর্ঘমেয়াদী জল নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে। পেত্রা এবং ইলোরার মধ্যে যমজ চুক্তি ঐতিহ্য সংরক্ষণ, পর্যটন এবং শিক্ষাবিষয়ক বিনিময়ের জন্য নতুন পথ খুলে দেবে।সাংস্কৃতিক বিনিময় কর্মসূচির পুনর্নবীকরণ (২০২৫-২০২৯) জনগণের সাথে জনগণের সম্পর্ককে আরও গভীর করবে। আমাদের ডিজিটাল উদ্ভাবন ভাগ করে নেওয়া জর্ডানের ডিজিটাল রূপান্তরকে সমর্থন করবে এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক শাসনকে উৎসাহিত করবে বলেন।

আজ সাধু সেজে বিপ্লবী, খেলার মাঠে দুর্ঘটনা নিয়ে তোপ কুণালের

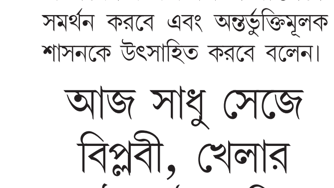

কলকাতা, ১৬ ডিসেম্বর ঃ খেলার মাঠে দুর্ঘটনা নিয়ে সিপিএম-কে কটাক্ষ করলেন তৃণমূল মুখপাত্র কুণাল ঘোষ।মঙ্গলবার কুণাল এক্সবার্তায় লেখেন, হ্যালো কমরেডস।১) ১৯৮০, ১৬ অগাস্ট। ইডেন। মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল। মাঠে বিশৃঙ্খলা। পুলিশ ব্যর্থ। ১৬ মৃত্যু। তখন মুখ্যমন্ত্রী, পুলিশমন্ত্রী জ্যোতি বসু। সম্ভবত ক্রীড়ামন্ত্রীও (মনে নেই)। কোন্ তদন্ত? কোন্ ইস্তফা? আজ কথা বলতে লজ্জা করে না? এদিকে আজও আমরা ওইদিনে রক্তদান করে শোক জানাই।২) ১৯৯৬, ইডেন। বিশ্বকাপ ক্রিকেট সেমিফাইনাল। ভারত-শ্রীলঙ্কা। গোলমালে সব বন্ধ। মুখ পুড়েছিল কলকাতার, দেশেরও। মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু। পুলিশমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। ক্রীড়ামন্ত্রী সুভাষ চক্রবর্তী। কোন্ তদন্ত? কোন্ ইস্তফা? মনে পড়ে?তখন ফেসবুক ছিল না বলে আজ সাধু সেজে বিপ্লবী?

ঘোষণা

দুরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞানের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণা ভারত সরকারের স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চের নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

আজাদি কা অমৃত মহোৎসবে যখন দেশ উন্নত হওয়ার লক্ষ্যে কাজ করে চলেছে

নয়াদিল্লি(পিআইবি)ঃআজাদি কা অমৃত মহোৎসবে যখন দেশ উন্নত হওয়ার লক্ষ্যে কাজ করে চলেছে তখন আপনাদের সরকারি চাকুরিতে আসা এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এটি আপনাদের পরিশ্রমের ফল। আমি যারা নিয়োগপত্র পেয়েছেন সেইসব যুবক-যুবতীদের ও তাদের পরিবার পরিজনকে অনেক অনেক অভিনন্দন জানাই, অনেক অনেক শুভ কামনাও জানাচ্ছি। বন্ধুগণ,স্বাধীনতার এই অমৃতকালে আমি সব দেশবাসীকে আগামী ২৫ বছরে ভারতকে উন্নত করার সংকল্প গ্রহণের আহ্বান জানাই। আগামী ২৫ বছর আপনাদের সকলের সঙ্গে জন্য যেমন গুরুত্বপূর্ণ তেমনই দেশের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমানে সমগ্র বিশ্বে ভারতের প্রতি যে চিন্তাভাবনা তৈরি হয়েছে, বিশ্বাস জন্মেছে, আকর্ষণ তৈরি হয়েছে, এই সবকিছুর সম্পূর্ণ লাভ গ্রহন করতে হবে। আপনারা দেখেছেন যে ভারত মাত্র ৯ বছরে বিশ্বের অর্থ ব্যবস্থার তালিকায় ১০ নম্বর থেকে ৫ নম্বরে উঠে এসেছে। বর্তমানে প্রায় সব বিশেষজ্ঞরাই বলছেন, আগামী কয়েক বছরে ভারত দুনিয়ায় প্রথম তিনটি অর্থনীতির দেশের তালিকায় উঠে আসবে। প্রথম তিনটি অর্থনীতির দেশের তালিকায় উঠে আসা ভারতের জন্য এক অসামান্য সাফল্য হবে। কারণ সব ক্ষেত্রেই চাকুরির সম্ভাবনা বাড়বে, দেশের সাধারণ নাগরিকদের আয়ও বাড়বে। সব সরকারি কর্মচারীদের জন্যও এর থেকে বড় সুযোগ আর কিছু হতে পারেনা। আপনাদের সিদ্ধান্ত, আপনাদের পদক্ষেপ দেশহিতের জন্য, গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে এবং দেশের উন্নয়নে গতি সঞ্চার করবে। এটাই আমি বিশ্বাস করি। এই সুযোগ, এই চ্যালেঞ্জ এবং এই সম্ভাবনা সবকিছুই আপনাদের সামনে রয়েছে। আপনারা এই অমৃতকালে দেশ সেবার বিশেষ সুযোগ পেয়েছেন। দেশের জনগণের জীবন সহজ করতে তাদের সমস্যার সমাধান করতে আপনাদের এগিয়ে আসতে হবে, এটাই হওয়া উচিত আপনাদের প্রাথমিক লক্ষ্য। আপনারা যে বিভাগেই নিয়োগপত্র পেয়ে থাকুন না কেন, যে শহর বা গ্রামেই তা হোক, সর্বদা এ কথা মনে রাখবেন যেন আপনাদের কাজের ফলে জনগণের জীবনযাপন সহজ হয়। জীবনযাত্রার সরলীকরণ হয়, পাশাপাশি আগামী ২৫ বছরের মধ্যে উন্নত ভারত তৈরির জন্য অনুকূল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। কখনও কখনও আপনাদের ছোট্ট একটি প্রয়াস কারও কারও ক্ষেত্রে দীর্ঘ কয়েক মাসের প্রতীক্ষার অবসান ঘটাতে পারে। তাঁদের কোনো বিফল হতে যাওয়া কাজ সাফল্য অর্জন করতে পারে। আপনারা আমার একটি কথা অবশ্যই মনে রাখবেন, জনতা জনার্দন এবং তাঁরা ঈশ্বরেরই অন্য রূপ। জনগণের থেকে পাওয়া আশীর্বাদ, দেশের দরিদ্র শ্রেণীর থেকে পাওয়া আশীর্বাদ সর্বদাই ভগবানের আশীর্বাদের সমান হয়। এইজন্য আপনারা অন্যদের সাহায্য করার চিন্তাভাবনা নিয়ে কাজ করবেন। এরফলে আপনাদের যশ বৃদ্ধি পাবে। আপনারা নিজেরাও সন্তুষ্ট হবেন।বন্ধুগণ,আজকের এই অনুষ্ঠানে ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রে বহু মানুষ নিয়োগপত্র পেয়েছেন। অর্থ ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য আমাদের ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমানে ভারত সেই দেশগুলির মধ্যে অন্যতম যেখানে ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হয়। কিন্তু ৯ বছর আগে পরিস্থিতি এমন ছিলনা। যখন ক্ষমতা দখলের স্বার্থ জনগণের উন্নয়নকে ছাপিয়ে যায় তখন সব কাজই নষ্ট হয়ে যায়। এর বেশ কিছু উদাহরণ আমরা চোখের সামনে দেখতে পেয়েছি। এই ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্র পূর্ববর্তী সরকারের সময় এমন দূরবস্থায় পড়েছিল, আমরা প্রত্যেকেই তা প্রত্যক্ষ করেছি। আপনারা আজকাল ডিজিটাল যুগে রয়েছেন। মোবাইল ফোনের মাধ্যমে ব্যাঙ্কিং পরিষেবা গ্রহণ করেন। ফোনের মাধ্যমে ব্যাঙ্কের কাজকর্মও করেন। কিন্তু ৯ বছর আগে যে সরকার ক্ষমতায় ছিল তখন ফোনের মাধ্যমে ব্যাঙ্কের পরিষেবা পাওয়ার কল্পনাও কেউ করেনি। সম্পূর্ণ কর্মপদ্ধতিই ছিল আলাদা। সেইসময় আপনাদের মতো সাধারণ জনগণের জন্য ফোনের মাধ্যমে ব্যাঙ্কিং পরিষেবা চালু ছিল না। দেশের ১৪০ কোটি মানুষ এই পরিষেবা পাননি। সেইসময় একটি বিশেষ পরিবারে ঘনিষ্ঠ কিছু শক্তিশালী নেতা ব্যাঙ্কে ফোন করে নিজেদের পছন্দের মানুষকে হাজার কোটি টাকা ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা করতেন। এই ঋণগুলি কখনই পরিশোধ করা হয়নি। কাগজেই কেবল কাজ হতো। ঋণ পরিশোধ করার জন্য পুনরায় ব্যাঙ্ককে ফোন করে দ্বিতীয়বার ঋণ, দ্বিতীয়বার নেওয়া ঋণ পরিশোধের জন্য তৃতীয় বার ঋণ এভাবেই চলতো ঋণের পর ঋণ গ্রহণ। এই ফোনের মাধ্যমে ব্যাঙ্কিং পরিষেবার কেলেঙ্কারি পূর্ববর্তী সরকারের সবচেয়ে বড় দুর্নীতির মধ্যে অন্যতম। পূর্ববর্তী সরকারের এই দুর্নীতির জন্য দেশের ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা দুর্বল হয়ে পড়েছিল। ২০১৪ সালে আপনারা আমাদেরকে ক্ষমতায় এনে দেশের সেবা করার সুযোগ দিয়েছেন। ২০১৪ সালে ক্ষমতায় আসার পর আমরা এই পরিস্থিতি থেকে ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রকে এবং দেশকে উদ্ধার করেছি। একের পর এক পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে পরিস্থিতির উন্নতি হয়েছে। আমরা সরকারি ব্যাঙ্কগুলিতে ম্যানেজমেন্টকে মজবুত করেছি। পেশাদারিত্বের ওপর জোর দিয়েছি। আমরা দেশের ছোট ছোট ব্যাঙ্কগুলিকে একত্রিত করে বড় ব্যাঙ্ক তৈরি করেছি। আমরা এটি সুনিশ্চিত করেছি যে ব্যাঙ্কে সাধারণ নাগরিকের ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত অর্থ কখনও হারিয়ে না যায়। কেননা ব্যাঙ্কের প্রতি সাধারণ নাগরিকের বিশ্বাস মজবুত করা অত্যন্ত জরুরি ছিল। বেশ কিছু কর্পোরেট ব্যাঙ্ক তখন ডুবতে বসেছিল। সাধারণ জনগণের পরিশ্রমের অর্থ ডুবে যাচ্ছিল, এইজন্য আমরা এই সীমা ১ লক্ষ থেকে বাড়িয়ে ৫ লক্ষ টাকা করেছি। এর ফলাফল এখন আপনাদের সামনে। যেসব সরকারি ব্যাঙ্কের হাজার কোটি টাকা ক্ষতি নিয়ে আলোচনা হত বর্তমানে সেইসব ব্যাঙ্কেরই রেকর্ড পরিমান মুনাফা নিয়ে আলোচনা হয়।বন্ধুগণ,ভারতের মজবুত ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্র এবং ব্যাঙ্কের প্রত্যেক কর্মচারি বিগত ৯ বছরে সরকারের দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে সাযুজ্য রেখে কাজ করেছেন। এইজন্য আমরা সকলে গর্বিত। ব্যাঙ্কে কর্মরত আমার সব কর্মচারী ভাই-বোনেদের তাঁদের কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে এই সংকট থেকে ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রকে বের করে আনার জন্য এবং দেশের অর্থ ব্যবস্থাকে মজবুত করার জন্য ধন্যবাদ জানাই। ব্যাঙ্কের কর্মচারীরা কখনও আমার লক্ষ্যকে ভ্রষ্ট হতে দেননি। আমার চিন্তাভাবনাকেও নিরাশ করেননি। আমার মনে আছে যখন জনধন যোজনা শুরু হয়েছিল তখন পুরনো ধ্যান ধারনার মানুষ এই বিষয়টিতে প্রশ্নের পর প্রশ্ন তোলেন। যেসব দরিদ্র মানুষের কাছে অর্থ নেই তারা ব্যাঙ্কে অ্যাকাউন্ট খুলে কী করবেন? সেই প্রশ্ন ওঠে বার বার। ব্যাঙ্কের ওপর অযথা চাপ বাড়বে, ব্যাঙ্কের কর্মচারীরা কী করে কাজ করবেন সেই প্রশ্নও উঠেছিল। নানাভাবে নিরাশাজনক কথা ছড়িয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু আমার ব্যাঙ্কের বন্ধুরা দরিদ্র শ্রেণীর জনগণের জন্য জনধন অ্যাকাউন্ট খুলেছেন। এরজন্য তাঁরা দিন-রাত এক করে কাজ করেছেন। বস্তিতে গিয়েও ব্যাঙ্কের কর্মচারিরা অ্যাকাউন্ট তৈরি করেছেন। বর্তমানে দেশের প্রায় ৫০ কোটি জনধন ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট রয়েছে। এর পিছনে ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের পরিশ্রম বিশেষভাবে জড়িত আছে। এই ব্যাঙ্ক কর্মচারীরা যে পরিশ্রম করেছেন তার ফলেই করোনাকালে সরকার কোটি কোটি মহিলার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সরাসরি টাকা পাঠাতে পেরেছে।বন্ধুগণ,কিছু কিছু মানুষ কোনো কিছু শুরুর আগে থেকেই অভিযোগ করতে শুরু করেন। সে রকমই অভিযোগ উঠেছিল আরও একটি। বলা হয় আমাদের ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থায় অসংগঠিত ক্ষেত্রের জনগণকে সাহায্য করার জন্য কোনো সংস্থান নেই। পূর্ববর্তী সরকারের সময় কী হয়েছিল তা তো আপনারা ভালোভাবেই জানেন। কিন্তু ২০১৪ সালের পর পরিস্থিতি আর এমনটা নেই। সরকার মুদ্রা যোজনার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বিনা গ্যারান্টিতে ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা চালু করেছেন। সরকার মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠীর জন্য ঋণের পরিমান দ্বিগুণ করেছে। ব্যাঙ্কের কর্মচারীরাই তখন অধিক থেকে অধিকতর স্বনির্ভর গোষ্ঠীর জনগণকে আর্থিক সাহায্য পৌঁছে দিয়েছেন। সরকার যখন কোভিড কালে এমএসএমই ক্ষেত্রকে সাহায্য করার সিদ্ধান্ত নেয় তখন এই ব্যাঙ্ক কর্মীরাই বেশি পরিমান ঋণ দিয়ে এমএসএমই ক্ষেত্রকে রক্ষা করতে সাহায্য করেন। তাঁদের পরিশ্রমের ফলে দেড় কোটির বেশি উদ্যোগপতির রোজগার হারানোর সম্ভাবনা রক্ষা করা যায়। সরকার যখন কৃষকদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সরাসরি অর্থ পাঠানোর জন্য প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সম্মান নিধি যোজনা শুরু করে তখন ব্যাঙ্ক কর্মীরাই প্রযুক্তির সাহায্যে এই প্রকল্পকে সফল করার সব রকম চেষ্টা চালান।যখন সরকার ফুটপাথ-এ বসে যারা নিজেদের পণ্য বিক্রি করেন সেইসব বিক্রেতাদের জন্য স্বনিধি যোজনা শুরু করে তখন

যমুনা এক্সপ্রেসওয়ের দুর্ঘটনায় প্রধানমন্ত্রী শোকপ্রকাশ, আর্থিক সহায়তার ঘোষণা

নয়াদিল্লি, ১৬ ডিসেম্বর ঃ উত্তর প্রদেশের মথুরায় যমুনা এক্সপ্রেসওয়েতে সংঘটিত ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনায় প্রাণহানি ও আহতের ঘটনায় গভীর শোক প্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। একই সঙ্গে তিনি নিহত ও আহতদের জন্য আর্থিক সহায়তার ঘোষণাও করেছেন।প্রধানমন্ত্রী সমাজ মাধ্যমে দেওয়া এক বার্তায় বলেন, যমুনা এক্সপ্রেসওয়ের দুর্ঘটনায় মানুষের প্রাণহানি অত্যন্ত দুঃখজনক। যারা আপনজন হারিয়েছেন, তাঁদের পরিবারের প্রতি তাঁর গভীর সমবেদনা রইল। আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করেন তিনি।প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন, প্রধানমন্ত্রী জাতীয় ত্রাণ তহবিল থেকে প্রত্যেক নিহতের পরিবারকে ২ লক্ষ টাকা করে অনুদান দেওয়া হবে। পাশাপাশি আহত প্রত্যেককে ৫০ হাজার টাকা করে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হবে।উল্লেখ্য, মঙ্গলবার ভোরে ঘন কুয়াশার কারণে দিল্লি-আগ্রা যমুনা এক্সপ্রেসওয়ের মথুরা অংশে সাতটি বাস ও তিনটি গাড়ির মধ্যে সংঘর্ষ ঘটে। সংঘর্ষের পর একাধিক যানবাহনে আগুন লেগে যায়। দুর্ঘটনায় ছয় জনের মৃত্যু হয়েছে এবং ২৫ জনের বেশি মানুষ গুরুতরভাবে আহত হয়েছেন। দমকল বাহিনী আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। দুর্ঘটনার পর এক্সপ্রেসওয়ের সংশ্লিষ্ট অংশে সাময়িকভাবে যান চলাচল বন্ধ রাখা হয়েছে বলেন।

স্থগিত প্রস্তাব নিয়ে সদস্যদের সতর্ক করলেন লোকসভা অধ্যক্ষ

নয়াদিল্লি, ১৬ ডিসেম্বর ঃ লোকসভায় বারবার স্থগিত প্রস্তাব জমা দেওয়া নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন লোকসভা অধ্যক্ষ ওম বিড়লা। মঙ্গলবার প্রশ্নোত্তর পর্বের পর তিনি স্পষ্ট করে বলেন, স্থগিত প্রস্তাব শুধুমাত্র তাৎক্ষণিক ও অত্যন্ত গুরুতর জাতীয় গুরুত্বের বিষয়েই আনা উচিত।অধ্যক্ষ বিভিন্ন সদস্যের নাম উল্লেখ করে জানান, তাঁদের জমা দেওয়া স্থগিত প্রস্তাবগুলি গ্রহণ করা হয়নি। এ প্রসঙ্গে তিনি মন্তব্য করেন, কিছু সদস্য নিয়মিতভাবে প্রতিদিন স্থগিত প্রস্তাব জমা দেন, শুধুমাত্র তাঁদের নাম যেন সংসদে উচ্চারিত হয় সেই উদ্দেশ্যে। এই প্রবণতা গ্রহণযোগ্য নয়।অধ্যক্ষ ওম বিড়লা আরও বলেন, স্থগিত প্রস্তাব সংসদের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়া এবং এর অপব্যবহার হলে তা সংসদীয় শৃঙ্খলার পরিপন্থী। ভবিষ্যতে এ ধরনের আচরণ চলতে থাকলে সংশ্লিষ্ট সদস্যদের নাম আর উল্লেখ করা হবে না বলেও তিনি সতর্ক করেন।

ভোট চুরি সংবিধানের ওপর সবচেয়ে বড় আক্রমণ, কেন্দ্রকে তীব্র আক্রমণ রাহুল গান্ধীর

নয়াদিল্লি, ১৬ ডিসেম্বর ভোট চুরিকে ভারতের সংবিধানের ওপর সবচেয়ে বড় আক্রমণ বলে উল্লেখ করে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানালেন কংগ্রেস নেতা তথা লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী। গত রবিবার দিল্লির রামলীলা ময়দানে আয়োজিত এক বিশাল সমাবেশে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি সরাসরি বিজেপি ও কেন্দ্রের বিরুদ্ধে নির্বাচন প্রক্রিয়ায় কারচুপির অভিযোগ তোলেন এবং দাবি করেন, ক্ষমতার অপব্যবহারের মাধ্যমে গণতন্ত্রকে দুর্বল করা হচ্ছে।সমাবেশে রাহুল গান্ধী বলেন, সত্যের জয় অবশ্যম্ভাবী এবং সেই সত্য প্রতিষ্ঠিত হতে কিছুটা সময় লাগলেও শেষ পর্যন্ত দেশবাসীই জয়ী হবে। তাঁর কথায়, কংগ্রেস ও বিরোধী শিবির সত্যের পথেই লড়াই চালিয়ে যাবে এবং যারা ভোট চুরি করে ক্ষমতায় টিকে আছে, তাদের জনগণই ক্ষমতা থেকে সরিয়ে দেবে। তিনি দাবি করেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর আত্মবিশ্বাস এখন টলমল করছে, কারণ শাসকদল বুঝতে পারছে যে তাদের বিরুদ্ধে ওঠা ভোট চুরির অভিযোগ ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠছে।রাহুল গান্ধী তাঁর বক্তব্যে একাধিক উদাহরণ তুলে ধরে নির্বাচন ব্যবস্থার স্বচ্ছতা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। তিনি বলেন, ভোটার তালিকায় কীভাবে একজন ব্রাজিলিয়ান মহিলার নাম থাকতে পারে, তা আজও অজানা। একইভাবে একটি বাড়িতে কীভাবে ৫০০ থেকে ৬০০ জন ভোটার নথিভুক্ত থাকতে পারেন, সেই প্রশ্নেরও কোনও সদুত্তর মেলেনি। এমনকি হরিয়ানার নির্বাচনে উত্তর প্রদেশের নেতারা কীভাবে ভোট দিতে পারেন, তা নিয়েও তিনি প্রশ্ন তোলেন। তাঁর অভিযোগ, এই সমস্ত বিষয়ে কংগ্রেস বারবার প্রশ্ন তুললেও সরকার কিংবা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে সন্তোষজনক কোনও জবাব পাওয়া যায়নি।সংসদের প্রসঙ্গ টেনে রাহুল গান্ধী বলেন, এই প্রশ্নগুলি যখন সংসদে তোলা হয়েছিল, তখন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে যথেষ্ট অস্বস্তিতে পড়েছিলেন। রাহুলের দাবি, ক্ষমতায় থাকা পর্যন্তই শাসকদলের সাহস থাকে, কিন্তু সত্য সামনে এলে তাদের আত্মবিশ্বাস ভেঙে পড়ে।বিজেপির বিরুদ্ধে আরও গুরুতর অভিযোগ তুলে রাহুল গান্ধী বলেন, নির্বাচনের সময় ভোট কেনার জন্য অর্থ বিতরণ করা হয়েছে। তাঁর দাবি অনুযায়ী, ভোটারদের ১০ হাজার টাকা করে দেওয়া হয়েছিল। একই সঙ্গে তিনি অভিযোগ করেন, ভারতের নির্বাচন কমিশন বিজেপির সঙ্গে যোগসাজশে কাজ করছে, যা দেশের গণতান্ত্রিক কাঠামোর জন্য অত্যন্ত বিপজ্জনক।রাহুল গান্ধী আরও বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আইন পরিবর্তন করেছেন, যাতে নির্বাচন কমিশনাররা যা খুশি করতে পারেন এবং তাদের বিরুদ্ধে কোনও কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া না যা। তাঁর মতে, এই আইন পরিবর্তনের মূল উদ্দেশ্যই হল নির্বাচন কমিশনকে কার্যত জবাবদিহির বাইরে রাখা এবং শাসকদলের স্বার্থ রক্ষা করা। সমাবেশে উপস্থিত কর্মী-সমর্থকদের উদ্দেশে রাহুল গান্ধী বলেন, এই লড়াই কেবল কোনও একটি দলের নয়, বরং দেশের সংবিধান, গণতন্ত্র ও নাগরিক অধিকারের লড়াই। তিনি আহ্বান জানান, ভোটের অধিকার রক্ষার জন্য সবাইকে একজোট হয়ে সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে। তাঁর বক্তব্যে স্পষ্ট, আসন্ন দিনগুলিতে নির্বাচন ব্যবস্থার স্বচ্ছতা ও গণতন্ত্র রক্ষাকে সামনে রেখেই কংগ্রেস ও বিরোধী জোট আরও তীব্র আন্দোলনের পথে হাঁটতে চলেছে।

বিজয় দিবস স্মরণ প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ১৬ ডিসেম্বর ঃ বাংলাদেশের ৫৪ তম স্বাধীনতা দিবস, যা বিজয় দিবস নামে পরিচিত। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করে বিজয় দিবসের শুভেচ্ছা জানান। শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন একাত্তরের যুদ্ধে পাক বাহিনীকে নাস্তানাবুদ করা ভারতীয় জওয়ানদের। যাঁদের বীরত্বে সার্থক হয়েছিল মুক্তি বাহিনী ও বাংলাদেশের কোটি কোটি সাধারণ মানুষের স্বপ্ন।এক্স হ্যান্ডেলে মোদী লিখেছেন, বিজয় দিবসে আমরা সেই সাহসী সেনাদের স্মরণ করছি যাঁদের আত্মত্যাগ ১৯৭১ সালে ভারতকে ঐতিহাসিক বিজয় এনে দিয়েছিল। তাঁদের দৃঢ় সংকল্প এবং নিঃস্বার্থ সেবা আমাদের জাতিকে রক্ষা করেছে এবং আমাদের ইতিহাসে গর্বের মুহূর্ত স্থাপন করেছে। এই দিনটি তাঁদের বীরত্বের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি, তাঁদের অতুলনীয় চেতনার স্মারক। তাঁদের বীরত্ব প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে অনুপ্রাণিত করে চলেছে আমাদের। অন্যদিকে ভোপাতে, মঙ্গলবার দেশ জুড়ে উদযাপিত হচ্ছে বিজয় দিবস। ১৯৭১ সালের এই দিনে, আমাদের দেশের বীর ও সাহসী সেনারা পাকিস্তানি সেনাবাহিনীকে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য করেছিল এবং তাদের ৯৩ হাজার সেনাকেও আত্মসমর্পণ করতে হয়েছিল। মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী ডঃ মোহন যাদব বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে বীর সেনাদের সাহস ও বীরত্বের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী ডঃ যাদব এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন বিজয় দিবসে, আমি সাহসী সেনাদের বীরত্বকে প্রণাম জানাই এবং শহীদ সেনাদের প্রতি আমার বিনম্র শ্রদ্ধা রইল। ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১, আমাদের ভারতীয় সেনাবাহিনীর অদম্য সাহস, শৃঙ্খলা এবং কৌশলগত দক্ষতার একটি সোনালী অধ্যায়, এই সময় পাকিস্তানি সেনাবাহিনী আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়েছিল। আজও, সমগ্র জাতি তাদের বীরত্বের জন্য গর্বিত।

খাজুরাহো আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব শুরু

ভোপাল, ১৬ ডিসেম্বর ঃ মধ্যপ্রদেশের বিশ্বখ্যাত পর্যটন নগরী খাজুরাহোতে মঙ্গলবার থেকে শুরু হচ্ছে ৭ দিনব্যাপী খাজুরাহো আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব। ছত্রপুর জেলার শিল্পগ্রাম প্রাঙ্গণে ২২ ডিসেম্বর পর্যন্ত চলবে এই উৎসব। এটি উৎসবের ১১ তম সংস্করণ। উৎসবটি প্রখ্যাত অভিনেতা ধর্মেন্দ্র ও আসরানিকে উৎসর্গ করা হয়েছে। আয়োজক ও অভিনেতা রাজা বুন্দেলা জানান, এবছর ২০টি দেশের সাংস্কৃতিক প্রতিনিধি, দেশ-বিদেশের অভিনেতা-অভিনেত্রী ও চলচ্চিত্র নির্মাতারা অংশ নেবেন। গভর্নিং কাউন্সিলে থাকবেন মনমোহন শেট্টি, রমেশ সিপ্পি, বনি কাপুর, গোবিন্দ নিহালানি, প্রহ্লাদ কক্কড়, নিতিন নন্দা ও চন্দ্রপ্রকাশ দ্বিবেদী। উৎসব চলাকালীন খাজুরাহো অঞ্চলের সাতটি টেম্পোরারি প্রেক্ষাগৃহে নির্বাচিত পূর্ণদৈর্ঘ্য ও স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হবে।

Notice

I, Sahanaj Parvin, D/o-Md Taleb Ali, (W/o-Md Josimuddin), Resident of Vill-Rajapur, P.O-Rajapur, P.S-Pukhuria, Dist-Malda, Pin 732102, West Bengal, That my Actual date of birth is- 15/03/1986, which has been recorded in my birth Certificate bearing Registration No- 231, and Aadhaar, Voter & Pan card. That my Date of birth wrongly Entered is 05/03/1986 which has been recorded in my West Bengal Board of Secondary Education Certificate. Registration No.R1006012-001,Roll No.R9116-0005,Admit Card Index No.R1-006,Examination Passing year 2003,Vide affidavit before the 1st class Judicial Magistrate at Malda on 09/10/2025.

পূর্ব রেলওয়ে

ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ডিআরএম বিল্ডিং, রেলওয়ে স্টেশনের সন্নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য সেচ/সিপিডব্লুডি/এসইবি/এমইএস অথবা অন্য কোনও সরকার অধিগৃহীত সংস্থায় রেজিস্ট্রিকৃত সমেত অনুরূপ ধরনের কাজে অভিজ্ঞতা এবং প্রয়োজনীয় আর্থিক সঙ্গতি পন্ন এরূপ টেন্ডারদাতার থেকে নিম্নলিখিত অনলাইনে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ **[সিনিয়ার ডিইএন/৩/ হাওড়া]। ক্র.নং.-১। ই-টেন্ডার নং ঃ ২১৫_২০২৫-২৬, তারিখ ঃ ১৫.১২.২০২৫। কাজের বিবরণ ঃ** এডিইএন/আজিমগঞ্জ সেকশনের অধীনে টাকিপুর, লোহাপুর, গোঁসাইগ্রাম, খাগরাঘাট রোড, কাজীপাড়া হল্ট এবং বাজারসৌ স্টেশনের নিকট গ্যাঙ হাট নির্মাণ। **আনুমানিক ব্যয় ঃ** ৯৪,৩২,১৯০.৪৬ টাকা। **বায়নামূল্যঃ** ১,৮৮,৭০০ টাকা। **ক্র.নং.-২। ই-টেন্ডার নংঃ ২১৬_২০২৫-২৬, তারিখ ঃ ১৫.১২.২০২৫। কাজের বিবরণ ঃ** এইএন/আজিমগঞ্জ-এর অধিক্ষেত্রে এলএইচএস নম্বর ২৭৯/এ ও ২৮৬এ এবং এইএন/কাটোয়ার অধীনে এলএচিএস নম্বর ৭সি/ই-তে নতুন সাম্প, পাম্প হাউস, পাম্প, কভার শেড-এর সংস্থান। **আনুমানিক ব্যয় ঃ** ৯৮,২৫,২৫৩.৩৭ টাকা। **বায়নামূল্যঃ** ১,৯৬,৫০০ টাকা। **ক্র.নং.-৩। ই-টেন্ডার নংঃ ২১৭_২০২৫-২৬, তারিখ ঃ ১৫.১২.২০২৫। কাজের বিবরণ ঃ** এইএন/আজিমগঞ্জের অধিক্ষেত্রে এলএইচএস ২৬১/এ, ২৬২/এ ও ২৬৮/এ-তে নতুন সাম্প, পাম্প হাউস, পাম্প, কভার শেড ও নিকাশি ব্যবস্থার সংস্থান। **আনুমানিক ব্যয়ঃ** ১,৪০,২৬,৩২৪.৬৯ টাকা। **বায়নামূল্যঃ** ২,২০,১০০ টাকা। **সম্পাদনের সময়সীমা ঃ** স্বীকৃতি পত্র ইস্যু করার তারিখ থেকে ০৬ (ছয়) মাস (ক্র.নং. ১ থেকে ৩ প্রতিটির জন্য)। যদি টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত বন্ধের তারিখ কোনো কারণবশতঃ ঘোষিত ছুটির/ বন্ধের/ধর্মঘটের দিন হয়, সেক্ষেত্রে অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখের পরিবর্তন হবে না কারণ আইআরইপিএস-এর ওয়েবসাইটে আবেদনের ক্ষেত্রে টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পরে কোনো প্রস্তাব দাখিলের অনুমতি নেই। যদিও অনলাইনে টেন্ডার খোলা হবে পরবর্তী কাজের দিন। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ০২.০১.২০২৬ তারিখে দুপুর ২.০০টা (ক্র.নং. ১ থেকে ৩ প্রতিটির জন্য)। টেন্ডারের বিশদ বিবরণ ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in**-এ পাওয়া যাবে। টেন্ডারদাতাদের উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে তাঁদের প্রস্তাব জমা দিতে অনুরোধ করা হচ্ছে। ইএমডি ও টিডিসি-এর অর্থপ্রদান— ই-টেন্ডারিং-এর জন্য বায়নামূল্য জমা (ইএমডি) ও টেন্ডার নথির মূল্য বাবদ অর্থপ্রদান শুধুমাত্র উপরোক্ত ওয়েবসাইটে নেট ব্যাঙ্কিং বা পেমেন্ট গেটওয়ে-র মাধ্যমে গৃহীত হবে। **দ্রষ্টব্যঃ** আইআরইপিএস (ই-টেন্ডার পোর্টাল)-এ আহ্বান করা টেন্ডারের ক্ষেত্রে ফিক্সড ডিপোজিট রিসিট (এফডিআর)-কে ইএমডি হিসাবে গ্রাহ্য করা হবে না। কোনো ম্যানুয়াল অফার গ্রাহ্য হবে না। (HWH-461/2025-26)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট **www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in**-এও পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ এনআইটি/০২/২৫/৭১, তারিখ ঃ ১৫.১২.২০২৫। প্রিন্সিপ্যাল চিফ মেটেরিয়ালস ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, ১৭, নেতাজি সুভাষ রোড, ৩য় তল, ফেয়ারলি প্লেস, কলকাতা-৭০০০০১ নিম্নলিখিত আইটেমগুলি সরবরাহের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন ঃ **[ক] ক্রমিক সংখ্যা; টেন্ডার সংখ্যা; বর্ণনা; টেন্ডার মূল্যমান; ইএমডি** এবং **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময়** নিম্নরূপ ঃ **১; ১১২৫১০৩৭;** বাফার প্লাঞ্জারের জন্য ফেস প্লেট ইত্যাদি সংগ্রহ; ০ টাকা;১,৮৩,৭৫০ টাকা ও ০৯.০২.২০২৬ তারিখ দুপুর ১.৩০ মিনিট। **২; ০৮২৫১০৬৯এ;** ইলেক্ট্রনিক রেকটিফায়ার-কাম-রেগুলেটিং ইউনিট ইত্যাদি সংগ্রহ; ০ টাকা; ২,৬০,৬৮০ টাকা ও ৩০.১২.২০২৫ তারিখ দুপুর ১.৩০ মিনিট। **৩; ২০২৫১০০১এ;** ৩ ফেজ এসি ট্র্যাকশন মোটরেরর জন্য কেবল সহ টেম্পারেচার সেন্সর অ্যাসেম্বলি ও উভয় প্রান্তে কানেক্টর ফিট করা; ০ টাকা; ৪,৫৫,১০০ টাকা ও ২০.০১.২০২৬ তারিখ দুপুর ১.৩০ মিনিট। **৪; ০৫২৫১১৯৪;** আরডিএসও স্পেসিফিকেশন নং এমঅ্যান্ডসি/এনডিটি/১০৫/২০০১ (দৃশ্যমানতা ঃ টাইপ II) অনুযায়ী তিনটি আইটেম সমন্বিত দৃশ্যমান ডাই পেনিট্র্যান্ট কিট সংগ্রহঃ (ক) রেড ভিজিবল ডাই পেনিট্র্যান্ট, ভিজিবিলিটি ঃ টাইপ II ও ওয়াশেবিলিটি মেথড-সি (সলভেন্ট রিমুভেবল)-০১ ক্যান, (খ) নন-হ্যালোজেনেটেড (ক্লাস-২) সলভেন্ট রিমুভার ও ক্লীনার-০২ ক্যান, (গ) নন-অ্যাকুয়াস ওয়েট ডেভেলপার্স (ফর্ম ডি)-০৩ ক্যান, সামগ্রীগুলি ৫২৫ মিলিলিটার ক্ষমতার এরোসল ক্যানে ৪০০ মিলিলিটার ভর্তি করে সরবরাহ। ব্যবহার যোগ্যতার সময়সীমাঃ স্বাভাবিক পরিবেশে ১২ থেকে ১৮ মাস; ০ টাকা; ১,৬৭,২৬০ টাকা ও ০৭.০১.২০২৬ তারিখ দুপুর ১.৩০ মিনিট। **৫; ২১২৫১৪৫৭;** মডিফায়েড ইলাসটোমেরিক প্যাড ডিজাইন-বি ইত্যাদি; ০ টাকা; ১৪,০৬,৫৯০ টাকা ও ০২.০১.২০২৬ তারিখ দুপুর ১.৩০ মিনিট। **৬; ১৬২৫১১৫৯এ;** পোর্সেলিন ব্র্যাকেট ইনস্যুলেটর (আরআই নং ৬০৩০-১) (১০৫০ মিমি সিডি); ০ টাকা; ১,২৮,৭২০ টাকা ও ১৯.০১.২০২৬ তারিখ দুপুর ১.৩০ মিনিট। **৭; ২০২৫৫০৩৪;** ডিইটিসি/ইউএস (ইলেক্ট্রিক টান্সমিশন সহ) কোচের জন্য এয়ার ব্রেক ইকুইপমেন্ট সরবরাহ; ০ টাকা; ৪,২৫,৫৩০ টাকা ও ২০.০১.২০২৬ তারিখ দুপুর ১.৩০ মিনিট। **৮; ১১২৫১১০৬এ;** ওয়ারহেড অ্যালুমিনিয়াম ওয়াটার ট্যাঙ্ক অ্যাসেম্বলি ইত্যাদি সংগ্রহ; ০ টাকা; ১,০৮,২৪০ টাকা ও ০৬.০১.২০২৬ তারিখ দুপুর ১.৩০ মিনিট। **৯; ২০২৫৫০৩৭;** হাইড্রলিক্যালি অপারেটেড লিফ্‌টিং অ্যান্ড স্যুইভেলিং প্ল্যাটফর্ম; ০ টাকা; ৪,০৩,৫৬০ টাকা ও ১২.০১.২০২৬ তারিখ দুপুর ১.৩০ মিনিট। **১০; ১১২৫২৬১৭সি;** স্ফেরোইলাস্টিক রাবার বেয়ারিং; ০ টাকা; ২,৫১,২২০ টাকা ও ০১.০১.২০২৬ তারিখ দুপুর ১.৩০ মিনিট। **১১; ১২২৫৫৮৭৩;** আরডিএসও ড্রইং নং টি-৬৭৮২ অনুযায়ী কম্বিনেশন এসইজে ৬০ কেজি/৫২ কেজি; ০ টাকা; ১৯,৫৫,৩১০ টাকা ও ০২.০১.২০২৬ তারিখ দুপুর ১.৩০ মিনিট। **১২; ২১২৫১২১০এ;** ডিস্ট্রিবিউটর ভাল্‌ভ কমপ্লীট ইত্যাদি; ০ টাকা; ৬,৬৬,২৮০ টাকা ও ০৫.০১.২০২৬ তারিখ দুপুর ১.৩০ মিনিট। **১৩; ২২২৫৫৫১১এ;** ইঞ্জে. রিকম্বিন্যান্ট সোমাট্রপিন ৩৬ আইইউ (১২ মিগ্রা/মিলিলি) আইটেম কোড নং এম ১৪০৩০২, এআই ২৫-২৬; ০ টাকা; ০ টাকা ও ২২.১২.২০২৫ তারিখ দুপুর ১.৩০ মিনিট। **[খ] ক্রমিক সংখ্যা; টেন্ডার সংখ্যা; সংক্ষিপ্ত বর্ণনা; টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং আনুমানিক টেন্ডার মূল্যমান** নিম্নরূপ ঃ **১; ৫২২৫৭৫৯৬এ;** আরসিএফ ড্রইং নং ঃ এলডব্লু ০৩২৪৫, অল্ট.সি.টিএস ১৭.৩৫৮ ১০০; টিএস ১৭.৩৫৮ ১০৫ অনুযায়ী ব্রেক সাপোর্ট; ১২.০১.২০২৬ ও ১,৬৪,৭২,৮৯৪.৪০ টাকা। **২; ৫২২৫৭৬৩৫;** সংযোজিত ড্রইং ও অ্যানেক্সার-এ অনুযায়ী ৩৮টি আইটেম সমন্বিত কয়েল স্প্রিং সাসপেনশন ফিয়াট বগি ফ্রেম-এর জন্য কিট মেটিরিয়ালের সেট; ১২.০১.২০২৬ ও ২,৫১,২৯,২৮০ টাকা। **৩; ৫২২৫৭৬১৪এ;** সংযোজিত ড্রইং ও অ্যানেক্সার-এ অনুযায়ী ১০টি আইটেম সমন্বিত কিট মেটিরিয়ালের সেট; ১২.০১.২০২৬ ও ৬৭,৯৪,০৭৪.২০ টাকা। **৪; ৫২২৫৬৬৩৫;** অ্যানেক্সার-এ অনুযায়ী এয়ার স্প্রিং সাসপেনশন এলএইচবি বগি ফ্রেম-এর জন্য ৪১টি আইটেম সমন্বিত কিট মেটিরিয়ালের সেট; ১৪.০১.২০২৬ ও ৩,৩০,৯১,৭২৬.৪৮ টাকা। **৫; ৫২২৫৭৬১০;** কন্ট্রোল আর্ম সাপোর্ট-এর সেট (১) আরসিএফ ড্রইং নং এলডব্লু ০৩২৪৬, অল্ট বি অনুযায়ী কন্ট্রোল আর্ম সাপোর্ট রাইট-৮টি (২) আরসিএফ ড্রইং নং এলডব্লু ০৩২৪৭, অল্ট বি অনুযায়ী কন্ট্রোল আর্ম সাপোর্ট লেফ্‌ট-৮টি; ১৪.০১.২০২৬ ও ১,২৬,৬৭,৮৯০ টাকা। **৬; ৫২২৫৭৫৯৪এ;** ড্রইং নং ১২৬৭৪৫২, ভার্সন-০০ অনুযায়ী স্প্রিং পট এবংস্পেসিফিকেশন নং ডিআইএন ২৪৪৮; ডিআইএন ১৬৩০ এসটি ৫২.৪ ও এমডিটিএস-১৪৯ আরইভি-০ অনুযায়ী সিমলেস টিউব থেকে মেশিনকৃত; ১৬.০১.২০২৬ ও ৯৮,৬৭,৮২০.৮০ টাকা। **৭; ৫২২৫৬৬৩৭এ;** এলএইচবি বগির জন্য ড্রইং নং (১) এলডব্লু ০৩৩০৪, অল্ট. এনআইএল অনুযায়ী ৪টি (২) এলডব্লু ০৩৩০৩; অল্ট-এ অনুযায়ী ৮টি টিউবের (ফিনিশড) সেট; ১৬.০১.২০২৬ ও২,০৯,২৪,৫৮১.৫০ টাকা। **দ্রষ্টব্যঃ** উপরোক্ত টেন্ডারগুলি সব ই-টেন্ডার এবং আইআরইপিএস ওয়েবসাইট **https://www.ireps.gov.in**-এ অনলাইনে তাঁদের বিড জমা করতে সকল টেন্ডারদাতাদের অনুরোধ জানানো হচ্ছে। উপরোক্ত টেন্ডারগুলির এবং অন্যান্য সাপ্লাই টেন্ডারগুলির বিশদ বিবরণের জন্য অনুগ্রহ করে আইআরইপিএস ওয়েবসাইট দেখুন। (STORES-55/2025-26)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট **www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in**-এও পাওয়া যাবে

Follow us at: @EasternRailway easternrailwayheadquarter

রাশিফল

মেষঃমেষ রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য একটি অত্যন্ত শুভ এবং আনন্দের দিন। আবেগ এবং শক্তি আপনার জীবনকে পূর্ণ করবে, আপনার ইচ্ছা পূরণের জন্য আপনাকে অনুপ্রাণিত করবে।

বৃষঃ কিছু প্রতিকূলতার সামনা করা সম্ভবপর। মনোক্ষুণ্ণ হবেন না বরং আকাঙ্খিত ফল পেতে কঠোর পরিশ্রম করুন। প্রতিকূলতাগুলিকে সাফল্যর পদক্ষেপে পরিণত হতে দিন। সঙ্কটের মুহূর্তে আত্মীয়রাও সাহায্য করবে। বিবাহের যোগ।

মিথুনঃ মিথুন রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য এটি একটি চ্যালেঞ্জিং দিন হবে। জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে আপনি উত্থান-পতনের মুখোমুখি হতে পারেন। তবে চিন্তা করার কোনও কারণ নেই। শুভদিন

কর্কট রাশি ঃ বন্ধুবান্ধবদের সাথে সন্ধ্যাযাপন সুখকর হবে কিন্তু যত্নশীল হোন কারণ অতিরিক্ত খাওয়া আপনার পরের সকালটি খারাপ করতে পারে। আকস্মিক টাকাকড়ির আগমন আপনার রসিদগুলির এবং তাৎক্ষণিক খরচার খেয়াল রাখবে। সন্তান হবে পারে

সিংহঃসিংহ রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য দিনটি প্রচুর ইতিবাচক শক্তি নিয়ে আসবে। সমাজে আপনার ব্যক্তিত্বের প্রশংসা করা হবে এবং লোকেরা আপনার সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করতে চাইবে। এটি আপনার আত্মবিশ্বাসকে আরও বাড়ানোর সময়, আপনাকে আপনার চিন্তাভাবনা এবং অনুভূতি প্রকাশ্যে প্রকাশ করার সুযোগ দেবে।।

কন্যাঃচাপ উপেক্ষা করা প্রয়োজন। এটি খুব দ্রুতগতিতে তামাক এবং মদের মত মারাত্মক মহামারীতে পরিণত হচ্ছে। কাজের সুযোগ হবে

তুলাঃআপনার সংবেদনশীলতা এবং সহানুভূতি এই দিন আপনাকে অন্যদের সঙ্গে গভীর সম্পর্ক গড়ে তুলতে সাহায্য করবে। শুভ রং লাল

মকরঃ বন্ধুরা আপনাকে কোন বিশেষ ব্যক্তির সাথে আলাপ করাবে যিনি আপনার চিন্তায় লক্ষ্যণীয় প্রভাব ফেলবেন। সন্তান হতে পারে আজ

বৃশ্চিকঃ বাইরের ক্রিয়াকলাপ আজ ক্লান্তিকর এবং ধকলসাধ্য হবে।

ধনুঃ ধনু রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য দিনটি কিছুটা চ্যালেঞ্জ এবং সংগ্রামে ভরা থাকতে পারে। ব্যবসায় উন্নতি হতে পারে।

কুম্ভঃ কুম্ভ রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য এই দিন অস্বাভাবিক চ্যালেঞ্জে ভরা থাকবে। বিবাহের যোগ হবে।

মীনঃ আপনার দানী মনোভাব গোপন আশীর্বাদ হতে পারে কারণ আপনি সম্ভবত অনেক বিষয় থেকে মুক্তি পাবেন যেমন সন্দেহ নিরুসাহ বিশ্বাসের অভাব লোভ অঙ্গীকার অহংকার এবং ঈর্ষা। শুভ দিন

আবহাওয়া

উত্তর-পশ্চিম ভারতে পশ্চিমী ঝঞ্ঝা। আরও একটি পশ্চিমী ঝঞ্ঝা এবং ঘূর্ণাবর্ত রয়েছে পাকিস্তান সংলগ্ন জম্মু-কাশ্মীরে। নতুন করে পশ্চিমী ঝঞ্ঝা ঢুকবে বুধবার। যার জন্য আগামী পাঁচ সাত দিনে জাঁকিয়ে শীতের সম্ভাবনা নেই। এদিন ১৫ ডিগ্রির ঘরে কলকাতার তাপমাত্রা। সকাল সন্ধ্যা শীতের আমেজ থাকলেও দিনের বেলা সামান্য কমবে অনুভূতি। কলকাতায় দিনের তাপমাত্রা স্বাভাবিকের ওপরে আর রাতে স্বাভাবিকের নীচে পারদ। কলকাতায় এদিন ১৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের ঘরে তাপমাত্রা। সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১৫.৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস। সামান্য বেড়েছে তাপমাত্রা।মঙ্গলবার পশ্চিমের জেলায় ১২ থেকে ১৪ ডিগ্রি সেলসিয়াসের ঘরে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা। সর্বনিম্ন তাপমাত্রা স্বাভাবিকের কাছাকাছি থাকবে আগামী কয়েক দিন। সকালের দিকে হালকা কুয়াশা থাকবে, পরে পরিষ্কার থাকবে আকাশ। আপাতত শুষ্ক আবহাওয়া, বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই। কুয়াশার সম্ভাবনা বেশি থাকবে পশ্চিমের জেলা বাঁকুড়া পুরুলিয়া ঝাড়গ্রাম এবং উপকূলের জেলা পূর্ব মেদিনীপুর এবং উত্তর ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা-সহ সংলগ্ন এলাকায়। আগামী কয়েক দিন পশ্চিমের জেলাগুলিতে ১২ থেকে ১৪ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে থাকবে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা। উপকূলের জেলাগুলিতে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা থাকতে পারে ১৫ থেকে ১৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস। পাশাপাশি উত্তরবঙ্গে সকালে হালকা থেকে মাঝারি কুয়াশার সম্ভাবনা থাকবে। সব জেলাতেই কুয়াশার সম্ভাবনা। পার্বত্য এলাকায় কোথাও কোথাও দৃশ্যমানতা কোথাও ২০০ মিটার পর্যন্ত হতে পারে। দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহারে কুয়াশা সম্ভাবনা বেশি থাকবে। কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১৫.৭ ডিগ্রি ।

জোয়ার-ভাটা

জোয়ার-সকাল ০৭টা ৫৫মিনিট এবং রাত ০৯টা ৫৫মনিট। **ভাটা**-দুপুর ০১টা ৫৫মনিট এবং রাত ০২টা ৫৫মনিট। সূর্যঃউদয় ঃ সকাল ৬টা ০৪মিনিটে হতে পারে এবং অস্ত যাবে আজ ৪টা ৫৪মিনিটে হতে পারে।

কলকাতা

ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে জোর দিতে বৈঠক মুখ্যমন্ত্রীর

ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প উদ্যোগী এবং ব্যবসায়ীদের সুবিধা ও সমস্যা নিয়ে সরাসরি আলোচনা করতে চলেছে রাজ্য সরকার। এই লক্ষ্যে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আগামীকাল কলকাতার নেতাজি ইনডোর স্টেডিয়ামে এক গুরুত্বপূর্ণ ব্যবসায়ী সম্মেলনে অংশ নেবেন। নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে, দুপুরে আয়োজিত এই সভায় তিনি ব্যবসায়ীদের সঙ্গে মতবিনিময় করবেন এবং তাঁদের উন্নয়নে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে কী কী নতুন পদক্ষেপ নেওয়া যায়, সে বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করবেন।রাজ্য সরকারের লক্ষ্য, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পকে আরও মজবুত করে তোলা ।।

নির্বাচন কমিশনের খসড়া তালিকায় মৃতের মধ্যে তৃণমূল কাউন্সিলরের নাম, শ্মশানে পৌঁছে প্রতিবাদে সামিল সূর্য দে

নিজস্ব সংবাদদাতা,, কলকাতা,, ১৬ ডিসেম্বর ঃ মঙ্গলবার নির্বাচন কমিশন পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশ করেছে। প্রকাশিত তালিকায় প্রায়
৫৮ লক্ষ ভোটারের নাম বাদ দেওয়া হয়েছে। এই তালিকায় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে মৃত, স্থানান্তরিত, নিখোঁজ এবং ডুপ্লিকেট ভোটারদের নাম। তবে তালিকা প্রকাশের পরই এক অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ঘটেছে। খসড়া তালিকায় মৃতের তালিকায় নিজের নাম দেখে রীতিমত চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়। ডানকুনির ১৮ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর সূর্য দে এই তালিকায় নিজের নাম খুঁজে পান। প্রথমে তিনি অবাক হন এবং তারপর ক্ষোভে ফুঁসতে শুরু করেন। এ ঘটনার প্রতিবাদ জানাতে তিনি তাঁর সঙ্গে অনুগামীদের নিয়ে শ্মশানে পৌঁছান। সেখানে তিনি বলেন, নির্বাচন কমিশন আমাকে মৃত দেখিয়েছে। তারা চাইলে এখানে এসে আমাকে পুড়িয়ে দিতে পারে। সূর্য দে আরও অভিযোগ করেন, একজন জনপ্রতিনিধি হিসাবে তাঁর সঙ্গে এমন যদি হয়, তাহলে সাধারণ মানুষের কি অবস্থা তা বোঝা যাচ্ছে। এমনকী বৈধ

ভোটারের নাম বাদ দেওয়ার চক্রান্ত করা হচ্ছে বলেও অভিযোগ সূর্য দের। শ্মশানে পৌঁছানোর মূল উদ্দেশ্যই ছিল এই ভুলের প্রতিবাদ জানানো। যদিও এই বিষয়ে এখনও পর্যন্ত কমিশনের তরফে কোনও বক্তব্য পাওয়া যায়নি। নির্বাচন কমিশন আগে থেকেই জানিয়েছে যে, মঙ্গলবার থেকে স্থানীয় বুথে বিএলওরা বসবেন। ভোটাররা যদি নিজের নাম খুঁজে না পান বা ভুল দেখেন, তবে তা তৎক্ষণা জানাতে পারবেন। অভিযোগ জানানোর জন্য নির্বাচনী কর্মকর্তারা শনি এবং রবিবারও উপস্থিত থাকবেন। তবে অভিযোগ করার সময় ভোটারদের সঙ্গে তাঁদের আধার কার্ড থাকা আবশ্যক।

একের পর এক গাড়ির সংঘর্ষ মা উড়ালপুলে, গুরুতর আহত বাইক আরোহী

কলকাতা, ১৬ ডিসেম্বর (হি. স.)ঃ মঙ্গলবার সকালে একের পর এক গাড়ির সংঘর্ষ মা উড়ালপুলে। এদিন মা উড়ালপুলে একটি গাড়ি ডিভাইডারে ধাক্কা মেরে উল্টো দিকের লেনে চলে আসে। উল্টো দিকের লেনে এসে অন্য একটি গাড়িতে ধাক্কা মারে সেটি। পরে সেই গাড়িতে ধাক্কা খায় একটি বাইক। জানা যাচ্ছে, দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছেন বাইক আরোহী। তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। দুর্ঘটনা পর ওই গাড়ির চালকের কোনও সন্ধান পাওয়া যায়নি বলেই দাবি আশপাশের অন্য গাড়ির চালকদের। তাঁদের অনুমান, ওই গাড়ির চালক দুর্ঘটনার পরক্ষণেই সুযোগ বুঝে পালিয়ে গিয়েছেন। দুর্ঘটনার পরে বাইক আরোহীকে রাস্তার উপরে প্রায় অচেতন অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখা যায়। কিছু ক্ষণ পরে অ্যাম্বুলেন্স অভিঘাতে ওই গাড়িটির অনেকটা অংশ দুমড়ে গিয়েছে। প্রত্যক্ষদর্শীদের

আসে ঘটনাস্থলে। ওই বাইক আরোহীকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। মা উড়ালপুলে গাড়ি চলাচলের সময়ে গতির ঊর্ধ্বসীমা নির্দিষ্ট করা রয়েছে। তবে প্রত্যক্ষদর্শীরা জানাচ্ছেন, গাড়িটি বেশ জোরেই আসছিল। দুর্ঘটনার অনুমান, ওই গাড়ির চালক সম্ভবত ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। সেই কারণেই এই দুর্ঘটনা ঘটেছে। এদিন সকালে এই দুর্ঘটনার জেরে মা উড়ালপুলে বেশ কিছু ক্ষণের জন্য যানজট তৈরি হয়। যদিও পরে আবার যান চলাচল স্বাভাবিক হয়।

বিজয় দিবসের মঞ্চ থেকে বাংলাদেশকে বার্তা প্রাক্তন সেনাপ্রধানের, ফোর্ট উইলিয়ামে উপস্থিত মুক্তিযোদ্ধারা

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা,১৬ ডিসেম্ভর ঃ৫৪তম বিজয় দিবস উদযাপিত হল পূর্বাঞ্চলীয় সেনা সদর দপ্তর ফোর্ট উইলিয়ামে। এদিনের এই বিশেষ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশের ২০ সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল, যাঁদের মধ্যে আটজন ছিলেন ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের মুক্তিযোদ্ধা। বিজয় দিবসের মঞ্চ থেকেই পড়শি দেশ বাংলাদেশকে তাৎপর্যপূর্ণ বার্তা দিলেন ভারতের প্রাক্তন সেনাপ্রধান ভিকে সিং। তাঁর বক্তব্য, যে দেশ নিজের ইতিহাস ভুলে যায়, তারা শেষপর্যন্ত অবলুপ্ত হয়ে যায। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসও। সেনা আধিকারিক, প্রাক্তন যোদ্ধা ও বিশেষ অতিথিদের উপস্থিতিতে ফোর্ট উইলিয়ামের পরিবেশ হযে. ওঠে আবেগঘন। একাত্তরের স্মৃতি, ত্যাগ এবং বীরত্বের কথা স্মরণ করে শ্রদ্ধা জানানো হয় ভারতীয় সেনা ও বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধাদের। ভিকে সিং তাঁর বক্তব্যে আরও বলেন,যে প্রজন্ম ১৯৭১ সালে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল, তাদের কথা স্মরণ করে বাংলাদেশের মানুষকে ঠিক করতে হবে তারা কী করবে। পাশাপাশি বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে তাঁকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, ভারত চাইবে বাংলাদেশে শান্তি বজায় থাকুক। তাদের অর্থনীতি ঠিকঠাক চলুক। সবাই চাকরি পাক। লোকজনকে যেন অন্য দেশে ছুটে বেড়াতে না হয়। বাংলাদেশের প্রতিনিধি দলটি সোমবারই ভারতে আসে। সেদিনই তাঁরা রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং সৌজন্য বিনিময় হয়। বিজয় দিবসের অনুষ্ঠানে মুক্তিযোদ্ধাদের উপস্থিতি অনুষ্ঠানটিকে আরও তাৎপর্যপূর্ণ করে তোলে। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশের ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এম লুৎফর রহমান এবং মেজর শের-ই-শাহবাজ।

রাজ্যব্যাপী বন্দে মাতরম গৌরব স্তোত্র অভিযানের শুভারম্ভ সংস্কার ভারতীর

কলকাতা, ১৬ ডিসেম্বর (হি.স.)ঃ বন্দে মাতরমের ১৫০ তম বার্ষিকী উদযাপনের অঙ্গ হিসেবে রাজ্যজুড়ে বন্দে মাতরম গৌরব স্তোত্র কর্মসূচি শুরু করেছে পশ্চিমবঙ্গের সংস্কার ভারতী। এই উপলক্ষে সোমবার উত্তর ২৪ পরগনা জেলায় একটি ঐতিহাসিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে, যা জনগণের মধ্যে দেশপ্রেমের নতুন চেতনা জাগিয়ে তুলেছে। সোমবার বিকাল ৩টে নাগাদ, গোবরডাঙ্গায় ঐতিহাসিক জমিদার বাড়ির উঠোনে সংস্কার ভারতী উত্তর ২৪ পরগনা জেলা ইউনিট ১০০ কণ্ঠে বন্দে মাতরমের সম্মিলিত পরিবেশনা পরিবেশন করে। মোট ১৫০ জন শিল্পী ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত অখণ্ড বন্দে মাতরম গানের একটি প্রাণবন্ত এবং মর্যাদাপূর্ণ পরিবেশনা পরিবেশন করেন। জেলার ১৭টি বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ও সামাজিক সংগঠনের প্রতিনিধিরা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। সকলেই সমস্বরে বঙ্গেদ মাতরমের মাধ্যমে মাতৃভূমির প্রতি

শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। বন্দে মাতরম গানের রচনার ১৫০ তম বার্ষিকী উপলক্ষে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। সংস্কার ভারতী পশ্চিমবঙ্গ স্পষ্ট করে জানিয়েছে, এই উদ্যোগ কেবল একটি জেলার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না। আগামী দিনে, রাজ্যের প্রতিটি জেলায় ১০০টি কণ্ঠে বন্দে মাতরম গৌরব স্তোত্র অনুষ্ঠান আয়োজন করা হবে, যাতে নতুন প্রজন্ম দেশপ্রেম এবং সাংস্কৃতিক চেতনার সাথে সংযুক্ত হতে পারে। গোবরডাঙ্গায় এই অনুষ্ঠান রাজ্যব্যাপী প্রচারের একটি শক্তিশালী সূচনা, যা একটি সাংস্কৃতিক মঞ্চের মাধ্যমে দেশপ্রেমের চেতনাকে মুখরিত করেছে।

কল্যাণী-বারাকপুর এক্সপ্রেসওয়েতে খাবার দিতে যাওয়ার পথে দুর্ঘটনায় মৃত্যু ডেলিভারি বয়ের

কল্যাণী, ১৬ ডিসেম্বর (হি. স.)ঃ গ্রাহকদের অর্ডার করা খাবার নিয়ে দ্রুতগতিতে বাইক চালাচ্ছিলেন এক ডেলিভারি বয়। কল্যাণী-বারাকপুর এক্সপ্রেসওয়েতে অন্য একটি বাইকের সঙ্গে ধাক্কা লাগে ওই বাইকটির। রাস্তায় ছিটকে পড়েন ওই ডেলিভারি বয়। পিছন থেকে একটি চারচাকা গাড়ি তাঁকে পিষে দিয়ে চলে যায়। মৃতের নাম সৌমেন রায়। পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে। জানা গেছে, একটি খাবার ডেলিভারি সংস্থার হয়ে কাজ করতেন বছর ৪৯ বয়সের সৌমেন রায়। বেশ কিছুদিন ধরেই তিনি খাবার ডেলিভারির কাজে যুক্ত ছিলেন। তাঁর বাড়ি উত্তর ২৪ পরগনার কাঁচরাপাড়া টিকটিকি বাজার এলাকায়। সোমবার বিকেলে কল্যাণী-বারাকপুর এক্সপ্রেসওয়ের উপর দিয়ে ওই ব্যক্তি দ্রুতগতিতে বাইক চালাচ্ছিলেন। কোনও গ্রাহকের কাছে খাবার পৌঁছনোর তাড়া ছিল। সেসময় ওই বাইকটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে অপর একটি বাইককে ধাক্কা মারে। ওই ডেলিভারি বয় বাইক নিয়েই রাস্তায় ছিটকে পড়েন। এক্সপ্রেসওয়ের উপর দিয়েই পিছন দিক থেকে ছুটে আসছিল একটি চারচাকা গাড়ি। রাস্তা থেকে তিনি সরতেও পারেনি। ওই চারচাকা গাড়ি তাঁকে পিষে দিয়ে যায়। দুর্ঘটনা দেখে দ্রুত ঘটনাস্থলে ছুটে যান স্থানীয়রা। ওই ব্যক্তিকে উদ্ধার করে কল্যাণী জওহরলাল নেহেরু মেমোরিয়াল হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। যদিও কর্তব্যরত চিকিৎসকরা ওই ডেলিভারি বয়কে মৃত বলে ঘোষণা করেন। খবর পেয়ে হাসপাতালে ছুটে যান ওই খাওয়ার ডেলিভারি কোম্পানির একাধিক ডেলিভারি বয়রা। খবর দেওয়া হয় মৃতের পরিবারের সদস্যদের। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় কল্যাণী থানার পুলিশ। মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। ঘটনায় শোকের ছায়া পরিবারে।

কলকাতায় ফের পারদপতন

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা,১৬ ডিসেম্ভর ঃ শীতের হালকা কামড় আবারও টের পাচ্ছে কলকাতা ও দক্ষিণবঙ্গ। ফের ১৫ ডিগ্রির ঘরে নেমে এল শহরের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা। সোমবারের তুলনায় মঙ্গলবার সামান্য হলেও পারদপতন হয়েছে, যার জেরে ভোর ও রাতের দিকে শীতের আমেজ স্পষ্ট। পাশাপাশি রাজ্যের একাধিক জেলায় সকালের দিকে কুয়াশার সতর্কতাও জারি করেছে আবহাওয়া দফতর। তবে প্রশ্ন একটাই-এটাই কি জাঁকিয়ে শীতের ইঙ্গিত, নাকি এখনও অপেক্ষা করতে হবে? আলিপুর আবহাওয়া দফতরের তথ্য অনুযায়ী, মঙ্গলবার ভোরে কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৫.৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস। যা স্বাভাবিকের তুলনায় প্রায় ০.৪ ডিগ্রি কম। সোমবার শহরের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৬.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস। অর্থা একদিনের ব্যবধানে পারদ কিছুটা হলেও নামল। এর প্রভাব পড়েছে ভোরের আবহাওয়ায়-সকালে ঠান্ডা হাওয়া ও হালকা কুয়াশায় ঢেকে ছিল শহরের একাধিক এলাকা। কলকাতার পাশাপাশি রাজ্যের অন্য

জেলাগুলিতেও তাপমাত্রা নিম্নমুখী। বিশেষ করে পশ্চিমের জেলাগুলিতে শীতের প্রভাব তুলনামূলক বেশি। বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, ঝাড়গ্রামের মতো জেলাগুলিতে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১২ থেকে ১৪ ডিগ্রি সেলসিয়াসের ঘরে ঘোরাফেরা করছে। ফলে ভোরের দিকে সেখানে শীতের কামড় বেশ ভালোই টের পাওয়া যাচ্ছে। তবে রাত ও ভোরে শীতের আমেজ থাকলেও দিনের বেলায় পরিস্থিতি একেবারেই আলাদা। দিনের তাপমাত্রা এখনও স্বাভাবিকের উপরে রয়েছে। সোমবার কলকাতায় দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা রেকর্ড হয়েছে ২৭.৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে প্রায় ০.৭ ডিগ্রি বেশি। আবহাওয়াবিদদের মতে, সূর্যের প্রখর উপস্থিতির কারণেই বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে শীতের প্রভাব অনেকটাই কমে যাচ্ছে। আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, বর্তমানে উত্তর-পশ্চিম ভারতে একটি পশ্চিমি ঝঞ্ঝা সক্রিয় রয়েছে। পাশাপাশি পাকিস্তান সংলগ্ন জম্মু-কাশ্মীর এলাকায় রয়েছে আরও একটি পশ্চিমি ঝঞ্ঝা ও একটি ঘূর্ণাবর্ত। এর প্রভাবে উত্তর ভারতের পার্বত্য এলাকাগুলিতে আবহাওয়ার কিছুটা পরিবর্তন হলেও, তার সরাসরি প্রভাব এখনও দক্ষিণবঙ্গে পড়েনি। তবে বুধবার নতুন করে আরও একটি পশ্চিমি ঝঞ্ঝা ঢোকার সম্ভাবনা রয়েছে।

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Executive Engineer (Electrical)/LTG/Z-IV, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No. : KMC/LTG/152/114/126/2/25-26/PD
Name of work : **Installation of street light arrangement at Bagan Para and etc.** Estimated Amount : ₹ **3,49,996.07.** Earnest Money: ₹ **7,000.00.** Period of Completion : **30 days.** Last Date and time of completion of Bid : **29.12.2025 up to 2 p.m.** The Bid form and other details are available on and from **12.12.2025 from 12 Noon**.

(2) NIT No. : KMC/LTG/152/114/123/25-26/PD
Name of work : **Installation of New LED light with allied electrical work at Tarun Sangha Club surrounding area in Ward No. - 114, BR-XI.** Estimated Amount : ₹ **1,99,918.19.** Earnest Money: ₹ **4,000.00.** Period of Completion : **30 days.** Last Date and time of completion of Bid : **08.01.2026 up to 2 p.m.** The Bid form and other details are available on and from **20.12.2025 from 12 Noon**.

(3) NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/214/25-26/DS
Name of work : **Urgent shifting and installation of electrical appliances and lighting arrangement at Atabagan Health Centre under BR-XI.** Estimated Amount : ₹ **1,93,479.80.** Earnest Money: ₹ **4,000.00.** Period of Completion : **10 days.**

(4) NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/258/25-26/PD
Name of work : **Improvement of street lighting arrangement at Jora Bridge to Ajay Nagar Main Road and Panchasayar Main Road by 200 WT LED fittings in Ward No - 109, BR-XII.** Estimated Amount : ₹ **4,98,515.09.** Earnest Money: ₹ **10,000.00.** Period of Completion : **30 days.**

(5) NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/248/25-26/PD
Name of work : **Urgent repairing of high mast at Mukundapur & Daspara Bridge in Ward No - 109, BR-XII.** Estimated Amount : ₹ **1,48,678.93.** Earnest Money: ₹ **3,000.00.** Period of Completion : **30 days.** Last Date and time of completion of Bid : **10.01.2026 up to 2 p.m.**(for Sl. No. 2 to 5). The Bid form and other details are available on and from **31.12.2025 from 12 Noon**.(for Sl. No. 2 to 5).

(6) NIT No. : KMC/LTG/150/103/171/2/25-26/PD
Name of work : **Installation of street lighting, 14/1(59) Park Avenue, Ward - 103, BR-11.** Estimated Amount : ₹ **1,98,806.78.** Earnest Money: ₹ **4,000.00.** Period of Completion : **30 days.**

(7) NIT No. : KMC/LTG/152/111/304/2/25-26/PD
Name of work : **Installation of Nine Pole and thirteen lights at C-66, C-7, C-5, C-29, B-18, B-15, B-43, C-28, B-1, C-71, C-44, C-70/2, two lights and C-1 Gostotala New Scheme in Ward No. - 111.** Estimated Amount : ₹ **3,45,874.43.** Earnest Money: ₹ **7,000.00.** Period of Completion : **30 days.**

(8) NIT No. : KMC/LTG/150/104/86/25-26/PD
Name of work : **Installation of new lights and poles, at Garfa School Lane and by lanes, Ward No. - 111.** Estimated Amount : ₹ **3,49,921.29.** Earnest Money: ₹ **7,000.00.** Period of Completion : **30 days.**

(9) NIT No. : KMC/LTG/152/111/310/1/25-26/PD
Name of work : **Renovation of lighting arrangement at Usha Pally in Ward No. - 111, BR-XI.** Estimated Amount : ₹ **1,99,653.43.** Earnest Money: ₹ **4,000.00.** Period of Completion : **30 days.**

(10) NIT No. : KMC/LTG/152/111/309/1/25-26/PD
Name of work : **Mini Mast light installation, at E-10/11 Atabagan, 1 Anandasree in Ward No. - 111, BR-XI.** Estimated Amount : ₹ **1,99,749.72.** Earnest Money: ₹ **4,000.00.** Period of Completion : **30 days.**

(11) NIT No. : KMC/LTG/152/111/309/2/25-26/PD
Name of work : **Improvement of light, at Atabagan E, F Block, Anandasree in Ward No-XI, BR-XI.** Estimated Amount : ₹ **2,09,221.60.** Earnest Money: ₹ **4,200.00.** Period of Completion : **30 days.**

(12) NIT No. : KMC/LTG/152/111/310/2/25-26/PD
Name of work : **Installation of mini mast at Garia Govt. Colony in Ward No.-111, BR-XI.** Estimated Amount : ₹ **2,97,588.42.** Earnest Money: ₹ **6,000.00.** Period of Completion : **30 days.**

(13) NIT No. : KMC/LTG/152/111/304/3/25-26/PD
Name of work : **Installation of three pole and four lights at B-57, A-1, A-47 & C-45 Gostotala New Scheme in Ward No.-111.** Estimated Amount : ₹ **1,14,238.74.** Earnest Money: ₹ **2,400.00.** Period of Completion : **30 days.**

(14) NIT No. : KMC/LTG/152/111/308/25-26/PD
Name of work : **Renovation of lighting arrangement at Ramkrishna Nagar, Sarat Polly in Ward No.-111, BR-XI.** Estimated Amount : ₹ **4,97,841.10.** Earnest Money: ₹ **10,000.00.** Period of Completion : **30 days.** Last Date and time of completion of Bid : **27.12.2025 up to 2 p.m.**(for Sl. No. 6 to 14). The Bid form and other details are available on and from **17.12.2025 from 12 Noon**.(for Sl. No. 6 to 14).

(15) NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/150/213/96/25-26
Name of work : **Illumination of Shanti Pally Park near 22B Shanti Pally in Ward No.-96, BR-X.** Estimated Amount : ₹ **1,48,595.87.** Earnest Money: ₹ **3,000.00.** Period of Completion : **7 days.**

(16) NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/150/214/96/25-26
Name of work : **Improvement street lights near 3 No. Shantipally in Ward No.-96, BR-X.** Estimated Amount : ₹ **2,99,636.30.** Earnest Money: ₹ **6,000.00.**Period of Completion : **10 days.**

(17) NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/150/243/96/25-26
Name of work : **Improvement of street light post near A/93, A/123, A/108, A/121, A/105, A/115, Baghajatin, Ward No.-96.** Estimated Amount : ₹ **2,98,411.17.** Earnest Money: ₹ **6,000.00.**Period of Completion : **10 days.** Last Date and time of completion of Bid : **26.12.2025 up to 12 Noon.** (for Sl. No. 15 to 17). The Bid form and other details are available on and from **16.12.2025 from 2 p.m.** (for Sl. No. 15 to 17).

(18) NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/160/93/254/25-26
Name of work : **Improvement of lighting system with LED fittings, Pole & Mini Mast at 4/4, 3/11, 4/13 & 4/23 Podder Nagar in Ward No.-93, BR-X 160/254.** Estimated Amount : ₹ **2,99,999.29.** Earnest Money: ₹ **6,000.00.**Period of Completion : **10 days.**

(19) NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/160/93/238/25-26
Name of work : **Installation of Mini Mast with LED lights at Jodhpur Park and surrounding areas in Ward No.-93, BR-X.** Estimated Amount : ₹ **4,99,998.48.** Earnest Money: ₹ **10,000.00.**Period of Completion : **10 days.**

(20) NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/160/93/261/25-26
Name of work : **Improvement of lighting arrangement by LED light fittings at Prince Golam Md Shah Road in Ward No. 93, BR-X 160/261.** Estimated Amount : ₹ **2,49,999.24.** Earnest Money: ₹ **5,000.00.**Period of Completion : **10 days.**

(21) NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/160/93/236/25-26
Name of work : **Installation of street lighting arrangement with LED lights in Ward No. 93, BR-X 160/236.** Estimated Amount : ₹ **4,99,998.48.** Earnest Money: ₹ **10,000.00.**Period of Completion : **10 days.**

(22) NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/160/93/245/25-26
Name of work : **Improvement of lighting arrangement by LED light fittings at Dr. Deodhar Rahaman Road in Ward No. 93, BR-X 160/245.** Estimated Amount : ₹ **1,99,998.18.** Earnest Money: ₹ **4,000.00.** Period of Completion : **10 days.**

(23) NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/160/93/232/25-26
Name of work : **Development of street lights at Jodhpur Park and adjacent areas in Ward No. 93, BR-X 160/232.** Estimated Amount : ₹ **4,99,998.48.** Earnest Money: ₹ **10,000.00.** Period of Completion : **10 days.**

(24) NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/160/93/216/25-26
Name of work : **Installation of street lighting system at 43, 15, 11/9/1, 11/1 Govindapur Road in KMC Ward No. 93, BR-X.** Estimated Amount : ₹ **1,49,998.13.** Earnest Money: ₹ **3,000.00.** Period of Completion : **10 days.**

(25) NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/160/93/217/25-26
Name of work : **Installation of street lighting system at 53, 21, 12B, 39, 44/1 Gobindapur Road in KMC Ward No. 93, BR-X.** Estimated Amount : ₹ **1,49,998.13.** Earnest Money: ₹ **3,000.00.** Period of Completion : **10 days.**

(26) NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/149/92/211/25-26
Name of work : **Installation of street light at Selimpore Lane in KMC Ward No. 92, BR-X.** Estimated Amount : ₹ **2,24,998.71.** Earnest Money: ₹ **5,000.00.** Period of Completion : **10 days.** Last Date and time of completion of Bid : **06.01.2026 up to 10 a.m.** (for Sl. No. 18 to 26). The Bid form and other details are available on and from **06.12.2025 from 5 p.m.** (for Sl. No. 18 to 26).

(27) NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/152/248A/25-26
Name of work : **Installation of Mini Mast at D71, 105 and D-118 Ramgarh in Ward No.-100, in KMC BR-X, 152/248.** Estimated Amount : ₹ **2,99,682.27.** Earnest Money: ₹ **6,000.00.** Period of Completion : **10 days.**

(28) NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/152/251B/25-26
Name of work : **Installation works of St. Light Mini Pole with lighting at E/132, E-Block Pukur Par in Ward-100 in KMC BR-X, 152/251.** Estimated Amount : ₹ **2,99,775.53.** Earnest Money: ₹ **6,000.00.** Period of Completion : **10 days.**

(29) NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/152/250A/25-26
Name of work : **Installation of decoration pole with lighting at Ramgarh and adjacent areas in Ward No.-100 in KMC BR-X, 152/250.** Estimated Amount : ₹ **3,99,456.31.** Earnest Money: ₹ **8,000.00.** Period of Completion : **10 days.**

(30) NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/152/273B/25-26
Name of work : **Installation works of street light arrangement at 44C B G Road in Ward No.-100, BR-X, 152/273.** Estimated Amount : ₹ **1,49,713.94.** Earnest Money: ₹ **3,000.00.** Period of Completion : **10 days.**

(31) NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/152/268B/25-26
Name of work : **Installation works of Decorative fittings near 1/48 Naktala Kalimandir to Shakti Sangha Ward No.-100 in KMC BR-X, 152/268.** Estimated Amount : ₹ **3,49,660.28.** Earnest Money: ₹ **7,000.00.** Period of Completion : **10 days.**

(32) NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/152/268A/25-26
Name of work : **Installation works of Street of Mini Mast near 348/165, 1/34 Naktala Ward No.-100 in KMC BR-X, 152/268.** Estimated Amount : ₹ **1,99,505.72.** Earnest Money: ₹ **4,000.00.** Period of Completion : **10 days.**

(33) NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/152/253A/25-26
Name of work : **Development arrangement of street lighting at Raja S C Mullick Road Ward No.-100 in KMC, 152/253.** Estimated Amount : ₹ **2,49,785.48.** Earnest Money: ₹ **5,000.00.** Period of Completion : **10 days.**

(34) NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/152/249/25-26
Name of work : **Development of lighting system at D-70/A, D-116 Ragarh in Ward No.-100 in KMC, BR-X, 152/249.** Estimated Amount : ₹ **2,79,486.72.** Earnest Money: ₹ **6,000.00.** Period of Completion : **10 days.**

(35) NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/152/248B/25-26
Name of work : **Installation of street light at D 49/8, 55 & 64 Ramgarh etc Ward No.-100 in KMC, BR-X, 152/248.** Estimated Amount : ₹ **1,99,743.44.** Earnest Money: ₹ **4,000.00.** Period of Completion : **10 days.**

(36) NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/160/93/222/25-26
Name of work : **Installation of street lights at Lake Gardens in Ward No.-93, BR-X 160/222.** Estimated Amount : ₹ **2,99,999.29.** Earnest Money: ₹ **6,000.00.** Period of Completion : **10 days.**

(37) NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/160/93/215/25-26
Name of work : **Improvement of street lights at Lake Gardens in Ward No.-93, BR-X 160/215.** Estimated Amount : ₹ **1,99,998.18.** Earnest Money: ₹ **4,000.00.** Period of Completion : **10 days.**

(38) NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/160/93/223/25-26
Name of work : **Improvement of street lights at Lake Gardens in Ward No.-93, BR-X 160/223.** Estimated Amount : ₹ **2,99,999.29.** Earnest Money: ₹ **6,000.00.** Period of Completion : **10 days.**

(39) NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/152/97/101/25-26
Name of work : **Installation of light post at 40/15, 45B/1B, 45H, 40/4/1 Moore Avenue Ward No.-97 in KMC BR-X.** Estimated Amount : ₹ **1,99,819.87.** Earnest Money: ₹ **4,000.00.** Period of Completion : **10 days.**

(40) NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/160/81/53/25-26
Name of work : **Improvement of lighting system with at 76, 78/E, T.G.Road Ward No.-81 in KMC BR-X.** Estimated Amount : ₹ **1,98,021.85.** Earnest Money: ₹ **4,000.00.** Period of Completion : **20 days.**

(41) NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/160/81/52/25-26
Name of work : **Improvement of lighting system with Minimast, Pole LED fittings at 2, 67, T.G. Road Ward No.-81 in KMC BR-X.** Estimated Amount : ₹ **4,49,539.20.** Earnest Money: ₹ **9,000.00.** Period of Completion : **20 days.**

(42) NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/160/81/48/25-26
Name of work : **Improvement of lighting system with Pole & LED fitting at 63/A, 62/3 T.G.Road.** Estimated Amount : ₹ **2,99,033.69.** Earnest Money: ₹ **6,000.00.** Period of Completion : **20 days.**

(43) NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/160/81/44/25-26
Name of work : **Improvement of lighting system with LED fitting at 10/36H Charu Chandra Avenue.** Estimated Amount : ₹ **2,98,878.11.** Earnest Money: ₹ **6,000.00.** Period of Completion : **20 days.**

(44) NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/160/81/30/25-26
Name of work : **Improvement of lighting system with LED fitting St. Light pole at 698F, Block-P, Kolkata 53 in Ward-81, BR-X.** Estimated Amount : ₹ **2,99,316.45.** Earnest Money: ₹ **6,000.00.** Period of Completion : **20 days.** Last Date and time of completion of Bid : **26.12.2025 up to 10 a.m.** (for Sl. No. 27 to 44). The Bid form and other details are available on and from **15.12.2025 from 5 p.m.** (for Sl. No. 27 to 44).

(45) NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/101/APAS/01/150/307/0001/25-26
Name of work : **Improvement of lighting system at Chaitali YMCA Club and others adjacent area in part No.-307 of Ward No.-101, BR-XII.** Estimated Amount : ₹ **2,96,356.20.** Earnest Money: ₹ **6,000.00.** Period of Completion : **20 days.**

(46) NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/101/APAS/01/150/285/0001/25-26
Name of work : **Installation of Minimast with light fittings and other lighting arrangement at different places of booth no.-285 in Ward No.-101.** Estimated Amount : ₹**4,96,160.24.** Earnest Money: ₹ **10,000.00.** Period of Completion : **20 days.**

(47) NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/101/APAS/01/150/288/0001/25-26
Name of work : **Improvement of lighting system at Jadavpur Student Association Math, Nalini Sarkar Sisu Uddayan, Kamarsala Gali and surrounding area in Ward No.-101.** Estimated Amount : ₹ **4,65,579.07.** Earnest Money: ₹ **9,600.00.** Period of Completion : **20 days.**

(48) NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/101/APAS/01/150/309/0002/25-26
Name of work : **Installation of lighting arrangement at Raipur and adjacent area in Ward No.-101, BR-XII.** Estimated Amount : ₹ **4,95,995.26.** Earnest Money: ₹**10,000.00.** Period of Completion : **20 days.**

(49) NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/101/APAS/01/150/310/0001/25-26
Name of work : **Installation of 200W LED fittings with 7.5 Mts Pole and Mini Mast at different parts of Part No. 310 of Ward No.-101.** Estimated Amount : ₹ **4,97,538.20.** Earnest Money: ₹**10,000.00.** Period of Completion : **20 days.**

(50) NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/106/APAS/01/150/31/0001/25-26
Name of work : **Improvement of lighting arrangement in different areas of part no.-31 of Ward No.-106, BR-XII.** Estimated Amount : ₹ **4,94,400.89.** Earnest Money: ₹**10,000.00.** Period of Completion : **20 days.**

(51) NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/106/APAS/01/150/50/0003/25-26
Name of work : **Improvement of lighting arrangement at Bihari Mondal Road and adjacent areas in Ward No.-106, BR-XII.** Estimated Amount : ₹ **3,95,595.96.** Earnest Money: ₹ **8,000.00.** Period of Completion : **20 days.**

(52) NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/106/APAS/01/150/45/0001/25-26
Name of work : **Improvement of street lighting system at Bidhan Lane, Lalbahadur Shastri Lane etc. areas of Ward No.-106, BR-XII.** Estimated Amount : ₹ **2,97,058.72.** Earnest Money: ₹ **6,000.00.** Period of Completion : **20 days.**

(53) NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/108/APAS/01/149/271/0001/25-26
Name of work : **Improvement of lighting arrangement at Ambedkar School Math and adjacent areas in Ward No.-108, BR-XII.** Estimated Amount : ₹ **3,97,192.16.** Earnest Money: ₹ **8,000.00.** Period of Completion : **20 days.**

(54) NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/108/APAS/01/149/270/0002/25-26
Name of work : **Improvement of lighting arrangement at Abahoni Sangha Math and others adjacent areas of part no. 270 at Ward No.-108.** Estimated Amount : ₹ **4,98,239.42.** Earnest Money: ₹ **10,000.00.** Period of Completion : **20 days.**

(55) NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/108/APAS/01/149/272/0001/25-26
Name of work : **Improvement of lighting arrangement at Pally Mangal Club Math and adjacent areas in Ward No.-108/BR-XII.** Estimated Amount : ₹ **3,97,958.94.** Earnest Money: ₹ **8,000.00.** Period of Completion : **20 days.**

(56) NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/108/APAS/01/149/273/0001/25-26
Name of work : **Improvement of lighting arrangement at Samaj Kalyan Samiti Math and others adjacent areas of part no. 273 at Ward No.-108.** Estimated Amount : ₹ **4,96,861.66.** Earnest Money: ₹ **10,000.00.** Period of Completion : **20 days.**

(57) NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/108/APAS/01/149/275/0001/25-26
Name of work : **Improvement of lighting arrangement at VIP Nagar Math and other adjacent areas in Ward No.-108/BR-XII.** Estimated Amount : ₹ **4,97,819.78.** Earnest Money: ₹ **10,000.00.** Period of Completion : **20 days.**

(58) NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/108/APAS/01/149/275/0002/25-26
Name of work : **Improvement of street lighting system at part no. - 275 of VIP Nagar in Ward No.-108/BR-XII.** Estimated Amount : ₹ **4,97,260.12.** Earnest Money: ₹ **10,000.00.** Period of Completion : **20 days.**

(59) NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/108/APAS/01/149/288/0002/25-26
Name of work : **Improvement of street lighting arrangement at Sarat Malancha, Prasanta Sur Colony etc. areas of Ward No.-108/BR-XIII.** Estimated Amount : ₹ **2,98,117.43.** Earnest Money: ₹ **6,000.00.** Period of Completion : **20 days.** Last Date and time of completion of Bid : **24.12.2025 up to 2 p.m.** (for Sl. No. 45 to 59). The Bid form and other details are available on and from **15.12.2025 from 2 p.m.** (for Sl. No. 45 to 59). The website **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. No. 1 to 5, 15 to 32). & **https://tenders.wb.gov.in** (for Sl. No. 6 to 14, 33 to 59).

CORRIGENDUM

(1) NIT No.: KMC/IX/079/117/2025-2026/APAS (2) NIT No.: KMC/IX/079/122/2025-2026/APAS (3) NIT No.: KMC/IX/079/118/2025-2026/APAS (4) NIT No.: KMC/IX/079/120/2025-2026/APAS (5) NIT No.: KMC/IX/079/116/2025-2026/APAS (6) NIT No.: KMC/IX/080/086/2025-2026/APAS Published in this Newspaper on **04.12.25** (Key No. 1592/25-26) of **Engineering (Civil) Br-IX Department** (for Sl. No. 5 to 10). The Bid forms and other details will be available on & from will be **16.12.2025 (5 p.m.)** instead of 05.12.2025 and from the website **https://tenders.wb.gov.in** instead of **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. No. 1 to 6).

(1) NIT No.: KMC/EE-III/34/APAS/15/25-26 (1st Call) (2) NIT No.: KMC/EE-III/32/APAS/210/31/25-26 Published in this Newspaper on **19.11.2025** (Key No. 1427/25-26) of **Engineering (Civil) Borough-III Department** (for Sl. No. 11 and 13). Last date of submission of bids **10.01.2026 up to 9 a.m.** instead of 13.12.2025 up to 9 a.m. (for Sl. No. 1), **09.01.2026 at 12 Noon** instead of 13.12.2025 at 12 Noon (for Sl. No. 2) and Date of opening of bids **12.01.2026 after 9 a.m.** instead of 15.12.2025 up to 9 a.m. (for Sl. No. 1) **12.01.2026 at 12 Noon** instead of 15.12.2025 at 12 Noon (for Sl. No. 2). All other criteria remain unchanged. **(1725/25-26)**

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

৩১ বর্ষ, দৈনিক সংখ্যা ১৭ সংখ্যা, বুধবার ৩০ অগ্রহায়ণ ১৪৩২

জীবন লক্ষ্যে জয়ী নারী

পৃথিবীতে বোকা লোকের অভাব নেই। বোকা লোকদের নিয়ে আমেরিকান মিউজিসিয়ান ফ্রাঙ্ক জাপ্পার একটি উক্তি জগৎবিখ্যাত -পৃথিবীতে দুটি জিনিসের অভাব নেই - হাইড্রোজেন আর বোকা লোক! এমনই এক ভীষণ বোকা মহিলা ছিলেন দেবরা ম্যাকফ্যাডেন। আমেরিকার ডিপার্টমেন্ট অফ হেলথ এন্ড হিউমান সার্ভিসের কমিশনার এই ভদ্রমহিলা ১৯৯৩ সালে রাশিয়ার অনাথ আশ্রমে একটি ৬ বছরের শিশুকন্যাকে দেখেন। মাত্র ৩ বছর বয়েসে পিতৃ-মাতৃহীন এই শিশুটি জন্মেছিলো একটি অদ্ভুত রোগ নিয়ে যার ডাক্তারি ভাষায় নাম spina bifida - বাচ্চাটি কোমরের নীচ থেকে সম্পূর্নভাবে প্যারালাইজড। বাচ্চা মেয়েটি ভালো করে কথাও বলতে পারতো না কিন্তু তার চোখ দুটোতে ছিল ভারী মায়া। দেবরা বোকা - শোকা মহিলা। শিশুটির সেই মায়াভরা চোখের দিকে তাকিয়ে মুহূর্তের মধ্যে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেন - এই শিশুটিকে তিনি দত্তক নেবেন, নিজের কন্যা হিসেবে মানুষ করবেন। সবাই বারণ করেছিল কিন্তু তিনি শোনেননি। বোকারা যেমন ভালোবাসতে জানে তেমনি একগুঁয়েও হয়। নেহাতই কপাল জোরে সেই ৬ বছরের অনাথ রাশিয়ান শিশুটি এক ভীষণ বোকা আমেরিকান মা পেলো। আর দেবরা পেলেন একটি স্পেশাল চাইল্ড। কিছুদিনের মধ্যেই দেখা গেলো বাচ্চা মেয়েটি তার মাকে প্রাণের চেয়েও বেশি ভালোবাসে - মার্কিন সমাজে এমন ভালোবাসা প্রায় দেখাই যায় না। স্কুলে পড়ার সময় দেবার আবিষ্কার করলেন তার কন্যাটি কোমরের নীচ থেকে প্যারালাইজড হলেও তার আপার বডি স্ট্রেংথ মারাত্মক। হাত-কাঁধ-পিঠ ভীষণ রকমের শক্ত সমর্থ। দু-হাতে ভর দিয়ে হাঁটতে তো পারেই, তার কন্যাটি দুর্দান্ত গতিতে হুইল চেয়ারও চালাতে পারে। তিনি কন্যাকে নিয়ে গেলেন একটি রেস ট্রাকে আর তাকে বোঝালেন যে ফিনিশ লাইনে তিনি দাঁড়িয়ে থাকবেন, সে যেন দ্রুত হুইল চেয়ার চালিয়ে তার কাছে পৌঁছায়। শুরু হলো বাচ্চাটির ট্রেনিং। শুরু হলো মা-মেয়ের এক অদ্ভুত যুগলবন্দী। দেখতে দেখতে হুইল চেয়ার রেসে ঝড় তুলে ফেললো সেই বাচ্চাটি - তাতিয়ানা ম্যাকফ্যাডেন! তার হুইল চেয়ারের গতির কাছে ভেঙে যেতে থাকলো আমেরিকান স্কুল লেভেলের সব রেকর্ড। ২০০৪ সালে মাত্র ১৫ বছর বয়েসে তাতিয়ানা ম্যাকফ্যাডেন এথেন্স প্যারা-অলিম্পিকে আমেরিকার প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ পেলেন যা কিনা আমেরিকার প্যারা অলিম্পিকের ইতিহাসে একটি রেকর্ড - এতো কম বয়েসে আর কেউ দেশের জন্য অলিম্পিকে যাননি। তার বোকা মায়ের দুচোখে তখন অশ্রুর প্রবল ধারা। একটি সিলভার, একটি ব্রোঞ্জ মেডেল জয় করে এথেন্স অলিম্পিক থেকে মায়ের কাছে ফিরলেন তাতিয়ানা! এয়ারপোর্টে নিতে এসে, মা আনন্দে মেয়েকে জড়িয়ে ধরলেন। কিন্তু মেয়ে খুশি নয় - সোনা জিততে পারেনি যে! মাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে কাঁদতে তাতিয়ানা বললেন - তোমায় কথা দিলাম মা, একদিন বিশ্ব সেরা হবই। সে কথা তিনি রেখেছিলেন! এই রকম বহু প্রতিভা জগতে এসেছে। তারা এমন সব উজ্জ্বল ঘটনা সৃষ্টি করেছে তাতে ইতিহাস আরও চমকৃত হয়েছে। ইতিহাসের পাতায় তারা উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে। এখনও এই সব ঘটনা পড়লে শরীরে রোমাঞ্চ জাগে। কীভাবে একটি লক্ষ্য নিয়ে নিজেকে গড়ে তুলে জয়ে পথ ধরে এগিয়ে চলতে তা শেখা যায় এই চরিত্রগুলোকে অনুসরণ করলে। যে কেনও ব্যক্তি নিজেকে তৈরি করে নিতে পারবেন যদি এই সব মহান প্রতিভাবান ব্যক্তিদের গভীর জীবন লড়াইকে অনুধাবন করেন। যে কোনও শঙ্কুল পথকে অতিক্রম করাটা কোনও শক্ত ব্যাপার হবে না। সহজে তাকে অতিক্রম করা যাবে

শিল্পী মাধুরী মুখোপাধ্যায়

সংগীত শিল্পী মাধুরী চট্টোপাধ্যায় কলকাতার একজন বাঙালি গায়িকা। তিনি ১৯৬০, '৭০ এবং '৮০ এর দশকে অসংখ্য জনপ্রিয় বাংলা গান গেয়েছেন। গীত, গজল, বাংলা আধুনিক সঙ্গীত, হালকা ধ্রুপদী সংগীত, নজরুলগীতি ও রবীন্দ্রসঙ্গীতে তাঁর অবদানের জন্য মাধুরী চট্টোপাধ্যায় চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন। তিনি কয়েকটি বাংলা চলচ্চিত্রে নেপথ্য সঙ্গীতশিল্পী হিসেবে কাজ করেছেন। পরবর্তী বছরগুলোতে তিনি শ্যামা সঙ্গীতের অ্যালবাম প্রকাশ করেন। পার্ক স্ট্রিটের একটি নার্সিং হোমে মাধুরী জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং উত্তর কলকাতার বলরাম বসু ঘাট রোডে তাঁর মামার বাড়িতে বেড়ে উঠেছিলেন। তাঁর পিতার নাম শিবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, যিনি একজন বিখ্যাত কীর্তনিয়া (কীর্তন গায়ক) ছিলেন। পিতাই সঙ্গীতের ব্যাপারে মাধুরীর প্রধান অনুপ্রেরণা হিসেবে কাজ করেন। ছোট থেকেই মাধুরী, গায়িকা উমা দে, উস্তাদ কেরামতুল্লাহ খান এবং পণ্ডিত হরিহর শুক্লাজীর মত বিশিষ্ট শিল্পীদের অধীনে ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীতে দীক্ষা গ্রহণ করেন। পিতা ছাড়াও তিনি বিশিষ্ট গায়ক শ্রী রথীন ঘোষ এর নিকটে কীর্তন গানের শিক্ষা লাভ করেন। তাঁর স্বামীর নাম অরুণ কুমার চট্টোপাধ্যায় ও কন্যা রূপা চট্টোপাধ্যায়। তাঁর অতুলনীয় প্রতিভা এবং অসাধারণ অবদান সত্ত্বেও, মাধুরী চট্টোপাধ্যায় প্রচারমাধ্যম থেকে সর্বদা নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখতেন। মাধুরী ১৯৫৫ সালে অল ইন্ডিয়া রেডিওর একটি অডিশনে অংশ নেন এবং চৌদ্দ বছর বয়সে গায়িকা হিসেবে তাঁর কর্মজীবন শুরু করেন। ১৯৫৯ সালে পূজা অ্যালবাম হিসাবে মেগাফোন রেকর্ডস থেকে তাঁর প্রথম রেকর্ড প্রকাশ করার প্রস্তাব দেওয়া হয়। সেই দুটি গানের সুরকার ছিলেন নচিকেতা ঘোষ। 'অলি অমন করে নয়' ও 'তোমায় আমায় প্রথম দেখা' এই দুটি গান তাদের প্রথম আবির্ভাবে কিংবদন্তি হয়ে ওঠে এবং বাঙালিদের রোমান্টিক মানসিকতায় একটি স্থায়ী আসন লাভ করে। প্রথম রেকর্ডে তাঁর নাম মাধুরী বন্দ্যোপাধ্যায় হিসাবে উল্লেখ করা হয়।

শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুর

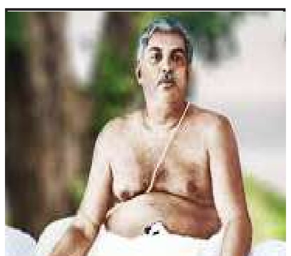

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূল বললেন,সব শক্তি দিয়ে দেশের সেবা করতে হবে। এটা যিনি করতে পারেন তিনি হচ্ছেন সার্থক সন্ন্যাসী। জীবন সার্থক হয় তাঁর। তিনিই সিদ্ধ পুরুষ। মহা মানবে পরিণত হন তিনি। মায়ের শক্তি থেকেই সেই অভয় শক্তি আসে। সেই শক্তির কোনদিন ক্ষয় হয় না। কোনও সময়ে অহং বোধ প্রকাশ করবে না। সব জানি হবে জ্ঞান প্রকাশ করবে না। সবার মধ্যে কিছু দেওয়ার শক্তি থাকে। সেই শক্তিকে গ্রহণ করতে হবে। সবার শক্তি নিয়ে নিজেকে শক্তিশালী করতে হবে। মা দুর্গা সবার কাছ থেকে শক্তি নিয়ে তিনি শক্তিশালী হয়েছিলেন।

রামকৃষ্ণ দর্শন

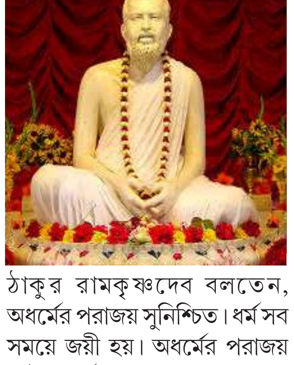

ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বলতেন, অধর্মের পরাজয় সুনিশ্চিত। ধর্ম সব সময়ে জয়ী হয়। অধর্মের পরাজয় ঘটে। অর্ধমকে ত্যাগ করে মানব ধর্মকে গ্রহণ করতে হবে। তবেই মানব জীবন মহৎ পথ ধরে এগিয়ে যেতে পারবে। ধর্ম মানুষকে আলোর পথ দেখায়। সেই ধর্ম হচ্ছে সেবা। সেবাই হচ্ছে পরম ধর্ম। সব ধর্মে ওপরে তার স্থান। সত্যের বিকাশ করতে হবে। জ্ঞানের বিকাশ করতে হবে। প্রাণের বিকাশ করতে হবে। মানব শক্তি হচ্ছে এই জগতের সবচেয়ে বড় শক্তি। এই শক্তিকে উন্নয়নের কাজে ব্যবহার করতে হবে। মানুষের বিপদের সময়ে গিয়ে পাশে দাঁড়াও। সব সময়ে সমানে দিকে তাকিয়ে চলতে হবে। বিপদের সঙ্গে মোকাবিলা করতে হবে। তাদেরকে পরাস্ত করতে হবে। জয়ী হওয়ার বাসনা নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। মায়ের কাছ থেকে সেই শক্তি গ্রহণ করতে হবে। মা সারদা সেই শক্তি দিয়ে থাকেন। স্বামী বিবেকানন্দকে তিনি জয়ী হওয়ার শক্তি দিয়েছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ পরাস্ত করার শক্তি দিয়েছিলেন। নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার শক্তি তিনি দিয়েছিলেন।

'ভূতের রাজা দিল বর' ছোট বড় সবার মনের মধ্যে এখনও উজ্জ্বল উপস্থিতি গায়ক অনুপ ঘোষালের

রবীন্দ্রকুমার শীল

'ভূতের রাজা দিল বর, জব্বর জব্বর তিন বর' এই গানটি এক সময়ে ছোটদের মুখে মুখে ফিরত। এখনও 'গুপি গাইন বাঘা বাইন' কিংবা 'হীরক রাজা দেশে' ছবি টিভিতে হলে ছোটরা বড়দের সঙ্গেও ছবি দেখতে বসে যায়। ছবি এবং অনুপ ঘোষালের গান ছোট থেকে বড়দের খুবই প্রিয়।

তপন সিনহার সাগিনা মাহাতো ছবিতে 'ছোটসি পঞ্ছি ছোট টোটেরে' গানটি কালজয়ী গান হিসাবে স্বীকৃত। মনে পড়ছে ১৯৬৮ সালের কথা। ছোটদের বই করবেন বলে চিন্তাভাবনা করতে শুরু করে দিয়েছিলেন সত্যজিৎ রায়। তার ফলেই সত্যজিৎ রায় তখন তাঁর কালজয়ী সৃষ্টি 'গুপী গাইন বাঘা বাইন'-এর জন্য এমন এক কণ্ঠস্বর খুঁজছিলেন, যার মধ্যে মিশে থাকবে গ্রাম্য সরলতা, অথচ যা শাস্ত্রীয় সঙ্গীতে হবে সুপটু। ঠিক তখনই তাঁর কানে এল তেইশ বছরের এক যুবকের গান। সেই তরুণ তখন রবীন্দ্রভারতীর ছাত্র। প্রথম শুনেই রায়মশাই বুঝেছিলেন; তিনি তাঁর 'গুপী'কে পেয়ে গিয়েছেন। সেই যুবকই অনুপ ঘোষাল। ১৯৪৫ সালে জন্ম নেওয়া এই শিল্পীর হাত ধরেই বাংলা ছবিতে ফ্যান্টাসির সুরেলা দিগন্ত খুলে গিয়েছিল।

'গুপী গাইন'-এর আকাশছোঁয়া সাফল্যের পর, 'হীরক রাজার দেশে' (১৯৮০) ছবিতেও তিনি ছিলেন অনবদ্য। যদিও এই ছবির বিখ্যাত 'কতই রঙ্গ দেখি দুনিয়ায়' গানটি গেয়েছিলেন লোকসংগীত শিল্পী অমর পাল, কিন্তু অনুপ ঘোষাল এই ছবিতে উপহার দিয়েছিলেন একের পর এক মাস্টারপিস; 'মোরা দুজনাই রাজার জামাই', 'এসে হীরক দেশে', 'আর বিলম্ব নয়' এবং 'নহি যন্ত্র'। বিশেষ করে 'নহি যন্ত্র আমি প্রাণী' গানটিতে তাঁর গায়কির যে দরদ ও মুন্সিয়ানা ফুটে উঠেছিল, তা আজও শ্রোতাদের চোখে জল আনে। এই 'হীরক রাজার দেশে' ছবির গানের জন্যই ১৯৮১ সালে তিনি শ্রেষ্ঠ গায়ক হিসেবে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার অর্জন করেন।

তবে সত্যজিতের আঙিনার বাইরেও অনুপ ঘোষাল ছিলেন বাংলা আধুনিক ও ছায়াছবির গানের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। তাঁর কণ্ঠে রোমান্টিকতা আর কৌতুকরসের এক অদ্ভুত মিশেল ছিল। 'নায়িকার ভূমিকায়' ছবিতে 'এক যে আছে কন্যা' কিংবা 'হারায়ে খুঁজি' ছবির

'ফুলে ফুলে বধূ দুলে দুলে';গানের সুরে তিনি যেমন প্রেমকে ফুটিয়ে তুলেছেন, তেমনই বাঙালি আবেগের সঙ্গে মিশে গিয়েছেন 'মোহনবাগানের মেয়ে' ছবিতে সেই বিখ্যাত গান;'মোহনবাগান ইস্টবেঙ্গলে খেলা হয়েছে' গেয়ে। ফুটবল পাগল বাঙালির কাছে এই গান আজও এক আবেগের নাম। আর 'সাগিনা মাহাতো' ছবিতে আরতি মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে দ্বৈতকণ্ঠে সেই কালজয়ী 'ছোটি সি পঞ্ছি ছোট্ট ঠোঁটে রে' গানটি তো অমর হয়ে আছে।

আধুনিক গানের ভাণ্ডারেও তিনি ছিলেন অপ্রতিদ্বন্দী। 'বিয়ে করবোই না', 'আদালতে জবানবন্দি', কিংবা 'অনেক পথের ধুলো ভেঙে';গানে তাঁর গায়কির নাটকীয়তা শ্রোতাদের মুগ্ধ করে রাখত। আবার পুরোনো দিনের গানের রিমেক বা রবীন্দ্রসঙ্গীতেও তাঁর ছিল অবাধ বিচরণ। 'আধো রাতে যদি ঘুম ভেঙে যায়', 'এনেছি আমার শত জনমের প্রেম', 'ছিল চাঁদ মেঘের পারে'-এর মতো গানে তাঁর দরদী কণ্ঠ আজও শ্রোতাদের নস্টালজিক করে তোলে। অনুপ ঘোষাল মানেই বাঙালির ছোটবেলা, অনুপ ঘোষাল মানেই 'আ-হা কি আনন্দ আকাশে বাতাসে'। কিন্তু তাঁকে শুধুই 'গুপীর গলা' বলে দাগিয়ে দিলে তাঁর বিশাল সঙ্গীত প্রতিভার প্রতি অবিচার করা হবে। তিনি ছিলেন পাতিয়ালা ঘরানার একনিষ্ঠ সাধক। বাবা অমূল্যচন্দ্র ঘোষাল এবং মা লাবণ্যময়ীর কাছে হাতেখড়ি হওয়ার পর, তিনি তালিম নিয়ে ছিলেন সুখেন্দু গোস্বামী ও মণিরামের মতো ওস্তাদদের কাছে। তাঁর গায়কির সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য ছিল 'ভার্সেটালিটি' বা বহুমুখিতা। সত্যজিৎ রায়ের সঙ্গে তাঁর জুটির রসায়ন ছিল অভাবনীয়।

শিক্ষাবিদ হিসেবেও তাঁর জীবন ছিল অত্যন্ত গরিমান্বিত। রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সঙ্গীতে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে, পরে তিনি পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন। তাঁর গবেষণার বিষয় ছিল নজরুলগীতি। কাজী নজরুল ইসলামের গানকে শুদ্ধ স্বরলিপিতে পরবর্তী প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দিতে তিনি আজীবন কাজ করে গিয়েছেন।

তাঁর সুললিত কণ্ঠে; 'মেঘমেদুর বরষায়', 'অঞ্জলি লহ মোর সঙ্গীতে', 'চাঁদ হেরিছে চাঁদ মুখ তার', 'স্বপ্নে দেখি একটি নতুন ঘর', 'চিরদিন কাহারো সমান নাহি যায়' প্রভৃতি নজরুলগীতি অমর হয়ে আছে ও থাকবে।

বিখ্যাত চিত্র পরিচালক সন্দীপ রায় বলেন, আমাদের তো পারিবারিক সম্পর্ক। ছোট থেকে আমাদের বাড়িতে আসা যাওয়া ছিল তাঁর। বাবা (সত্যজিৎ রায়) যখন 'গুপি গাইন বাঘা বাইন' তৈরি করছেন, সে সময় নতুন কণ্ঠ খুঁজছিলেন। তখন আমার মা-ই বলেছিলেন, বাড়ির ছেলে থাকতে অন্য কাউকে নেবে কেন? ওঁর মেয়েরাও আমাদের বাড়িতে যাতায়াত করত। সন্দীপ ফিরে গেলেন 'হীরক রাজার দেশে'র স্মৃতিতে। জানালেন, পিয়ানো বাজিয়ে গান গাইতেন সত্যজিৎ। সেই গান সঙ্গে সঙ্গে তুলে নিতেন অনুপ।

তিনি আরো বলেন, উনি নজরুল বিশেষজ্ঞ ছিলেন। খুব আড্ডাবাজ মানুষ ছিলেন। নিজেই সব সময় যোগাযোগ রাখার চেষ্টা করতেন। আমার সঙ্গে অনেক সময় কথা না হলেও পরিবারের সকলের সঙ্গে কথা হত। ওঁকে গান রেকর্ড করতেও দেখেছি। আর সে সময় গানের রেকর্ডিং মানে একেবারে অন্য রকম। ওঁর গান বাবার প্রিয় ছিল বলেই তো বার বার সেই কণ্ঠ শোনা গিয়েছে বাবার ছবিতে।

জীবনের শেষ দশকে তিনি সক্রিয় রাজনীতিতেও অংশগ্রহণ করেন এবং ২০১১ সালে উত্তরপাড়া কেন্দ্র থেকে বিধায়ক নির্বাচিত হন। মানুষের সেবাকেই তিনি শিল্পের আরেক রূপ হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন।

২০১৯ সালের ১৫ ডিসেম্বর, ৭৪ বছর বয়সে এই গুণী শিল্পী আমাদের ছেড়ে চলে যান। তিনি হয়তো আজ সশরীরে নেই, কিন্তু যতদিন বাঙালির মনে ফ্যান্টাসি বেঁচে থাকবে, যতদিন 'মোরা দুজনাই রাজার জামাই'-এর কৌতুক বা 'নহি যন্ত্র'-এর হাহাকার আমাদের কানে বাজবে, ততদিন অনুপ ঘোষালের সেই জাদুকরী কণ্ঠ আমাদের শৈশব ও যৌবনকে মনে করিয়ে দিয়ে যাবে।

'মাসুম'ছবির আইকনিক গান 'তুঝসে নারাজ নহি জিন্দেগি'। কিংবা তাঁর কণ্ঠের নজরুলগীতি শুনতে রসিক শ্রোতারা রাতের পর রাত জেগে বসে থাকতেন । তপন সিনহার 'সাগিনা মাহাতো' ছবিতে অনুপ ঘোষালের গান শ্রোতারা কি কোনোদিন ভুলতে পারবেন! আপনারা বলতেই পারেন আসল কথাই যে আপনারা এখনও বললেন না। মানিকবাবুকে লাবুর ছেলে অনুপ ঘোষালের কথা বললেন জায়া বিজয়া রায় কিন্তু তিনি যেন কানেই তুললেন না। অনেক বুঝিয়ে বিজয়া বললেন, তুমি একবারটি ওর গলা শুনে দ্যাখো তারপর বিচার করো। জায়ার কথা অস্বীকার করতে পারতেন না সত্যজিৎ রায়,অনুপ ঘোষালের গান শোনানোর ব্যবস্থা হল। সত্যি বলতে শোনা মাত্র বাজিমাত। কি অসাধারণ সেই গান-'দেখো রে নয়ন মেলে জগতের বাহার'। শুধু 'গুপী গাইন বাঘা বাইন' কেন সত্যজিৎ রায়ের আরেকটি ছবি 'হীরক রাজার দেশে'র বিখ্যাত সেই গান- 'আহা কী আনন্দ আকাশে বাতাসে'।

আমাদের দেশে শিশুদের জন্য সিনেমা প্রায় তৈরি হয় না! মানিকবাবু যখন ' চিড়িয়াখানা' ছবির শ্যুটিং করছেন তখন পুত্র সন্দীপ রায় বাবার কাছে আবদার করে বসেন একটা ছোটদের সিনেমা করতে হবে। উত্তমকুমার অসুস্থ হয়েছেন ছবির শ্যুটিং বন্ধ, কিন্তু মানিকবাবুর মত কাজ পাগল মানুষ চুপচাপ বসে থাকতে পারেন না। তিনি ছোটদের জন্য গল্প খুঁজতে লাগলেন। গল্প পাওয়া গেল তার তাঁর ঠাকুরদার লেখা ' গুপী গায়েন ও বাঘা বায়েন'। কিন্তু এই ছবিতে গান রাখতে হবে, সেই দায়িত্ব মানিকবাবু নিজেই নিলেন।

'গুপী গাইন বাঘা বাইন'এর জন্য সংগীত শিল্পী খোঁজা হচ্ছে। এমনিতেই সত্যজিৎ রায় সাংঘাতিক পারফেকশনিস্ট। নিজের পছন্দ না হলে পৃথিবীর কোনও শক্তি তাঁকে 'হ্যাঁ' করতে পারবে না। তাঁর একটি মাত্র ছবিতে অভিনয় করে চুনীবালা দেবী,উমা দাশগুপ্ত,সুবীর ব্যানার্জির নাম গোটা পৃথিবী জানে। আসল সত্য হল তিনি প্রতিভা খুঁজে নিতে জানতেন,প্রতিভার কদর করতেন। কত বড় বড় মাপের শিল্পী সত্যজিৎ রায়ের একটি ছবিতে সুযোগ না পেয়ে সারাজীবন আক্ষেপ করেছেন।

অনুপ ঘোষালের মা খুব সঙ্কোচ করে বিজয়া রায়কে তাঁর ছোট ছেলেটির কথা বলেন। বিজয়া রায় মানিক বাবুকে লাবুর ছেলে অনুপের কথা বলে রাজি করান

রস সাহিত্যিক তারাপদ রায়ের গুরু হলেন শিবরাম চক্রবর্তী

তারাপদ রায়

ঠিক পঁচিশে বৈশাখের মুখোমুখি 'কথাসাহিত্য' মাসিক পত্রিকার সম্পাদক সবিতেন্দ্রনাথ রায়ের কাছ থেকে চিঠি পেলাম। শিবরাম চক্রবর্তী স্মারক সংখ্যা প্রকাশিত হচ্ছে। লেখা চাই। মে মাসের মধ্যেই দিতে হবে। বাংলায় বৈশাখ, ইংরেজিতে মে দুই-ই রবীন্দ্রনাথের মাস। কথাসাহিত্যের চিঠি পেয়ে মনে পড়ে গেল বহুকাল আগে শিবরাম চক্রবর্তীর অল্পবিস্তরের একটি কবিতা। অল্পবিস্তর ছিল শিবরাম চক্রবর্তীর সাপ্তাহিক কলাম আনন্দবাজারে। সেখানে শিবরাম চক্রবর্তী শুধু নিজের টীকা-টিপ্পনি মন্তব্যাদি ছাপতেন তাই নয়, বাইরে থেকে পাঠানো চিঠিপত্র থেকে অনেক কিছু উদ্ধৃত করে ছাপতেন।

একথা স্বীকার না করলে গুরু পাপ হবে এই অল্পবিস্তরের পৃষ্ঠাতেই হাস্যকর লেখায় আমার হাতেখড়ি। অল্পবিস্তরই আমাকে প্রথম খ্যাতির স্বাদ দিয়েছিল। শিবরাম চক্রবর্তী আমার মজাগুরু। তাঁরই হাত ধরে বাংলা সাহিত্যের প্রাসাদের সরস মিষ্টান্নের ভাঁড়ার ঘরে প্রবেশ করেছিলাম। সে যা হোক, পঁচিশে বৈশাখের কথা দিয়ে আরম্ভ করেছিলাম। প্রতি বছর পঁচিশে বৈশাখে অল্পবিস্তরের সেই আশ্চর্য কবিতাটি আমার আবার মনে পড়ে। কত কী ভুলে গিয়েছি চল্লিশ বছরে কিন্তু সেই কবিতাটি আশ্চর্য মনে আছে। 'চাকর পরিলো ধুতি গিলে করা পাঞ্জাবি তাহারে কহিনু ডাকি আজ তুই কোথায় যাবি? কোঁচাটি লইয়া হাতে হাসি হাসি বদনে কহিল যাইব আমি রবীন্দ্রসদনে।'

রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে শিবরাম আমার সঙ্গেও একটা ব্যক্তিগত রসিকতা করেছিলেন। তিনি ছিলেন পিতৃ তুল্য। বয়সের হিসাবে আমার বাবার চেয়েও বেশ কয়েক বছরের বড়। তবু ছোটখাটো ব্যাপারেও হালকা রসিকতা করতে ছাড়তেন না। তখন আমি বেকার, একুশ-বাইশ বছর বয়স, সদ্য এম. এ পরীক্ষা দিয়েছি, কলেজ স্ট্রিট-এর ফুটপাতে ইতস্তত হাঁটতে হাঁটতে শিবরাম চক্রবর্তীর সঙ্গে দেখা। তখন আমার সঙ্গে তাঁর বেশ ঘনিষ্ঠতা। মুক্তারাম বাবু স্ট্রিটে তাঁর মেসের ঘরের দেওয়ালে আমার নাম ঠিকানা লেখা হয়ে গিয়েছে। শিবরাম চক্রবর্তীর সঙ্গে যেমন কখনও কখনও থাকত, সেদিন একটি মেয়ে ছিল। আমাকে দেখে শিবরাম চক্রবর্তী কাছে ডাকলেন। এবং হঠাৎ মেয়েটিকে দেখিয়ে আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, ততুই একে বিয়ে করবি? আমি স্তম্ভিত, মেয়েটি তথৈবচ। আমার দিকে তাকিয়ে স্মিত হেসে বলল, না। একে আমার পছন্দ হচ্ছে না। আমার পছন্দ আপনাকে, আমি আপনাকে বিয়ে করব। শিবরাম চক্রবর্তী গম্ভীর হয়ে বললেন, কিন্তু আমি তো বিয়ে করতে পারব না। আমার তো পাত্রী ঠিক আছে। মেয়েটি চেপে ধরল। আপনার যত সব বাজে কথা। আপনার পাত্রীকে কখনও দেখতে পাই না কেন। শিবরাম বললেন, কীভাবে দেখবে? সে তো গিয়েছে ঝরিয়ায়। আমরা দু'জনেই অবাক হয়ে প্রশ্ন করলাম, ঝরিয়ায়? শিবরাম মৃদু হেসে বললেন, শোনোনি ঠাকুর গান লিখেছেন, 'ফাগুনের ফুল গেছে ঝরিয়া'। শিবরামের অনুরূপ আর একটি রসিকতার কথা মনে পড়ছে। ম্যাকমোহন লাইন অতিক্রম করে উত্তর সীমান্তে চিন যখন বিস্তর ভারতীয় এলাকা দখল করে নিল শিবরাম বলেছিলেন অল্পবিস্তরের কলামে, রবীন্দ্রনাথ তো আগেই বলেছিলেন, রবীন্দ্রনাথ তো লিখেই গিয়েছেন, একদিন চিনে নেবে তারে। শিবরামকে নিয়ে গল্পের শেষ নেই। সব গল্প বলা যাবে না। শুধু দুঃখের ঘটনা বলি। শরৎচন্দ্রের 'দেনা পাওনা' উপন্যাসের নাট্যরূপ দেন শিবরাম চক্রবর্তী। নাটকের নাম হয় ষোড়শী। শিশির ভাদুড়ী পরিচালিত ও অভিনীত ষোড়শী খুব জনপ্রিয় হয়েছিল। কিন্তু আর্থিক ব্যাপারে শিশির ভাদুড়ীর ব্যবহারে শিবরাম ক্ষুন্ন হয়েছিলেন। তিনি তখন শিশির ভাদুডডীর সম্পর্কে লিখেছিলেন, শিশির ভাদুড়ী নহ তুমি বোতলের; শরৎচন্দ্রের কাছেও শিবরাম এই প্রসঙ্গে গিয়েছিলেন। কিন্তু সেখানেও কোনও সুরাহা হয়নি। শরৎচন্দ্রের পরিষদ-প্রধান ছিলেন অবিনাশ ঘোষাল। অল্প কিছুদিন আগে শরৎচন্দ্রের প্রিয় কুকুর ভেলি মারা গিয়েছে। শরৎচন্দ্রের কাছ থেকে নিরাশ হয়ে ফিরে এসে, শিবরাম লিখলেন সেই বিখ্যাত পঙ্‌ক্তি, ভেলির বিনাশ নাই ভেলি অবিনাশ। শিবরাম, শুধু শিবরাম, শুধু শিবরাম চক্রবর্তী পারতেন এমন সরস প্রতিশোধ নিতে। শিবরাম চক্রবর্তী অমর রহে। বাংলা সাহিত্যের অন্যতম জনপ্রিয় হর্ষবর্ধন-গোবর্ধন জুটি নিয়ে অজস্র কাহিনি লেখেন শিবরাম চক্রবর্তী। ছোটোগল্পের পাশাপাশি উপন্যাস, নাটক, এমনকি ছড়াও তিনি রচনা করেছেন এই সিরিজে। ছোটোদের জন্য রচিত গল্পের পাশাপাশি প্রাপ্তমনস্ক লেখাও পাওয়া যায় বেশ কয়েকটি। কিন্তু লেখকের অন্য অনেক লেখার মতোই এই রচনাগুলিও বেশিরভাগ হারিয়ে যেতে থাকে কালের গর্ভে। 'অমনিবাস', 'সমগ্র' ইত্যাদি বিভিন্ন নামে পরবর্তীকালে যে বিভিন্ন সংকলন প্রকাশিত হতে থাকে তার সবই রয়ে যায় অসম্পূর্ণ। এমনকী ভিন্ন শিরোনামে সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে একই কাহিনিও সংকলিত হয় দুই মলাটের মধ্যে। শিবরাম চক্রবর্তীর বেশিরভাগ লেখা হর্ষবর্ধন গোবর্ধনকে নিয়ে।

ভালোবাসার বন্ধুকে অন্যজনের মধ্যে খুঁজে পাওয়া

সূরয সুরেলিয়া

রুমাল দিয়ে মেয়েদের বুক বানাতে শিখিয়েছিল হারু। নন্দিনী আমার ক্লাসেই পড়তো। অনাথ দোয়েল পাখির মতন চোখ। ভেজা শালিখ পাখির মতন গায়ের রঙ। নন্দিনী আমায় কেন জানি 'দাদাভাই' বলে ডাকতো! রাখি পুর্ণিমার দিন আমার জন্য বানিয়ে আনতো টগরফুলের রাখি। ব্যাগে ভরে আনতো দুইখানা মন্ডা। নন্দিনীর বাবার ফুলের দোকান। ওর নিজের দাদা কাজের খোঁজে নিরুদ্দেশ। বলতো আমায় দেখলে নাকি ওর নিজের দাদার কথা মনে পড়তো! আমারও ওকে দেখলে ঝরে পড়া জুঁইফুল মনে পড়তো। আমি খুব ভালবাসতাম নন্দি নীকে। রোজ ফুটবল খেলে বাড়ি ফেরার সময় দেখতাম নন্দিনী মিত্তিরদের বাগানে ফুল কুড়ায়। আমায় দেখলে বড়ো আলতো হাস তো। পায়ে দলিয়ে ফেলা জুঁইফুলের মতন ওর হাসি। আমরা তখন বোধহয় ক্লাস নাইন। হারু ছিল আমাদের ক্লাসে মাস্তান। একবছর ফেইল করে আমাদের ক্লাসে এসেছিল হারু। একদিন টিফিনের সময় হারু বললো আমাদের একখানা ম্যাজিক দেখাবে। ষষ্ঠীর কাছে একখানা ময়ূর রঙের মোলায়েম রুমাল ছিল। নন্দিনীর হাতের মতন নরম। ষষ্ঠীর রুমালখানা নিয়ে মন দিয়ে খানকয়েক ভাঁজ করে হাত তুলে দেখালো হারু। খানিকটা মেয়েদের অন্তর্বাসের মতন দেখালো রুমালটা। হারু এক রাজার হাসি হেসে বললো, 'এই দেখ! এইটা হলো গিয়ে মেয়েদের বুক'। কেউ কেউ নেড়ে দেখলো ঠিকই। ছেলেরা মজাও পেল অনেকে।

নন্দিনী আমার খানিক পাশেই ছিল বসে। আমার লজ্জা হলো ভারী। হারু তারপর খ্যাক খ্যাক করে হাসতে হাসতে সেই রুমাল ছুঁড়ে দিলো নন্দিনীর গায়ে। নন্দিনী ভারী লাজুক মেয়ে। সবার সাথে কথা কয় না। রুমালখানা হাতে ধরে নন্দিনী কেমন যেন নুইয়ে পড়ল। লজ্জা পেলো, নাকি কষ্ট ঠিক বুঝলাম না! আমার দিকে তাকালো একবার। মুখখানা যেন মনে মনে বললো, 'দাদাভাই তুইও!' পরদিন থেকে নন্দিনী আর আমার পাশে বসতো না কখনও। অল্প বয়সের সেই অভিমান ভাঙানোর কৌশল

শিখিনি আমি তখনও।

দুইমাস বাদে ক্লাস টেনে উঠে দেখলাম নন্দিনীর বসার জায়গাটা ফাঁকা। সেখানে অন্য একটি মেয়ে। ষষ্ঠীর বাড়ি ছিল নন্দিনীদের বাড়ির পাশেই। ষষ্ঠী একদিন এসে জানাল যে নন্দিনীকে ওর বাবা আর পড়াবে না। ওকে ওর মামারবাড়ি নিয়ে গিয়ে রেখেছে। সামনের বোশেখ মাসে ওর বিয়ে। ছেলে নাকি রেলের আপিসে কাজ করে! মোটা টাকা মাইনে। মাথার ভিতর কেমন যেন চিন্তার মেঘ জমে এল। নন্দিনীর বিয়ে! ওইটুকু মেয়ে আমার নন্দিনী! নন্দিনী আমায় একবার ওর কচি কলাপাতি রঙের ডায়েরিখানা পড়তে দিয়েছিল। ডায়েরির প্রথম পাতায় লুকানো ওর একটা সাদা কালো ছবি। মলিন পর্দার আড়ালে ওর অমলিন মুখ। হাতে একখানি তারা ফুল। ওর পিসেমশাই বেঁচে থাকতে ছবি তুলতে ভালো বাসতেন খুব। ওনারই তোলা। একখানা ম্যাড়ম্যাড়ে রংবিহীন ছবি। দুইচোখে জোছনার মায়া। দ্বিতীয় পাতায় লিখেছিল ও নাকি, বিভূতি ভূষণ ভালোবাসে! শঙ্করের মতন ওর'ও চাঁদের পাহাড় দেখার শখ। ওদের পাড়ায় পাঁচখানা বাচ্চাকে নাকি বাংলা পড়ায় নন্দিনী! আড়াই শ টাকা মাথাপিছু মাইনে নেয়। ও নিজের বাবাকে বলেছে দুইশ করে। সেখান থেকে ও টাকা জমিয়েছে অনেকগুলো। প্রায় সাড়ে তিন হাজার টাকা। আরও কিছু জমলে ও কাউকে কিছুই না জানিয়ে একদিন পাহাড় চলে যাবে। ফিরে এলে বাবা নিশ্চয়ই মারবে খুব। তবু ওর বরফ দেখার শখ। মাথায় মৌমাছির মতন ঘুরপাক খাচ্ছিল নন্দিনীর লেখা স্বপ্ন গুলো। যে মেয়ে উপ ত্যকায় হারিয়ে যেতে চাইতো, সে নাকি সামনের মাসে উনুন জ্বালাবে শ্বশুরবাড়িতে! নিদেনপক্ষে মাধ্যমিক পরীক্ষাটুকুও দেবে না! নন্দিনী তবু স্কুল এলো না আর। ধীর পায়ে বছর পেরোল। এক ভরা বসন্তের সকালে ষষ্ঠী এসে জানালো, আজ ওদের পাড়ায় নাকি মেলার মতন ভিড়। নন্দিনী নাকি বিষ খেয়েছে হঠাৎ! কে যেন হঠাৎ কেড়ে নিল আমার বিশ্বাসের পায়ের তলার মাটি। বেলা বাড়লে পরে আমরা বন্ধুরা যখন ষষ্ঠীদের পাড়ায় গেলাম নন্দিনী তখন অপরূপ শুয়ে আছে আঙিনায়। চোখের উপর তুলসীপাতা। সারা শরীর অপরাজিতার মতন নীল। একখানি সফেদ চাদরের তলায় ঘুমাচ্ছে আমার দোয়েল পাখি। আমার জুঁইফুল। আমার বোন নন্দিনী।

ইদানিং বাড়ির ফেরার সময় দেখি বড়ো রাস্তার মোড়ে একজন বিধবা মহিলা ফুল বিক্রী করেন। তার কোলের পাশে বসে থাকে তাঁর মেয়ে। বছর দশেক বয়স। অবিকল দোয়েল পাখির মতন চোখ। ভেজা শালিখ পাখির মতন রঙ। আমার ওকে দেখলে পরে নন্দিনীর কথা মনে পড়ে খুব। রোজ বিকালে মায়ের সাথে ফুল কুড়াতে যায় ও। একদিন থাকতে না পেরে গিয়ে আমি কাছে ডাকলুম মেয়েটিকে। হাতে একটি চকলেট দেওয়াতে ও জানালো ওর নাম ফুলি। মুচি পাড়ায় বাড়ি। ক্লাস ফাইভে পড়ে। কথা বলার সময় ওর মুখ থেকে যেন জোছনা গড়িয়ে পড়ে। অবিকল যেন আমার বোন নন্দিনীর মুখের আদল বসানো! ঈশ্বরের যে কী অলৌকিক মায়া! আমি রোজ বাড়ি ফেরার পথে মনে করে ফুলির জন্য চকলেট নিয়ে আসি তবু। কখনও দশটাকার আলুকাবলি। কখনও গোলাপরঙের নেলপালিশ। কখনও মোমরঙের পেন্সিল, সাথে আঁকার খাতা। ও পরের দিন আমায় পাহাড়ের ছবি এঁকে দেখায়। আমার মনে পড়ে নন্দিনীর চাঁদের পাহাড় দেখার শখ। আমার মনে পড়ে আমার অপরাধবোধ। নন্দিনীর ভাগের একখানা রাখি আমি ফুলির হাতে পরেছিলাম এইবার। ফুলি রসমালাই ভালোবাসে খুব। ফুলি অমন খিলখিলিয়ে হাসলে পরে আমার রাত্তিরে ভালো ঘুম হয়।

শান্তিনিকেতনে জমিয়ে শীত পড়েছে এইবার। বাড়ি ফেরার পথে আজ একখানা সোয়েটার কিনে ছিলুম ফুলির জন্য। নীল রঙের বাহারি ফুল আঁকা সোয়েটার। মখমলি নরম উল। নন্দিনীর হাতের মতন নরম। সোয়েটারখানা ফুলির হাতে দিতেই যেন ওর দু'চোখ ছাপিয়ে এলো খুশীতে। একছুট্টে মায়ের কাছে গিয়ে পরে এল সোয়েটার খানা।

পাঠকদের দরবার

মা সারদা ভক্ত রিক্সাওয়ালা

স্বামী সুখানন্দ

গোলপার্ক রামকৃষ্ণ মিশনের ঘটনা। সময় বেলা ১১টা এমন হবে। একজন রিক্সাওয়ালা মিশনের যেখানে পুস্তক বিক্রি হয়, সেই কাউন্টারে এসেছেন। এসে তিনি একটি বইয়ের খোঁজ করছেন। বলছেন, আপনাদের এখন থেকে এইমাত্র একজন মহিলা ভক্ত একটি বই নিয়ে বেরোলেন সেই বইটি আমার চাই। বইটির নাম তিনি বলতে পারছেন না। শুধু এইটুকু বলতে পারছেন ওই বইয়ের উপরে একটি মহিলার বড় ছবি রয়েছে। সেখানে উপস্থিত এক সাধু মহারাজ তখন শতরূপে মা সারদা বইটি ওই রিক্সাচালককে দেখালেন। বইটি দেখা মাত্রই তাঁর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। মুখে এক আলাদা প্রসন্নতার ছাপ ফুটে উঠল। খুশি হয়ে বললেন , এই বইটিই আমি খুঁজছি। তাকে বলা হল এই বইটির দাম ৬০টাকা (ঘটনাটি ১৯৮৫ সালের)। তিনি খুব হতাশ হলেন। তখনও পর্যন্ত তাঁর যা উপার্জন মোটে ১০ টি টাকা তাঁর কাছে পড়েছিল। তাঁর সেই দিনের সম্পূর্ণ অর্থ দিয়েও সেই বইটি নিতে পারবে না জেনে তিনি খুবই হতাশ হলেন। বিষয়টি মিশনের তৎকালীন ভারপ্রাপ্ত মহারাজকে জানানো হল। মহারাজ এসে সেই ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করছেন , আচ্ছা আপনি কি জানেন এই বইটি কার ? এই বইটি কাকে নিয়ে লেখা আপনি জানেন ? ভদ্রলোক বললেন , না , আমি কিছুই জানি না। মহারাজ জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কি লেখাপড়া জানেন? ভদ্রলোক বললেন, না। আমি নিজে লেখাপড়া জানি না। তবে বাড়িতে আমার ছেলে আছে , সে এবার ম্যাট্রিকুলেশান পরীক্ষা দেবে। সে আমাকে এই বইটি পড়ে শোনাতে পারবে। মহারাজ প্রশ্ন করলেন, বইটি আপনি কেন নিতে চাইছেন ? ভদ্রলোক বললেন, আমি কিছুই জানি না , বইটি কার সম্পর্কে লেখা, কি বই ? আমার রিক্সাতে কিছুক্ষণ আগে এক ভদ্রমহিলা আপনাদের এখান থেকে উঠেছিলেন , তাঁর হাতে এই বইটি ছিল। তাঁকে তাঁর গন্তব্য স্থলে নামিয়ে আমি ছুটে এসেছি ওই বইটির খোঁজে। ওই বইটির উপরে যাঁর ছবি ছিল, মনে হয়েছে ওটি আমার মায়ের ছবি। আমার মাকে আমি খুব ছোটোবেলায় হারিয়েছি। তাঁর মুখও আমার ঠিক মনে পড়ে না। কিন্তু ওই ছবিটি দেখা মাত্রই মনে হয়েছে এই আমার গর্ভধারিনী মা। তাই বইটি আমি সংগ্রহ করতে এসেছি। কিন্তু আমার কাছে আজ পর্যাপ্ত টাকা নেই , তাই বইটি নিতে পারলাম না। মহারাজ ঘটনা শুনে থমকে গেলেন। পরে ওই ভদ্রলোককে বললেন, আপনাকে কোনো পয়সা দিতে হবে না, আপনি এমনি বইটি নিয়ে যান। ভদ্রলোক বললেন, না আমার মায়ের বই আমি এই আমার সারাদিনের রোজগার করা টাকা থেকেই নেবো। অনেক কাকুতি মিনুতির পর বশেষে মহারাজ তাঁর কাছে ১০ টাকা নিয়ে সেই বই ও শ্রীমায়ের একটি ছবি তাঁকে দিলেন। তিনি তাঁর মাকে নিয়ে পরমানন্দে বাড়ি ফিরে গেলেন।

আসলে এই রকম বহুভক্ত রয়েছেন যাদের কথা আমরা জানি না। মনা সারদা ভক্ত কত তা হিসাব করে বলা সম্ভব নয়। সবাই তাঁর ভক্ত হতে পারেন। তাঁকে মন দিয়ে ডাকলে তিনি সাড়া দিয়ে থাকেন। মা সারদা একটি আত্মা আজও বাংলার চারদিকে ঘুরে বেড়ায়। যিনি তাকে এক মনে ডাকেন তার ডাকে তিন সাড়া দিয়ে থাকেন। সেখানে কে কত বড়লোক বা কে কত গরীব লোক তার কোনও বিচার করা হয় না। ভক্তদের ভালোবাসাই চাই।

পণ্য পরিবহণ এবং গ্রাহক পরিষেবা উন্নত করার লক্ষ্যে সক্রিয় পদক্ষেপ গ্রহণ উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের

মালিগাঁও, ১৬ ডিসেম্বর ঃ উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেল নভেম্বর ২০২৫ মাসে গ্রাহক পরিষেবা উন্নত করার লক্ষ্যে এবং পণ্য পরিবহন থেকে রাজস্ব বাড়ানোর লক্ষ্যে একাধিক সক্রিয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এই পদক্ষেপগুলোর মূল লক্ষ্য হলো লজিস্টিকস দক্ষতা উন্নত করা, পণ্য পরিবহন সুবিধা সম্প্রসারিত করা এবং আঞ্চলিক শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রবৃদ্ধিকে সহাযতা করার জন্য পণ্যের নিরবচ্ছিন্ন চলাচল নিশ্চিত করা। এই প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে, পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত ০৪.১১.২০২৫ তারিখ থেকে কাটিহার ডিভিশনের রাঙ্গাপানী স্টেশনটি বহির্গামী এবং অন্তর্মুখী ইন্ডেন্টেড পার্সেল ট্রেন এবং পার্সেল কার্গো এক্সপ্রেস ট্রেন পরিষেবা হেগুলিঙের জন্য খুলে দেওয়া হয়েছে। আরও একটি গ্রাহক কেন্দ্রিক পদক্ষেপ হিসেবে, লামডিং ডিভিশনের অধীনে থাকা লাংটিং স্টেশনটি ২১.১১.২০২৫ তারিখ থেকে বাঁশ পরিবহনের জন্য খুলে দেওয়া হয়েছে, যা স্থানীয় পণ্য এবং সংশ্লিষ্ট শিল্পগুলির জন্য উন্নত বাজার সুবিধা প্রদানে সহায়ক হবে। বিজনেস ডেভেলপমেন্ট ইউনিট (বিডিইউ) পদক্ষেপের অধীনে, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে নভেম্বর ২০২৫ সালে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ পণ্য সামগ্রী পরিবহন করেছে। নাগাল্যান্ডের মলভম এবং আসামের পাঁচগ্রাম, বিহাড়া ইত্যাদি বিভিন্ন স্থান থেকে লামডিং ডিভিশনের অধীনে মোট ২,০৩৫ টি ওয়াগন স্টোন চিপস বুকিং করে ত্রিপুরার জিরাণীয়া, মিজোরামের সাইরাং, আসামের নিউ তিনসুকিয়া ইত্যাদি গন্তব্যে স্থানে পণ্য পরিবহণ করা হয়েছে, যার ফলে এই মাসে প্রায় ৮.১৫ কোটি টাকার মালবাহী রাজস্ব অর্জন হয়েছে। এছাড়াও, বিডিইউ পদক্ষেপের অধীনে নভেম্বর ২০২৫ মাসে লামডিং ডিভিশনের অধীনে ১,১৩৬ টি ওয়াগন সিমেন্ট বুক করা হয়েছে। তেতেলিয়া, লঙ্কা এবং শালচাপরার মতো গুরুত্বপূর্ণ লোডিং পয়েন্ট থেকে মণিপুরের খোংসাং রেলওয়ে স্টেশন, মিজোরামের সাইরাং এবং পশ্চিমবঙ্গের নিউ জলপাইগুড়ির মতো প্রধান গন্তব্যগুলিতে পণ্য পরিবহন করা হয়েছে, যার ফলে প্রায় ৪.৭৭ কোটি টাকার মালবাহী রাজস্ব অর্জন হয়েছে। এছাড়াও, বিডিইউ পদক্ষেপের অধীনে লামডিং ডিভিশনের অধীনে ১,০৮৬টি পিওএল (পেট্রোলিয়াম, অইল এবং লুব্রিকেন্ট) পণ্যের ওয়াগন বুক করা হয়েছিল, যা নভেম্বর ২০২৫ মাসে মালবাহী রাজস্বে প্রায় ৪.৪১ কোটি টাকা অবদান রেখেছে। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে লক্ষ্যভিত্তিক পদক্ষেপ এবং ব্যবসাবান্ধব ব্যবস্থার মাধ্যমে তার পণ্য পরিবহন পরিষেবা এবং গ্রাহক সম্পর্ক উন্নত করার উপর মনোযোগ অব্যাহত রেখেছে। ধারাবাহিক প্রচেষ্টা এবং গ্রাহককেন্দ্রিক সমাধানের মাধ্যমে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে দক্ষ, নির্ভরযোগ্য ও প্রতিযোগিতামূলক পণ্য পরিবহন প্রদানে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং একই সাথে আঞ্চলিক লজিস্টিকস ও সরবরাহ শৃঙ্খল ব্যবস্থায় উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছে।

ক্রিসমাস কার্নিভাল শুরু হচ্ছে বৃহস্পতিবার

কলকাতা, ১৬ ডিসেম্বর ঃ পার্কস্ট্রিটের ক্রিসমাস কার্নিভাল এবার শুরু হচ্ছে আগামী বৃহস্পতিবার। রাজ্যের তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন এদিন এক সাংবাদিক বৈঠকে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী এই কার্নিভালের উদ্বোধন করবেন। আগামী ৩০ তারিখ পর্যন্ত এই কার্নিভাল চলবে। এবার ১৫ তম বর্ষে পড়ল এই কার্নিভাল। প্রতি বারের মত এবারও নিরাপত্তার কারণে ২৪ ও ২৫ তারিখ আল্যান পার্ক বন্ধ থাকবে। রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় জেলায় এই ধরনের ক্রিসমাস উপলক্ষ্যে আলোকসজ্জা হবে বলেও তিনি জানান।

জয়রামবাটি কামারপুকুরের পরিকাঠামোর উন্নয়নে হস্তক্ষেপ রাজ্যের

কলকাতা, ১৬ ডিসেম্বর ঃ রাজ্য সরকার রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব ও সারদা মায়ের স্মৃতি বিজড়িত হুগলির জয়রামবাটি কামারপুকুরের পরিকাঠামোর উন্নয়নে সংশ্লিষ্ট উন্নয়ন পর্ষদকে আরও সক্রিয় হওয়ার নির্দেশ দিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি আজ নবান্ন থেকে ভার্চুয়ালি জয়রামবাটি কামারপুকুর উন্নয়ন পর্ষদের এর চেয়ারম্যান স্বামী লোকত্তরানন্দ মহারাজ সহ অন্যান্য আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করেন। বৈঠক নিয়ে সরকারি ভাবে কিছু না জানানো হলেও গত আগষ্ট মাসে বোর্ড গঠনের সময় রাজ্য সরকার তাদের যে দশ কোটি টাকা আর্থিক সহায়তা করেছিল সুপরিকল্পনা করে সেই টাকায় আরও বেশি করে সেখানকার পরিকাঠামো উন্নয়নে নজর দেওয়ার জন্যে মুখ্যমন্ত্রী বোর্ড কে নির্দেশ দিয়েছেন বলে জানা গেছে। কামারপুকুরের উন্নয়নে রাজ্য সরকার বোর্ড গঠনের আগে ৮০ কোটি টাকার বেশি খরচ করেছে বলেও মুখ্যমন্ত্রী বৈঠকে জানিয়েছেন। আজকের বৈঠকে মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ, স্বরাষ্ট্র সচিব নন্দিনী চক্রবর্তী সহ অন্যান্য আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন।

খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশে রাজ্যজুড়ে বাদ ৫৮ লক্ষের বেশি নাম, চার লক্ষেরও বেশি ভোটারের তথ্যে ত্রুটি ঘিরে উদ্বেগ

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ১৬ ডিসেম্বর ঃ নির্বাচন কমিশনের প্রকাশিত খসড়া ভোটার তালিকা ঘিরে রাজ্য রাজনীতিতে নতুন করে আলোচনার ঝড়। কমিশনের অ্যাপ ও ওয়েবসাইটে প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, গোটা রাজ্যে খসড়া তালিকায় বাদ পড়েছে ৫৮ লক্ষ ২০ হাজার ৮৯৮ জন ভোটারের নাম। ২৪ টি জেলার মধ্যে সর্বাধিক নাম বাদ গেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনায়- ৮ লক্ষেরও বেশি ভোটারের নাম খসড়া তালিকায় নেই। এই প্রেক্ষিতে মঙ্গলবার পূর্ব বর্ধমান জেলার জেলাশাসক দপ্তরে খসড়া ভোটার তালিকা নিয়ে এক সর্বদলীয় বৈঠকের আয়োজন করা হয়। পূর্ব বর্ধমান জেলাশাসক আয়েশা রানী এ (আই এ এস) রাজনৈতিক দলগুলির প্রতিনিধিদের হাতে খসড়া তালিকা তুলে দেওয়া হয়। রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন বাগবুল ইসলাম, তন্ময় ভট্টাচার্য্য (তৃণমূল), অভিজিত তা (বিজেপি) সহ অন্যান্যরা। জেলাশাসক জানান, জেলার প্রতিটি বুথ লেভেল অফিসার (BLO)-কে খসড়া ভোটার তালিকার কপি দেওয়া হয়েছে, যাতে সাধারণ মানুষ সহজেই নিজেদের নাম যাচাই করতে পারেন। জেলাশাসকের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, এসআইআর (Special Intensive Revision) প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার সময় পূর্ব বর্ধমান জেলায় মোট ভোটারের সংখ্যা ছিল ৪১ লক্ষ ৭৮ হাজার ৬৮৬ জন। এসআইআর সম্পন্ন হওয়ার পর সেই সংখ্যা কমে দাঁড়িয়েছে ৩৯ লক্ষ ৭০ হাজার ৬২০ জনে। অর্থাৎ জেলায় প্রায় দু'লক্ষ ভোটার কমেছে। এর মধ্যে প্রায় এক লক্ষ ভোটার মৃত বলে চিহ্নিত হয়েছেন। বাকি ভোটারদের ক্ষেত্রে স্থানান্তর, ডুপ্লিকেট নাম বা অন্যান্য প্রশাসনিক কারণ রয়েছে বলে জানানো হয়েছে। এদিকে খসড়া তালিকা প্রকাশের পর পূর্ব বর্ধমানে নতুন করে উদ্বেগ তৈরি করেছে ভোটারদের তথ্যগত ত্রুটি। জেলা নির্বাচন দপ্তর সূত্রে জানা গেছে, নিবিড় যাচাই প্রক্রিয়ায় জেলার প্রায় চার লক্ষেরও বেশি ভোটারের তথ্যে নানা ভুল ধরা পড়েছে। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি ত্রুটি বাবার নাম সংক্রান্ত-সংখ্যা প্রায় ৩ লক্ষ ৯০ হাজার। পাশাপাশি প্রায় ৩৫ হাজার ভোটারের ক্ষেত্রে বয়স সংক্রান্ত গরমিল ধরা পড়েছে। সব মিলিয়ে ত্রুটিপূর্ণ তথ্যের সংখ্যা দাঁড়াচ্ছে প্রায় ৪ লক্ষ ২৫ হাজারের কাছাকাছি। তবে প্রশাসনের তরফে জানানো হযেছে, এই সমস্ত ভোটারের নাম যে চূড়ান্ত তালিকা থেকে বাদ পড়বে, এমন নয়। তথ্য সংশোধনের জন্য নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সুযোগ দেওয়া হবে। যদিও এত বিপুল সংখ্যক সংশোধনী আবেদন এলে বিএলও-দের উপর চাপ বাড়বে বলেই মনে করা হচ্ছে। কারণ নতুন করে আবেদনকারীদের শুনানি, নথি যাচাই এবং তথ্য মেলানোর কাজ সময়সাপেক্ষ ও জটিল হবে। বিএলও সূত্রে জানা গেছে, বহু ক্ষেত্রে ইংরেজি থেকে বাংলায় নাম অনুবাদের জন্য ব্যবহৃত বিশেষ মোবাইল অ্যাপ্লিকেশনেই বিভ্রাট ঘটেছে। নামের বানান বদলে যাওয়া থেকে শুরু করে সংখ্যার ভুল অনুবাদ-সব মিলিয়ে একাধিক ত্রুটি ধরা পড়েছে। কোথাও ইংরেজি 'বাংলায় ' বাংলায় হয়ে যাওয়ার মতো সমস্যাও দেখা গেছে। একাধিক নাম সংক্রান্ত পুরনো জটিলতাও আবার সামনে এসেছে, যার ফলে নতুন করে তথ্য যাচাইয়ের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। সব মিলিয়ে সর্বশেষ হিসেব অনুযায়ী, পূর্ব বর্ধমান জেলায় প্রায় ২ লক্ষ ৮ হাজার ভোটারের নাম খসড়া তালিকা থেকে বাদ পড়েছে। খসড়া তালিকা প্রকাশের পর আপত্তি ও সংশোধনের সুযোগ থাকায় প্রশাসনের তরফে ভোটারদের প্রয়োজনীয় নথি সহ আবেদন করার আহ্বান জানানো হয়েছে। তবে বিপুল সংখ্যক ত্রুটি ও বাদ পড়া নাম ঘিরে জেলার সাধারণ ভোটারদের মধ্যে উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা যে বাড়ছে, তা স্পষ্ট।

NAITY GRAM PANCHAYAT

Chanditala Block-II, Dist.-Hooghly

Notice inviting Tender no: **NIT NO: 110/NGP/2025, dated: 15/12/2025** for Execution work is being invited by the PRODHAN, Naity Gram Panchayat. Date of application: FROM **15/12/2025**. Last date of submission of Tender: **22/12/2025.** Date of Opening of Tender: 24/12/2025. Details will be available at the office of the Naity Gram Panchayat.

Sd/- Pradhan

Naity Gram Panchayat

মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা

ভারতের রাষ্ট্রপতির জন্য ও পক্ষে ডেপুটি চিফ অপারেশনস ম্যানেজার/আইটি, মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা কর্তৃক ওপেন টেন্ডারের প্রেক্ষিতে ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে যেটি ১৬.০১.২০২৬ তারিখ বিকেল ৩টেয় খোলার কথা নির্ধারিত রয়েছে। এই টেন্ডারের ক্ষেত্রে হাতেহাতে দাখিল করা প্রস্তাব অনুমোদিত নয় এবং এইরূপ হাতেহাতে দাখিল করা প্রস্তাব গ্রাহ্য হবে না। **কাজের নামঃ** এন - এস মেট্রো করিডোরে এএফসি-পিসি সিস্টেমের জন্য নেটওয়ার্কিং ইকুইপমেন্ট সরবরাহ, স্থাপন এবং সূচনার কাজ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৭২,৫৭,০৬৪.৯৫ টাকা। **বায়না অর্থ ঃ** ১,৪৫,২০০ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** ০.০০ টাকা। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ০৪ মাস। টেন্ডারটি **https://www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে দেখা যাবে। টেন্ডারদাতা/দরপ্রস্তাবদাতাগণের ক্লাস-III ডিজিটাল সিগনেচার সার্টিফিকেট অবশ্যই থাকতে হবে এবং আইআরইপিএস পোর্টালে অবশ্যই নথিভুক্ত হতে হবে। কেবলমাত্র নথিভুক্ত টেন্ডারদাতা/দরপ্রস্তাবদাতা ই-টেন্ডারিং-এ অংশগ্রহণ করতে পারবেন। ই-টেন্ডারে অংশগ্রহণের সময়ে সকল সংশ্লিষ্ট নথিপত্র আপলোড করতে হবে।

ওপেন টেন্ডার নোটিস নং. ঃ অপারেটিং-এএফসি-পিসি-নেটওয়ার্ক ইকুইপমেন্ট-২০২৫

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ /metrorailwaykol /metrorailkolkata

আদিবাসী নাবালিকাকে ধর্ষণ, ছয় জনের পুলিশ হেফাজত

দেবশ্রী মজুমদার, রামপুরহাট, ১৬ ডিসেম্বর ঃ যাত্রা দেখে বাড়ি ফেরার পথে গণধর্ষণের শিকার হলেন এক আদিবাসী নাবালিকা। ঘটনাটি ঘটেছে বীরভূমের মল্লারপুর থানার শিবপুর গ্রামে। ঘটনায় গ্রেফতার করা হয়েছে ছয় অভিযুক্তকে। ধৃতদের মঙ্গলবার রামপুরহাট মহকুমা পকসো আদালতে তোলা হলে বিচারক তাদের ছয়দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেন। জানা গেছে, নির্যাতিতা নাবালিকার বাড়ি রামপুরহাট থানার ধরমপুর গ্রামে। সোমবার রাতে বীরভূমের মল্লারপুর থানার শিবপুর গ্রামের বাগানপাড়ায় আদিবাসীদের যাত্রানুষ্ঠান চলছিল। সেই যাত্রা দেখতে গিয়েছিল নাবালিকা। সঙ্গে ছিলেন মহম্মদবাজার থানার আগোয়া গ্রামের বাসিন্দা এক নিকট আত্মীয়। যাত্রা দেখে রাত্রি সাড়ে ১০ টা নাগাদ তার মোটর বাইকে বাড়িতে ফিরছিল নির্যাতিতা। নির্যাতিতার বাবার অভিযোগ, ফেরার সময় মল্লারপুর থানার শিবপুর গ্রামের কাছে ঘাগা বাইক থামিয়ে নাবালিকাকে জোর করে জঙ্গলে তুলে নিয়ে গিয়ে গণধর্ষণ এবং যৌন নির্যাতন করা হয়। দুজন বাইক চালককে আটকে রাখে। নিকট আত্মীয়ের চিৎকারে আশেপাশের লোকজন জমায়েত হয়ে গেলে অভিযুক্তরা পালিয়ে যায়। খবর দেওয়া হয় মল্লারপুর থানায়। নির্যাতিতার বাবা জানান, তার নিকট আত্মীয় অভিযুক্তদের চিনতে পারে। তার বয়ান অনুযায়ী পুলিশ রাতভোর অভিযান চালিয়ে ছয় জনকে গ্রেফতার করে। ধৃতরা হল সমাপ্ত কোনাই, অরিন্দম সোরেন, শুভজিত ঘোষ, বনমালি ঘোষ, সুজিত ঘোষ ও অভিজিত ঘোষ। প্রত্যেকের বাড়ি শিবপুর গ্রামে। মঙ্গলবার নির্যাতিতা নাবালিকাকে রামপুরহাট গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ডাক্তারি পরীক্ষা করানো হয়। ধৃতদের মঙ্গলবার রামপুরহাট মহকুমা আদালতে নিয়ে গেলে আদালত চত্বরেই অভিযুক্তদের উপর চড়াও হন উত্তেজিত আদিবাসীরা। পরে অবশ্য পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। এদিন ধৃতদের পকসো আদালতে তুলে পুলিশ আট দিনের হেফাজতে চেয়ে আবেদন করেছিল। বিচারক ছয়দিন মঞ্জুর করেছে। পকসো আদালতের সরকারি আইনজীবী দেবপ্রসাদ ভট্টাচার্য বলেন, ধৃতদের বিরুদ্ধে নাবালিকাকে যৌন নির্যাতন এবং ধর্ষণের অভিযোগ রয়েছে। তাদের ২২ ডিসেম্বর ফের আদালতে তোলা হবে।

পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেসের পরিচালনায় বিগত ১৫ বৎসরের বিভিন্ন বিভাগের উন্নয়নের রিপোর্ট 'উন্নয়নের পাঁচালি' সারা রাজ্যের ন্যায় উলুবেড়িয়া দক্ষিণ কেন্দ্রের উন্নয়ন তুলে ধরতে উলুবেড়িয়া দক্ষিণ কেন্দ্রের ৫৮ গেটে সভার মাধ্যমে সাধারণ মানুষের কাছে তুলে ধরলেন রাজ্যের মন্ত্রী পুলক রায়, হাওড়া জেলা পরিষদের অধ্যক্ষ অজয় মন্ডল, দেবাশীষ ব্যানার্জি প্রমুখ।

হাওড়ায় জল সরবরাহ বন্ধের নোটিশ

হাওড়া, ১৬ ডিসেম্বর ঃ বৃহস্পতিবার দুপুর থেকে পরদিন ভোর পর্যন্ত এই জল সরবরাহ বন্ধের নোটিশ দেওয়া হলো হাওড়া পুরসভার তরফ থেকে। হাওড়া পুরসভা সূত্রে জানানো হয়েছে, কেএমডিএ, পদ্মপুকুর জলপ্রকল্প ও পুরসভার জল সরবরাহ দফতর দ্বারা শহরের বিভিন্নস্থানে পাইপ লাইন সংস্কার, মেরামতের কাজ, পাইপ লাইনের আন্তঃসংযোগের কাজ, নতুন ভাল্ব প্রতিস্থাপন-সহ একগুচ্ছ কাজের জন্য বৃহস্পতিবার ১৮ ডিসেম্বর দুপুর ১টা থেকে পরদিন শুক্রবার ১৯ ডিসেম্বর ভোর ৫.৩০টা পর্যন্ত পুরসভার সবকটি ওয়ার্ডে (১ থেকে ৫০) পরিশ্রুত পানীয় জল সরবরাহ বন্ধ থাকবে। শুক্রবার সকাল ৬টা থেকে পুনরায় জল সরবরাহ স্বাভাবিক হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

যানজট মুক্ত রাখতে অভিযান ট্রাফিক বিভাগের

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৬ ডিসেম্বর ঃ শহরকে যানজট মুক্ত ও ফুটপাথ দখলমুক্ত রাখতে অভিযানে নেমেছে ট্রাফিক বিভাগ। লাগাতার চলছে অভিযান। মঙ্গলবার ঝংকার মোড়, জলপাই মোড় এবং নৌকাঘাট এলাকায় অভিযান চালানো হল। এদিন শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের ডেপুটি পুলিশ কমিশনার ট্রাফিক কাজি সামসুদ্দিন আহমেদের নেতৃত্বে, জলপাইমোড় ট্রাফিক ওসি এবং ট্রাফিক পুলিশের কর্মীরা অভিযানে নামে। রাস্তায় বেআইনি পার্কিং এর বিরুদ্ধে অভিযান চালান ট্রাফিক পুলিশের কর্তারা। পাশাপাশি ফুটপাত দখল করে ব্যবসা করা দোকানগুলিকে ফুটপাত ছেড়ে ব্যবসা করার নির্দেশ দেওয়া হয়। আগামীতেও এই অভিযান চলবে বলে জানান ডেপুটি পুলিশ কমিশনার ট্রাফিক কাজী সামসুদ্দিন আহমেদ।

বাঁকড়ায় 'গোষ্ঠী' সংঘর্ষ ঘিরে উত্তেজনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, হাওড়া, ১৬ ডিসেম্বর ঃ পঞ্চায়েত সদস্যার স্বামীকে মারধরের অভিযোগ দলেরই অপর গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে। গ্রাম পঞ্চায়েতের দখলকে কেন্দ্র করে দুই 'গোষ্ঠী'র সংঘর্ষে উত্তেজনা ছড়াল হাওড়ার ডোমজুড়ের বাঁকড়ায়। বুধবার দুপুরে বাঁকড়া-৩ পঞ্চাযেতের বেশ কয়েকজন সদস্য 'অনাস্থা' আনা নিয়ে বৈঠক ডেকেছিলেন বলে অভিযোগ। কিন্তু বৈঠক শুরু হওয়ার আগেই পঞ্চায়েত সদস্যার স্বামীকে রাস্তায় ফেলে বেধড়ক মারধরের অভিযোগ ওঠে দলেরই অপর 'গোষ্ঠী'র বিরুদ্ধে। আক্রান্ত তৃণমূল কর্মীর অভিযোগ, তাঁকে রাস্তায় ফেলে মারধর করা হয়। অনাস্থা আনার জন্য এদিন বৈঠক ডেকেছিলেন তাঁরা। আর এই কারণেই তাঁকে মারধর করা হয়। এদিকে, এদিনের ঘটনার জেরে ঘটনাস্থলে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। এই ঘটনা নিয়ে ডোমজুড়ের প্রাক্তন বিধায়ক রাজীব ব্যানার্জি বলেন, 'ডোমজুড়ের বাঁকড়ায় তৃণমূলের শক্তিশালী সংগঠন রয়েছে। কেন বারবার এ ধরনের ঘটনা ঘটছে তা মোটেও কাম্য নয়। দলের উচ্চ নেতৃত্ব গোটা বিষয়টি দেখছেন।'

পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান কার্যনির্বাহী কর্মকর্তা শ্রী অশোক চন্দ্রের উপস্থিতিতে ১৬ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখে ব্যাংকের কলকাতা জোনাল অফিসে কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতা (সিএসআর) কর্মসূচি আয়োজন করা হয়। রামকৃষ্ণ সারদা আশ্রমের সম্পাদক স্বামীজি সদানন্দ মহারাজের উপস্থিতিতে ব্যাংকটি রামকৃষ্ণ সারদা আশ্রমকে উষ্ণ কম্বল দান করে সহায়তা প্রদান করে। কলকাতা জোনাল ম্যানেজার শ্রী বিনয় গুপ্ত এবং ব্যাংকের অন্যান্য ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা এই সিএসআর কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন।

इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक | India Post Payments Bank

(ভারত সরকারের একটি উদ্যোগ)

কর্পোরেট কার্যালয়, স্পিড পোস্ট সেন্টার বিল্ডিং, ভাই বীর সিং মার্গ, নতুন দিল্লি ১১০০০১

চুক্তির ভিত্তিতে অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারীদের হিন্দি অফিসার (রাজভাষা আধিকারিক) পদে নিয়োগ

Advt. No.: IPPB/CO/HR/RECT./2025-26/05

কেন্দ্রীয় সরকার / রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা / রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক / স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের কাছ থেকে আবেদনপত্র আহ্বান করা হচ্ছে, যাদের রাজভাষা আধিকারিক হিসেবে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা রয়েছে।

পদের নাম	শূন্য পদের সংখ্যা	সম্পৃক্ততার ধরন	বয়স	যোগ্যতার মানদণ্ড
হিন্দি অফিসার (রাজভাষা অধিকারি)	০১	চুক্তি	০১.১১.২০২৫ তারিখে ৬০ বছরের বেশি এবং ৬৫ বছরের বেশি নয়।	একজন অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা যিনি পূর্বে কোনো সরকারি বা পাবলিক সেক্টর প্রতিষ্ঠানে রাজভাষা সংক্রান্ত দায়িত্ব পালন করেছেন এবং অবশ্যই আইডিএ স্কেল অনুযায়ী ই৬ বা তার উপরের স্কেলে অথবা সিডিএ স্কেল অনুযায়ী লেভেল ১৩ বা তার উপরের স্তরে অবসর গ্রহণ করেছেন।

গুরুত্বপূর্ণ তারিখসমূহঃ

বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ ১৫ই নভেম্বর ২০২৫। প্রার্থীদের আবেদনপত্রের স্ক্যান করা কপি এবং প্রয়োজনীয় কাগজপত্র careers@ippbonline.in ঠিকানায় পাঠাতে হবে। আবেদনপত্রের হার্ড কপি এবং সফট কপি, বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ, অবশ্যই ৩০শে ডিসেম্বর ২০২৫, বিকাল ৫:০০টার মধ্যে আইপিপিবি কর্পোরেট অফিসে পৌঁছাতে হবে। নির্ধারিত সময়ের পরে প্রাপ্ত কোনো আবেদনপত্র বিবেচনা করা হবে না।

বিস্তারিত বিজ্ঞাপন এবং আবেদন করার নির্দেশিকা জানতে অনুগ্রহ করে আমাদের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট দেখুনঃ

https://ippbonline.com/web/ippb/current-openings

স্থানঃ নয়া দিল্লি | **স্বা/-**

তারিখঃ ১৫.১১.২০২৫ | **ডিজিএম এইচআর**

CBC 06346/12/0010/2526

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Ex. Engineer (Electrical), Lighting/ Crematorium Department, KMC** invites open percentage rate e-tedner online in two bid system for the following work:

NIT No.: KMC/LTG/CRM/21/GAM/25-26(1st call) Name of the work : **Restoration of damaged electric cremation furnace no 1 with allied electrical works at Garia Adi Mahasmashan.** Estimated Amount : **Rs. 3,99,596.00**. Earnest Money: **Rs. 8,000.00**. Time of Completion: **10 Days**. Last date and time of submission of bid: **10.01.2026** at **5 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **17.12.2025** at **5 p.m.** from the website **https://wbtenders.gov.in**

The **Executive Engineer (Electrical)/Ltg/Z-III, KMC** invites open e-tender online percentage rate two bid system for following works:

1. NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2025-2026/517 Name of work : **Installation signage of LED board with allied electrical works at Elliot Park, J.L. Nehru Road Ward No.-63, Br-VII**. Estimate Amount : **Rs. 2,86,299.00**. Earnest Money: **Rs. 6,000.00**. Period of Completion: **15 Days**.

2. NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2025-2026/720 Name of work : **Lighting arrangement at on Kasba Sammnnoy Play Ground at 115/1 B.B. Chatterjee Rd in Ward No.-67 under Br-VII**. Estimate Amount : **Rs. 1,99,511.00**. Earnest Money: **Rs. 4,000.00**. Period of Completion: **15 Days**.

3. NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2025-2026/721 Name of work : **Supply and delivery of LED street light fittings at Shakespeare Sarani, Ripon Street and Toti Lane in Ward No.-63 under Br-VII**. Estimate Amount : **Rs. 1,93,756.00**. Earnest Money: **Rs. 4,000.00**. Period of Completion: **15 Days**. Last date and time of submission of bid: **09.01.2026** at **12 noon** (for sl. no. 1 to 3). Bid opening date for technical proposals (online): **09.01.2026** at **2 p.m.** (for sl. no. 1 to 3). The bid forms and other details are available on and from **16.12.2025 (6 p.m.)** for sl. no. 1 to 3). The website **https://etender.wb.nic.in** (for sl. no. 1 to 3).

4. NIT No. : KMC/LTG/B-9/APAS/73/25-26/76 Name of work : **Improvement of decorative lighting system at ATM Road and surrounding areas in Ward No.-73**. Estimated Amount : **Rs. 1,96,594.48**. Earnest Money: **Rs. 4,000.00**. Period of Completion: **15 Days**.

5. NIT No. : KMC/LTG/B-9/APAS/73/25-26/77 Name of work : **Improvement of street lighting system at Rupchand Mukherjee Lane and surrounding areas in Ward No.-73**. Estimated Amount : **Rs. 1,96,583.37**. Earnest Money: **Rs. 4,000.00**. Period of Completion: **15 Days**.

6. NIT No. : KMC/LTG/B-9/APAS/73/25-26/78 Name of work : **Improvement of street lighting system at Kalighat Road and surrounding areas in Ward No.-73**. Estimated Amount : **Rs. 4,98,886.47**. Earnest Money: **Rs. 10,000.00**. Period of Completion: **20 Days**.

7. NIT No. : KMC/LTG/B-9/APAS/73/25-26/79 Name of work : **Improvement of street lighting system at Hazra Road and surrounding areas in Ward No.-73**. Estimated Amount : **Rs. 1,48,850.77**. Earnest Money: **Rs. 3,000.00**. Period of Completion: **12 Days**. Last date and time of completion of bid: **09.01.2026** up to **2 p.m.** (for sl. no. 4 to 7). Tender (technical) opening date: **10.01.2026** at **4 p.m.** (for sl. no. 4 to 7). The bid form and other details are available on and from **16.12.2025** from **2 p.m.** (for sl. no. 4 to 7). For full and further details, please visit the Website **https://etender.wb.nic.in** (for sl. no. 4 to 7). Please keep watching on the above website for further addendum/corrigendum, pre-bid clarifications, if any which will be published in above website only (for sl. no. 4 to 7).

The **Executive Engineer (Electrical)/Ltg/ Z-II, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for following works:

1. NIT No. : LTG/401/43/V/Z-II/25-26 Name of the work : **Installation of minimast and street light fittings at Harin Bari Lane and surrounding areas in Ward No. 43**. Estimate Amount: **Rs. 1,49,224.00**. Earnest Money: **Rs. 3,000.00**. Period of Completion: **10 Days**. Last date and time of submission of bid: **26.12.2025** up to **6 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **16.12.2025** at **6 p.m.**

2. NIT No. : LTG/306/43/V/Z-II/25-26 Name of the work : **Improvement of lighting system including of a minimast at Damzan 2nd Lane in Ward No. 43**. Estimate Amount: **Rs. 1,98,736.00**. Earnest Money: **Rs. 4,000.00**. Period of Completion: **10 Days**.

3. NIT No. : LTG/260/43/V/Z-II/25-26 Name of the work : **Installation of mini mast along with LED street light fittings at Chitpur Crossing in Ward No. 43**. Estimate Amount: **Rs. 1,28,459.00**. Earnest Money: **Rs. 2,600.00**. Period of Completion: **20 Days**.

4. NIT No. : LTG/307/43/V/Z-II/25-26 Name of the work : **Installation of minimast and other luminaries at 70, Rabindra Sarani in Ward No. 43**. Estimate Amount: **Rs. 1,48,671.00**. Earnest Money: **Rs. 3,000.00**. Period of Completion: **10 Days**.

5. NIT No. : LTG/302/43/V/Z-II/25-26 Name of the work : **Improvement of lighting system at Tarachand Dutta Street and surrounding areas in Ward No. 43**. Estimate Amount: **Rs. 1,49,224.00**. Earnest Money: **Rs. 3,000.00**. Period of Completion: **10 Days**.

6. NIT No. : LTG/304/43/V/Z-II/25-26 Name of the work : **Improvement of lighting arrangement at Colootola Street (Masjid) and surrounding areas in Ward No. 43**. Estimate Amount: **Rs. 1,24,313.00**. Earnest Money: **Rs. 2,500.00**. Period of Completion: **10 Days**.

7. NIT No. : LTG/261/43/V/Z-II/25-26 Name of the work : **Improvement of lighting system at Rajmohan Street and surrounding areas in Ward No. 43**. Estimate Amount: **Rs. 1,29,640.00**. Earnest Money: **Rs. 2,600.00**. Period of Completion: **20 Days**. Last date and time of submission of bid: **26.12.2025** up to **12 noon** (for sl. no. 2 to 7). The bid forms and other details are available on and from **16.12.2025** at **1 p.m.** (for sl. no. 2 to 7). The website **https://tenders.wb.gov.in** (for sl. no. 1 to 7).

8. NIT No. : LTG/358/41/V/Z-II/25-26 Name of the work : **Development of lighting works with LED light fittings along with other electrical works at 42, Muktaram Babu Street and other surrounding areas in Ward No. 41 for Part No.-203**. Estimate Amount: **Rs. 1,99,807.00**. Earnest Money: **Rs. 4,000.00**. Period of Completion: **10 Days**.

9. NIT No. : LTG/359/41/V/Z-II/25-26 Name of the work : **Improvement of lighting system along with other electrical works at 164, Rabindra Sarani and surrounding areas in Ward No. 41 for Part No.-208**. Estimate Amount: **Rs. 1,19,921.00**. Earnest Money: **Rs. 2,400.00**. Period of Completion: **10 Days**.

10. NIT No. : LTG/361/41/V/Z-II/25-26 Name of the work : **Development of lighting system along with other electrical works at Syed Salley Ln and other surrounding areas in Ward No. 41 for Part No.-213**. Estimate Amount: **Rs. 1,99,812.00**. Earnest Money: **Rs. 4,000.00**. Period of Completion: **10 Days**.

11. NIT No. : LTG/360/41/V/Z-II/25-26 Name of the work : **Installation of new mini mast lighting system along with other electrical works at 145B, C R Avenue and other areas in Ward No. 41 for Part No.-214**. Estimate Amount: **Rs. 2,99,604.00**. Earnest Money: **Rs. 6,000.00**. Period of Completion: **10 Days**.

12. NIT No. : LTG/410/41/V/Z-II/25-26 Name of the work : **Development work of lighting system along with other electrical works at 145B, C R Avenue and other surrounding areas in Ward No. 41 for Part No.-212**. Estimate Amount: **Rs. 2,99,751.00**. Earnest Money: **Rs. 6,000.00**. Period of Completion: **10 Days**.

13. NIT No. : LTG/362/41/V/Z-II/25-26 Name of the work : **Installation of street light poles along with LED light fittings and other electrical works at Madan Chatterjee, Panchu Dhopani Gully, 226, Rabindra Sarani and surrounding areas in Ward No. 41 for Part No.-196**. Estimate Amount: **Rs. 4,99,743.00**. Earnest Money: **Rs. 10,000.00**. Period of Completion: **10 Days**.

14. NIT No. : LTG/409/41/V/Z-II/25-26 Name of the work : **Installation of mini mast lighting system with LED light fittings and other electrical works at 13, Munshi Saddarudin Street and surrounding areas in Ward No. 41 for Part No.-206**. Estimate Amount: **Rs. 2,99,542.00**. Earnest Money: **Rs. 6,000.00**. Period of Completion: **10 Days**.

15. NIT No. : LTG/299/41/V/Z-II/25-26 Name of the work : **Installation of new mini mast lighting system along with other electrical works at 7, Bal Mukund Makkar Rd and surrounding areas in Ward No. 41 for Part No.-211**. Estimate Amount: **Rs. 1,99,729.00**. Earnest Money: **Rs. 4,000.00**. Period of Completion: **15 Days**. Last date and time of submission of bid: **24.12.2025** up to **4 p.m.** (for sl. no. 8 to 15). The bid forms and other details are available on and from **16.12.2025** at **6 p.m.** (for sl. no. 8 to 15). The website **https://tenders.wb.gov.in** (for sl. no. 8 to 15).

16. NIT No. : KMC/LTG/153/WD27/IV/ZII/25-26 Name of the work : **Improvement of lighting system with electrical work in Reva Kali Banerjee Row and other places Ward-27**. Estimate Amount: **Rs. 4,99,933.00**. Earnest Money: **Rs. 10,000.00**. Period of Completion: **20 Days**.

17. NIT No. : KMC/LTG/196/WD27/IV/ZII/25-26 Name of the work : **Improvement and other electrical work in Duff Street and other places Ward-27**. Estimate Amount: **Rs. 3,49,409.00**. Earnest Money: **Rs. 7,000.00**. Period of Completion: **15 Days**.

18. NIT No. : KMC/LTG/197/WD27/IV/ZII/25-26 Name of the work : **Replacement of street light fittings by new fittings at Jugal Kishor Das Lane and others in Ward-27**. Estimate Amount: **Rs. 2,99,383.00**. Earnest Money: **Rs. 6,000.00**. Period of Completion: **15 Days**.

19. NIT No. : KMC/LTG/206/WD25/IV/ZII/25-26 Name of the work : **Improvement of lighting arrangement at Vivekananda Road in Ward No.-25**. Estimate Amount: **Rs. 1,99,429.00**. Earnest Money: **Rs. 4,000.00**. Period of Completion: **10 Days**.

20. NIT No. : KMC/LTG/185/WD27/IV/ZII/25-26 Name of the work : **Renovation of new LED fittings in 123/1, 123/2/H/1 to 123/2/H/46, A.P.C. Road and other areas in Ward-27**. Estimate Amount: **Rs. 4,74,894.00**. Earnest Money: **Rs. 10,000.00**. Period of Completion: **20 Days**. Last date and time of submission of bid (online): **27.12.2025** up to **2 p.m.** (for sl. no. 16 to 20). The bid forms and other details are available on and from **16.12.2025 (2 p.m.)** (for sl. no. 16 to 20). The website **https://tender.wb.gov.in** (for sl. no. 16 to 20).

21. NIT No. : LTG/276/40/AP/V/ZII/25-26 Name of the work : **Improvement of lighting system at 122A to 134 R R Sarani (Part No-188 SL-04) and adjacent places in Ward No.-40**. Estimate Amount: **Rs. 1,99,671.00**. Earnest Money: **Rs. 4,000.00**. Period of Completion: **21 Days**.

22. NIT No. : LTG/277/40/AP/V/ZII/25-26 Name of the work : **Improvement of lighting system at 26/2 to 33 and 63 to 72/2 Surya Sen Street (Part No-188 SL-01) and adjacent places in Ward No.-40**. Estimate Amount: **Rs. 1,99,741.00**. Earnest Money: **Rs. 4,000.00**. Period of Completion: **21 Days**.

23. NIT No. : LTG/317/48/AP/V/ZII/25-26 Name of the work : **Installation of LED light fittings and allied electrical works at B.B. Ganguly Street (Part No-94) and adjacent places in Ward No.-48**. Estimate Amount: **Rs. 4,99,352.00**. Earnest Money: **Rs. 10,000.00**. Period of Completion: **21 Days**. Last date and time of submission of bid: **27.12.2025** up to **4 p.m.** (for sl. no. 21 to 23). The bid forms and other details are available on and from **17.12.2025** at **6 p.m.** (for sl. no. 21 to 23). The website **https://tenders.wb.gov.in** (for sl. no. 21 to 23).

24. NIT No. : KMC/LTG/200/WD25/IV/ZII/25-26 Name of the work : **Installation of lighting system at Vivekananda Road in Ward No.-25**. Estimate Amount: **Rs. 3,49,978.00**. Earnest Money: **Rs. 7,000.00**. Period of Completion: **20 Days**. Last date and time of submission of bid (online): **27.12.2025** up to **2 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **16.12.2025 (2 p.m.)** from the website **https://etender.wb.nic.in**

1723/25-26

গৃহস্থালী

সোয়েটারে রোঁয়া উঠছে? সহজ ঘরোয়া কৌশলেই ফেরান শীতপোশাকের

শীত পড়তেই আলমারির দরজা খুলে বেরোচ্ছে উলের সোয়েটার, কার্ডিগান, মাফলার। মাঝ ডিসেম্বরে হিমেল হাওয়ার দাপটে শীত যেন একেবারে জমে উঠেছে। কিন্তু বহু যত্নে তুলে রাখা প্রিয় সোয়েটারটি বের করতেই চোখে পড়ছে এক অস্বস্তিকর দৃশ্য-সারা গায়ে ছোট ছোট রোঁয়া বা লিন্ট। নতুনের মতো দেখতে শীতপোশাক মুহূর্তেই যেন পুরনো ও জীর্ণ লাগছে। আর তাতেই মনখারাপ। সারাবছর আলমারিতে থাকা সত্ত্বেও কেন এমন হচ্ছে, আর কীভাবে এই সমস্যার সমাধান করা যায়-এই প্রশ্নই এখন অনেকের মাথাব্যথা। তবে দুশ্চিন্তার কিছু নেই। অল্প কিছু সতর্কতা আর সহজ ঘরোয়া কৌশলেই সোয়েটারের রোঁয়ার সমস্যা থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব। শুধু তাই নয়, নিয়ম মেনে যত্ন নিলে বছরের পর বছর আপনার প্রিয় শীতপোশাক থাকবে একেবারে ঝকঝকে। চলুন জেনে নেওয়া যাক কার্যকর কিছু টিপস।কাচার সময় চাই বা।তি সতর্কতা--সোয়েটারে রোঁয়া ওঠার অন্যতম প্রধান কারণ ভুল পদ্ধতিতে কাচা। অনেকেই সাধারণ কাপড়ের মতোই সোয়েটার কেচে ফেলেন, যা উলের জন্য মোটেই উপযুক্ত নয়। বেশি ক্ষারযুক্ত বা শক্ত সাবান ব্যবহার করলে উলের তন্তু নষ্ট হয়ে যায় এবং রোঁয়া ওঠার প্রবণতা বেড়ে যায়। তাই সবসময় হালকা বা উলের জন্য তৈরি ডিটারজেন্ট ব্যবহার করুন। চাইলে বেবি শ্যাম্পু বা সাধারণ শ্যাম্পুও ব্যবহার করা যেতে পারে।

কাচার সময় সোয়েটার বেশি মুচড়াবেন না। আলতো হাতে চেপে জল ঝরিয়ে নিন। আর যদি সত্যিই শীতপোশাক দীর্ঘদিন ভালো রাখতে

চান, তবে ড্রাইওয়াশই সবচেয়ে নিরাপদ ও কার্যকর উপায়। হোয়াইট ভিনিগারের জাদুঃ সোয়েটার কাচার সময় জলে অল্প হোয়াইট ভিনিগার মিশিয়ে নিলে বেশ উপকার পাওয়া যায়। ভিনিগার উলের তন্তু নরম রাখে এবং স্থির বিদ্যুৎ বা ঘর্ষণ কমায়। ফলে রোঁয়া ওঠার সমস্যা অনেকটাই কমে যায়। পাশাপাশি সোয়েটারের রং ও টেক্সচারও দীর্ঘদিন অক্ষুণ্ণ থাকে। তবে ভিনিগার ব্যবহার করলে পরিমাণ যেন খুব বেশি না হয়, সেদিকে খেয়াল রাখা জরুরি। ফ্যাব্রিক শেভারে মিলবে দ্রুত সমাধান-যদি সোয়েটারে ইতিমধ্যেই বেশি রোঁয়া উঠে গিয়ে থাকে, তবে ফ্যাব্রিক শেভার হতে পারে সবচেয়ে সহজ সমাধান। বাজারে সহজেই পাওয়া যায় এই যন্ত্র, যা দেখতে অনেকটা ট্রিমার বা ইলেকট্রিক রেজারের মতো। ব্যবহারের সময় সোয়েটারটি একটি শক্ত ও সমতল জায়গায় রাখুন। এরপর খুব ধীরে ধীরে শেভার চালান। রোঁয়াগুলো কেটে উঠে যাবে এবং সোয়েটার দেখতে হয়ে উঠবে প্রায় নতুনের মতো। সঠিকভাবে ব্যবহার করলে কাপড়ের কোনও ক্ষতিই হয় না। লিন্ট রোলারেও মিলবে দারুণ ফল- সোয়েটারের রোঁয়া তুলতে লিন্ট রোলারও বেশ কার্যকর। এটি মূলত আঠাযুক্ত একটি রোল, যা সোয়েটারের উপর ঘোরালে রোঁয়া ও ধুলো সহজেই লেগে যায়। অফিসে যাওয়ার আগে বা হঠাৎ কোথাও বেরনোর সময় দ্রুত সমাধানের জন্য লিন্ট রোলারের জুড়ি মেলা ভার। অল্প সময়েই সোয়েটারকে ঝরঝরে ও পরিপাটি করে তুলতে এটি দারুণ কাজে দেয়। সেলোটেপেও কাজ হবে-যদি বাড়িতে লিন্ট রোলার না থাকে, তাহলে চিন্তা নেই। সাধারণ সেলোটেপও একইভাবে ব্যবহার করা যায়। হাতে সেলোটেপ পেঁচিয়ে আঠার দিকটা বাইরে রেখে সোয়েটারের রোঁয়ার উপর আলতো করে চেপে ধরুন। তারপর তুলে নিলেই দেখবেন, রোঁয়া উঠে এসেছে। জরুরি মুহূর্তে এই ঘরোয়া টোটকা ভীষণ কাজে দেয়।

পিউমিক স্টোনের ভিন্ন ব্যবহার-শীতকালে পা ফাটার সমস্যা থেকে বাঁচতে অনেকেই পিউমিক স্টোন ব্যবহার করেন। কিন্তু জানেন কি, এই স্টোন দিয়েও সোয়েটারের রোঁয়া তোলা যায়? খুব হালকা হাতে একদিকে পিউমিক স্টোন ঘষলে রোঁয়াগুলো উঠে আসে। তবে এই পদ্ধতি ব্যবহার করার সময় সাবধান থাকতে হবে, বিশেষ করে পাতলা বা নরম উলের ক্ষেত্রে।

সংরক্ষণেও নজর দিন-শুধু রোঁয়া তোলাই নয়, ভবিষ্যতে যাতে এই সমস্যা না হয়, তার জন্য সঠিকভাবে সোয়েটার সংরক্ষণ করাও জরুরি। সোয়েটার কখনও হ্যাঙ্গারে ঝুলিয়ে রাখবেন না। এতে কাপড় টেনে যায় এবং রোঁয়া ওঠার আশঙ্কা বাড়ে। সবসময় ভাঁজ করে রাখুন। সম্ভব হলে সুতি কাপড়ের ব্যাগে বা মথবল দিয়ে সংরক্ষণ করুন। সব মিলিয়ে বলা যায়, সোয়েটারে রোঁয়া ওঠা খুব সাধারণ সমস্যা হলেও তা স্থায়ী নয়। একটু সচেতনতা আর কিছু সহজ ঘরোয়া কৌশলেই আপনার প্রিয় শীতপোশাক ফিরে পেতে পারে তার হারানো শ্রী। তাই আর দেরি কেন? হতাশা ঝেড়ে ফেলে আজই এই টিপসগুলো কাজে লাগান। শীত উপভোগ করুন ঝকঝকে, নতুনের মতো শীতপোশাক পরেই।

সহজেই ঝকঝকে হয়ে উঠবে সোনা-রুপোর গয়না!

নিজের সাধের গয়না কে না ভালোবাসেন! প্রতিদিনের ব্যবহারের গয়না হোক কিংবা বিশেষ দিনের জন্য তোলা সোনা-রুপোর মূল্যবান অলংকার-সব কিছুরই প্রয়োজন সঠিক যত্ন ও রক্ষণাবেক্ষণ। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ধুলো, ঘাম, প্রসাধনী বা পরিবেশগত কারণে গয়নার উজ্জ্বলতা কমে যেতে পারে। তবে চিন্তার কিছু নেই। ঘরোয়া কয়েকটি সহজ উপায়ে নিয়মিত পরিষ্কার করলেই আপনার প্রিয় গয়নাগুলি আবার নতুনের মতো ঝকঝকে হয়ে উঠবে। চলুন জেনে নেওয়া যাক, বিভিন্ন ধরনের গয়না কীভাবে পরিষ্কার করলে দীর্ঘদিন ভালো থাকবে। সোনার গয়না পরিষ্কার করার সহজ উপায়

সোনার গয়নার উজ্জ্বলতা সব সময়ই নজর কাড়ে। তবে নিয়মিত ব্যবহার করলে ধীরে ধীরে তার ঔজ্জ্বল্য কিছুটা কমে যেতেই পারে। বিশেষ করে ঘাম, সাবান, পারফিউম বা মেকআপের সংস্পর্শে এলে সোনার গয়নার গায়ে ময়লা জমে। বাড়িতেই সোনার গয়না পরিষ্কার করতে চাইলে খুব সহজ একটি পদ্ধতি অনুসরণ করতে পারেন। প্রথমে একটি পাত্রে উষ্ণ গরম জল নিন। তার মধ্যে কয়েক ফোঁটা মাইল্ড লিক্যুইড সাবান বা বেবি শ্যাম্পু মিশিয়ে নিন। এবার আপনার সোনার গয়নাটি সেই জলে ১০-১৫ মিনিট ভিজিয়ে রাখুন। এরপর একটি নরম টুথব্রাশ বা ব্রাশ দিয়ে আস্তে আস্তে গয়নার খাঁজে খাঁজে জমে

থাকা ময়লা পরিষ্কার করুন। খুব জোরে ঘষবেন না, এতে গয়নায় দাগ পড়তে পারে। সবশেষে পরিষ্কার জলে ধুয়ে নিয়ে নরম শুকনো কাপ। দিয়ে মুছে ফেলুন। দেখবেন, আপনার সোনার গয়না আবার আগের মতোই চকচক করছে। রুপোর গয়না কালো হয়ে গেলে কী করবেন অনেকেই সোনার বদলে রুপোর গয়না পরতে বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন। তবে রুপোর একটি সাধারণ সমস্যা হল-সময় গড়ালে তা কালচে হয়ে যায়। বাতাসে থাকা সালফারের সঙ্গে বিক্রিয়ার কারণেই রুপোর গয়নায় এই কালো ভাব দেখা দেয়। রুপোর গয়না পরিষ্কার করার জন্যও ঘরোয়া পদ্ধতি বেশ কার্যকর। একটি পাত্রে উষ্ণ গরম জল নিয়ে তাতে সামান্য লিক্যুইড সাবান মিশিয়ে নিন। এবার রুপোর গয়নাটি সেই জলে কিছুক্ষণ ডুবিয়ে রাখুন। এরপর নরম ব্রাশ দিয়ে আস্তে আস্তে ঘষে পরিষ্কার করুন। সব ময়লা উঠে গেলে পরিষ্কার জলে ধুয়ে শুকনো, নরম কাপ। দিয়ে মুছে নিন। নিয়মিত এইভাবে পরিষ্কার করলে রুপোর গয়নার কালো ভাব অনেকটাই কমে যাবে এবং তা দীর্ঘদিন উজ্জ্বল থাকবে। বর্তমানে বাজারে অ্যান্টি টার্নিশ গয়নার চাহিদা বেশ বেড়েছে। দেখতে সোনার মতো হলেও এগুলি তুলনামূলকভাবে কম দামের হয় এবং বিশেষ যত্নের প্রয়োজন পড়ে। তবে ভুলভাবে পরিষ্কার করলে অ্যান্টি টার্নিশ গয়নার প্রলেপ উঠে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। এই ধরনের গয়না পরিষ্কার করতে একটি পাত্রে সামান্য বেকিং সোডা নিন। তার মধ্যে গয়নাগুলি রেখে দিন এবং উপর থেকে অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল দিয়ে ঢেকে দিন। কিছুক্ষণ রেখে দেওয়ার পর ফয়েল খুলে গরম জলে গয়না ধুয়ে নিন। এরপর নরম শুকনো কাপ। দিয়ে আলতো করে মুছে ফেলুন। এতে গয়নার উজ্জ্বলতা অনেকটাই ফিরে আসবে। গয়না ভালো রাখতে যে বিষয়গুলি মাথায় রাখবেন, গয়না পরিষ্কারের পাশাপাশি সঠিকভাবে সংরক্ষণ করাও ভীষণ জরুরি। গয়না ব্যবহারের আগে পারফিউম, লোশন বা মেকআপ লাগানো এড়িয়ে চলুন। স্নান বা ঘুমানোর সময় গয়না খুলে রাখাই ভালো। প্রতিটি গয়না আলাদা বাক্স বা পাউচে রাখুন, যাতে একটির সঙ্গে আরেকটি ঘষা না লাগে। দীর্ঘদিন ব্যবহার না করলে মাঝে মাঝে গয়না বের করে পরিষ্কার করে নিন। সঠিক যত্ন ও নিয়মিত পরিষ্কারের মাধ্যমেই আপনার সাধের গয়নাগুলি বছরের পর বছর ঝকঝকে রাখা সম্ভব। একটু সময় আর যত্ন নিলেই প্রিয় গয়নার সৌন্দর্য অটুট থাকবে দীর্ঘদিন।

উন্নত ভারত গড়ার জন্য বৃহৎ পরিসরে পারমাণবিক শক্তির দ্রুত ব্যবহার অপরিহার্য হয়ে উঠেছে

ডঃ অনিল কাকোদকর ঃ উন্নত ভারত গড়ার জন্য বৃহৎ পরিসরে পারমাণবিক শক্তির দ্রুত ব্যবহার অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। পরিচ্ছন্ন শক্তির পাশাপাশি, পারমাণবিক শক্তি দীর্ঘমেয়াদী জ্বালানি এবং জলবায়ু সুরক্ষারও প্রতিশ্রুতি দেয়। পারমাণবিক শক্তি বিভাগে ধারাবাহিক ও আত্মনির্ভরশীল প্রচেষ্টার ফলে, আমাদের উপর আন্তর্জাতিক সম্প্রদায. আরোপিত নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও ভারত উন্নত পারমাণবিক প্রযুক্তি সহ একটি আত্মনির্ভরশীল ও দাযিত্বশীল দেশ হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। আমাদের দেশ এখন ২০৪৭ সালের মধ্যে ১০০ গিগাওযাট বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতার লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য প্রযুক্তিগতভাবে প্রস্তুত। যদিও এটি উচ্চাকাঙ্ক্ষী মনে হতে পারে, আমাদের অতীতের সাফল্যের রেকর্ড, নীতিগত উদ্যোগ এবং পদক্ষেপ, বিশেষ করে যে আইন প্রণয়নের বিষযগুলো বিবেচনাধীন আছে, তা এই চ্যালেঞ্জগুলো কাটিয়ে উঠতে সাহায্য করবে। পরিচ্ছন্ন শক্তি নিশ্চিত করা এবং জলবায়ু ঝুঁকি মোকাবিলার পাশাপাশি, পারমাণবিক শক্তি মিশনের অর্থনীতিকে উল্লেখযোগ্যভাবে চাঙ্গা করার সম্ভাচহণের মতো কর্মসূচির সম্পূর্ণ পরিসরে সব স্তরে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করবে। প্রশিক্ষিত ও যোগ্য মানবসম্পদের ক্ষেত্রেও কিছু চ্যালেঞ্জ রয়েছে। যদিও আমরা এই সমস্ত চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার জন্য সুসংহত অবস্থানে আছি, তবে কর্মসূচির ধারাবাহিকতার উপর শিল্পের আস্থা থাকা একটি পূর্বশর্ত হবে। সামনে কী কী চ্যালেঞ্জ রয়েছে? এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল সময়ের লক্ষ্যমাত্রার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বৃহৎ পরিসরে দ্রুত বাস্তবায়ন। মাত্র দুই দশকে ৯০ গিগাওয়াটের বেশি বা প্রায় ২০০টি চুল্লি যুক্ত করতে হবে। স্পষ্টতই, ফ্লিট মোডে চুল্লি প্ল্যান্টের প্রমিত নকশার প্রকল্পগুলো হাতে নেওয়ার জন্য এনপিসিআইএল, এনটিপিসি এবং ভাবিনি ছাড়াও একাধিক বাস্তবায়নকারী সংস্থার প্রযোজন হবে। যদিও আমাদের জাতীয় পারমাণবিক শক্তি নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ প্রযুক্তি ব্যবহার করে কর্মসূচিটি বাস্তবায়ন করা উচিত, তবে পিএইচডব্লিউআর প্রযুক্তিই হল প্রমাণিত এবং অর্থনৈতিকভাবে প্রতিযোগিতামূলক দেশীয় প্রযুক্তি যা দ্রুত সম্প্রসারণের জন্য প্রস্তুত। তাই এনপিসিআইএল-এর উচিত নিজস্ব কর্মসূচি বাস্তবায়নের পাশাপাশি পিএইচডব্লিউআর প্রযুক্তিতে অন্যান্য সংস্থাগুলোকে গঠনমূলকভাবে সহায়তা ও পরামর্শ দেওয়া। অন্যান্য পরিপক্ক প্রযুক্তিগুলোও অতিরিক্ত হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে, যদি সেগুলো অর্থনৈতিক ও নিরাপত্তার মানদণ্ড পূরণ করে। বিনিয়োগের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ও রয়েছে, যা শুধুমাত্র পারমাণবিক বিদ্যুৎ ব্যবহার ক্ষেত্র বাবদই প্রায় ২০ লক্ষ কোটি টাকার মতো হবে। এর অতিরিক্ত জ্বালানি চক্রের পরিকাঠামোর জন্য বিনিয়োগ হবে। তাই বেসরকারি ক্ষেত্রের অর্থ বিনিয়োগ অপরিহার্য। যদিও পারমাণবিক শক্তির একটি শক্তিশালী অর্থনৈতিক ভিত্তি রয়েছে, তবে অন্যান্য পরিচ্ছন্ন শক্তি প্রযুক্তির সমতুল্য নীতিগত সমর্থন অপরিহার্য হবে। পরিকল্পিত ক্ষমতার জন্য পারমাণবিক জ্বালানি সুরক্ষিত করাই পরবর্তী প্রধান চ্যালেঞ্জ। যদিও বিশ্বব্যাপী ইউরেনিয়ামের উৎস যথেষ্ট, পারমাণবিক শক্তির প্রসারের কারণে ইউরেনিযামের ক্রমবর্ধমান চাহিদা এবং এর সরবরাহের সীমাবদ্ধতার ফলে একটি অন্তর্বর্তীকালীন সরবরাহ ঘাটতি ও মূল্যের অস্থিরতা দেখা দেবে। পারমাণবিক বাণিজ্যের সঙ্গে জড়িত জটিল ভূ-রাজনৈতিক পরিস্থিতির কারণে এটি জ্বালানি সরবরাহ সুরক্ষার একটি বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে উঠতে পারে। ভারত তার বিশাল থোরিয়াম সম্পদ ব্যবহার করে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব থোরিযামের দিকে সরে এসে শক্তি নিরাপত্তা অর্জন করতে পারে। এর জন্য আমাদের থোরিয়াম-ভিত্তিক পারমাণবিক বিদ্যুৎ কর্মসূচি এবং সংশ্লিষ্ট প্রযুক্তি উন্নয়নে গতি আনতে হবে। থোরিয়ামের ব্যবহার এবং ইউরেনিয়াম থেকে আরও অনেক বেশি শক্তি আহরণ, যা যেকোনোভাবেই সময়ের দাবি হয়ে উঠবে, তার জন্য অনিবার্যভাবে পারমাণবিক জ্বালানির পুনঃ প্রক্রিয়াকরণ ও পুনর্ব্যবহারের প্রয়োজন হবে। সুতরাং, একটি নিরাপদ ও টেকসই শক্তি সরবরাহ নিশ্চিত করতে এবং বিশ্বাসযোগ্য দীর্ঘমেয়াদী পারমাণবিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নে আমাদের বন্ধ পারমাণবিক জ্বালানি চক্রের সক্ষমতা অত্যন্ত সহায়ক হবে। তবে, এটি একটি সংবেদনশীল পারমাণবিক প্রযুক্তি এবং এর শাসন ও নিযন্ত্রণ সরকারের হাতেই রাখা প্রয়োজন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ বেশিরভাগ দেশই ব্যবহৃত পারমাণবিক জ্বালানির স্থায়ী নিষ্পত্তির বিষয়টি সমাধান করতে পারেনি। ব্যক্তিগত মালিকানাধীন পারমাণবিক বিদ্যুৎ সংস্থা এবং সরকার-মালিকানাধীন পারমাণবিক পুনর্ব্যবহারকারী প্রতিষ্ঠানের মধ্যে জ্বালানি ব্যবস্থাপনার সংযোগস্থলকে আইনে সঠিকভাবে বিধিবদ্ধ করা প্রয়োজন। আমার মনে হয়, বিশ্বজুড়ে পারমাণবিক শক্তির ওপর বৃহত্তর গুরুত্বের কারণে পারমাণবিক পুনর্ব্যবহারের ওপর অধিক জোর দেওয়া অপরিহার্য হয়ে উঠবে। সুতরাং, ফ্রন্ট-এন্ডের তুলনায় ব্যাক-এন্ড জ্বালানি চক্র একটি সমান বড়, এমনকি তার চেয়েও বড় উদ্যোগে পরিণত হবে। থোরিয়াম, এর বিস্তার-প্রতিরোধ ক্ষমতার কারণে, এই প্রেক্ষাপটে আরও বেশি প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে।আমাদেরকে এটা স্বীকার করতে হবে যে, আমাদের পিএইচডব্লিউআর সিস্টেমগুলো অত্যন্ত নমনীয় এবং বিশেষ করে থোরিয়ামের দিকে আমাদের রূপান্তরের পরিকল্পনার প্রেক্ষাপটে বিভিন্ন ধরনের জ্বালানি চক্র সহজতর করার জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত। যদিও থোরিয়ামকে ফিসাইল ইউরেনিয়াম-২৩৩-এ বৃহ পরিসরে রূপান্তরের জন্য ফাস্ট ব্রিডার প্রযুক্তির উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করা প্রয়োজন, এখন যেহেতু আমরা আমদানি করা ইউরেনিয়াম ব্যবহার করে বৃহ পিএইচডব্লিউআর সক্ষমতা স্থাপন করতে পারছি, তাই পিএইচডব্লিউআরগলো একই কাজ করার এবং থোরিয়াম ব্যবহারের দিকে আমাদের অগ্রগতিকে ত্বরান্বিত করার একটি সহজ বিকল্প প্রদান করে। এই উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় উন্নয়নমূলক কাজগুলোই ডিপার্টমেন্ট অফ অ্যাটমিক এনার্জি (ডিএই)-এর গবেষণা ও উন্নয়নের প্রধান কেন্দ্রবিন্দু হওয়া উচিত, ঠিক যেমন সরকারি ও বেসরকারি ক্ষেত্রের পারমাণবিক বিদ্যুৎ সংস্থাগুলো প্রমিত ও পরীক্ষিত নকশা ব্যবহার করে দ্রুত সক্ষমতা বৃদ্ধি করছে। আমরা আশা করতে পারি যে প্রস্তাবিত পারমাণবিক বিলটি উপরে আলোচিত কিছু বিষয়সহ সকল অংশীদারের উদ্বেগগুলো সমাধান করবে এবং পারমাণবিক শক্তি মিশনকে প্রত্যাশিত লক্ষ্য অর্জনের দিকে চালিত করবে।

(লেখক প্রাক্তন সচিব, পারমাণবিক শক্তি বিভাগ এবং প্রাক্তন চেয়ারম্যান, পারমাণবিক শক্তি কমিশন)

ইমরানের জেলযাত্রা, পাকিস্তানের মুখোশ খুলে ধরল ভারত

সংবাদসংস্থা, ১৫ ডিসেম্ভর ঃ রাষ্ট্রসংঘের মঞ্চে ফের একবার পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক বাস্তবতা ও গণতন্ত্রের বেহাল দশা তুলে ধরল ভারত। প্রতিবেশী দেশের সরকার পরিবর্তন, প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের কারাবাস, বিরোধী কণ্ঠস্বর দমন এবং সেনাবাহিনীর সর্বময় প্রভাব-সব মিলিয়ে কীভাবে পাকিস্তানে গণতন্ত্র কার্যত ধ্বংসের মুখে, তা স্পষ্ট ভাষায় তুলে ধরা হল বিশ্বদরবারে। ভারতের আক্রমণের মূল লক্ষ্য ছিলেন পাকিস্তানের সেনাপ্রধান আসিফ মুনির, যাঁকে কার্যত দেশের ছায়াশাসক বলে অভিহিত করা হয়। সম্প্রতি রাষ্ট্রসংঘে আয়োজিত একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনায় অংশ নেয় ভারত। আলোচনার বিষয় ছিল ‘ ফর পিস’। শান্তি, গণতন্ত্র ও জনগণের অধিকার নিয়ে হওয়া এই আলোচনায় ভারতের প্রতিনিধি হরিশ পর্বতানেনি পাকিস্তানের শাসনব্যবস্থার কঠোর সমালোচনা করেন। তাঁর বক্তব্যে উঠে আসে, কীভাবে পাকিস্তানে জনগণের রায় ও গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে পরিকল্পিতভাবে উপেক্ষা করা হচ্ছে।

বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর সভা অফ ইন্ডিয়া’র সংঘনায়ক ধর্মপাল মহাথের মহোদয়ের শতবর্ষ জন্মজয়ন্তী উদযাপিত

১৬ ডিসেম্বরঃ ধর্মাঙ্কুর মহাবিহার প্রাঙ্গণে। প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত করে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন বাংলাদেশ বৌদ্ধ কৃষ্টি প্রচার সংঘের সভাপতি ড. বুদ্ধপ্রিয় মহাথের মহোদয়। ভারতীয় সঙ্ঘরাজ ভিক্ষু মহাসভা’র সংঘরাজদ্বয় শ্রীম রতনজ্যোতি মহাস্থবির এবং শ্রীম দিকপাল মহাস্থবির, বিশিষ্ট অতিথি রূপে উপস্থিত ছিলেন শ্রীম পি. সিবলী থের, সাধারণ সম্পাদক মহা বোধি সোসাইটি অফ ইন্ডিয়া, ড.বুদ্ধপ্রিয় মহাথের, বাংলাদেশ বুদ্ধিস্ট ফেডারেশন’র সাধারণ সম্পাদক শ্রীম সুনন্দপ্রিয় ভিক্ষু, রামকৃষ্ণ মিশন ও মঠের সহ-সাধারণ সম্পাদক স্বামী বলভদ্রানন্দ, শ্রী সমির কুমার মিত্র অবসরপ্রাপ্ত ডেপুটি ইন্সপেক্টর জেনারেল,বি.এস. এফ. ডাঃ উত্তম কুমার বড়ুয়া অবসরপ্রাপ্ত বিশিষ্ট চিকিৎসক বাংলাদেশ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল, ড. অরুণজ্জ্যোতি মহাথের, ড. জিনপ্রিয় মহাথের, শ্রীম আনন্দ ভিক্ষু, শ্রীম বুদ্ধরক্ষিত মহাথের, শ্রীম ধর্মরত্ন মহাথের, শ্রীম ধর্মানন্দ ভিক্ষু, শ্রীম পরামীসিদ্ধি ভিক্ষু প্রত্যেক অতিথির বক্তব্যে বৌদ্ধ ধর্ম-সাহিত্যে-সংস্কৃতির অগ্রগতিতে সংঘনায়ক ধর্মপাল মহাথের মহোদয়ের অবদানের কথা নানা ভাবে স্মরণ করা হয়। স্বাগত ভাষণ প্রদান করে সভার সাধারণ সম্পাদক অমলেন্দদু চৌধুরী। জগজ্জ্যোতি বিশেষ সংখ্যা সংঘনায়ক ধর্মপাল মহাথের বার্থ সেনিন্টনারি ভলিউম-২০২৫, মো।ক উন্মোচিত হয়, সম্পাদনা করেন ড. সুমনপাল ভিক্ষু। উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশন করেন শ্রীমতি সুষমা বড়ুয়ার নেতৃত্বে বিহারের উপাসিকাবৃন্দ। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন সহ-সম্পাদক ড.সুমিত বড়ুয়া।

ভারতীয় পাসপোর্টে ফিলিপিন্স সফর দুই পাক জঙ্গির!

১৬ ডিসেম্ভর ঃ সিডনির বন্ডি বিচে ভয়াবহ জঙ্গি হামলার তদন্তে একের পর এক চাঞ্চল্যকর তথ্য সামনে আসছে। তদন্তকারীদের হাতে উঠে এসেছে এমন তথ্য, যা আন্তর্জাতিক স্তরে নতুন করে উদ্বেগ তৈরি করেছে। জানা গিয়েছে, হামলাকারী বাবা সাজিদ আক্রম ও তার ছেলে নাভিদ আক্রম মাসখানেক আগেই ফিলিপিন্স সফর করেছিল। আরও বিস্ময়কর বিষয় হল-দুই পাকিস্তানি জঙ্গি ফিলিপিন্সে প্রবেশ করেছিল ভারতীয় পাসপোর্ট ব্যবহার করে। ফিলিপিন্সের অভিবাসন দপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, সাজিদ ও নাভিদ গত ১ নভেম্বর ভারতীয় পাসপোর্ট দেখিয়ে সে দেশে প্রবেশ করে। তারা সেখানে মোট ২৭ দিন অবস্থান করে ।

সুচিকিৎসা মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা

Name Change
I, Farman Ali Sk (Old Name) S/O–Jaber Ali Shaikh resident of Vill-Chhoto Chandghar , Po-Bara Chandghar , Ps-Kaliganj , Dist-Nadia , West Bengal, Pin-741156 do hereby declared that I have changed my name from Farman Ali Sk to Forman Ali Shaikh and henceforth I shall be known as Forman Ali Shaikh (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Magistrate affidavit Krishnagar court on 12/12/2025. My name Forman Ali Shaikh & Farman Ali Sk both are same and one identical person.

Name Change
I, Faimal Hoque (Old Name) S/O–Nesh Mahammad Hoque residing at Purba Radhanagar , Ratua , Malda , West Bengal 732205 do hereby declared that I have changed my name from Faimal Hoque to Md Faimul Hoque and henceforth I shall be known as Md Faimul Hoque (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 16/12/2025. My name Md Faimul Hoque & Faimal Hoque both are same and one identical person.

Name Change
I, Md Ramjan Ali Sk (Old Name) S/O–Khodabox Sekh residing at Hariharpara , Murshidabad, West Bengal 742166 do hereby declared that I have changed my name from Md Ramjan Ali Sk to Md Ramjan Ali Sekh and henceforth I shall be known as Md Ramjan Ali Sekh (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 16/12/2025. My name Md Ramjan Ali Sekh & Md Ramjan Ali Sk both are same and one identical person.

Name Change
I, Nur Mahammed Sekh (Old Name) S/O–Istahar Sekh resident of Munigram , Nabadurga , Kandi , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742168 do hereby declared that I have changed my name from Nur Mahammed Sekh to Nur Mahammad Sk and henceforth I shall be known as Nur Mahammad Sk (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 16/12/2025. My name Nur Mahammad Sk & Nur Mahammed Sekh both are same and one identical person.

Name Change
I, Waysim Sk (Old Name) S/O–Khodabox residing at Halsanapara , Chowrigacha , Berhampore , Murshidabad, West Bengal 742405 do hereby declared that I have changed my name from Waysim Sk to Washim Bari and henceforth I shall be known as Washim Bari (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 16/12/2025. My name Washim Bari & Waysim Sk both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME
I, Mansurhabibulla Mandal S/O-Raosan Sekh @ Raoshan Sekh, resident of Vill.-Ilamdanga, P.O.-Barar, P.S.-Memari, Dist.-Purba Bardhaman, West Bengal, PIN-713146, shall henceforth be known as ‘MANSUR HABIBULLAH SEKH’ vide an affidavit before the Notary Public at Purba Bardhaman on 16/12/2025. That Mansurhabibulla Mandal and Mansur Habibullah Sekh both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME
I, Kushal Shah (Old Name) son of Sanjay Shah, residing at 4A, Bechu Dr. Lane, Nandan Road, P.O.-Bhawanipore, Kolkata-700025, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Kushal Sanjay Shah (New Name), as declared before the Notary Public at Kolkata Dated 16.12.2025. Kushal Shah (Old Name) and Kushal Sanjay Shah (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME
I, Md. Zunaid (Old Name) son of Rabiul Haque, residing at Flat no.1, Setu Apartment,190, Dum Dum Park, P.O. - Bangur Avenue, District- 24 Parganas (North), Pin-700055, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Mohammed Zunaid (New Name), as declared before the Notary Public at Kolkata on Dated 16.12.2025.Md. Zunaid (Old Name) Mohammed Zunaid (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME
I, MAJEM SK (old name) S/O-NAYEN SEKH residing at PURATAN CHHATAI PO- CHHATAI P.S-RANITALA DIST- MURSHIDABAD PIN-742302 , West Bengal do here by declare that ,I have changed my name from (old name) MAJEM SK to (new name) NAJEM and I shall be henceforth be known as (new name) NAJEM in all purpose,vide an affidavit sworn before the Notary public at Berhampore court dated on 17/12/2025. (New name)NAJEM and (old name) MAJEM SK both name are same and one identical person.

CHANGE OF NAME
I, ADUARA BIBI (old name) W/O-JADU HALSANA residing at SARKARPARA PO-SARKA RPARA PS-JALANGI DIST- MURSHIDABAD PIN-742305, West Bengal do here by declare that ,I have changed my name from (old name) ADUARA BIBI to (new name) CHHANUARA BIBI and I shall be henceforth be known as (new name) CHHANUARA BIBI in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary public at Berhampore court dated on 17/12/2025. (New name) CHHANUARA BIBI and (old name) ADUARA BIBI both name are same and one identical person.

CHANGE OF NAME
I,RAFIA BIBI (old name) W/O-MUNTAJ SK residing at GANGADASPARA PO-GANGADASPARA PS-DOMKAL DIST- MURSHIDABAD PIN-742303, West Bengal do here by declare that ,I have changed my name from (old name) RAFIA BIBI to (new name) FUDAN BIBI and I shall be henceforth be known as (new name) FUDAN BIBI in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary public at Berhampore court dated on 17/12/2025. (New name) FUDAN BIBI and (old name) RAFIA BIBI both name are same and one identical person.

CHANGE OF NAME
I Peu Das daughter of Late Ganesh Chandra Das, residing at 19/4/1, Fakir Chand Ghosh Lane, Santragachi, Howrah-711104, West Bengal, declare that my father's actual and correct name is Ganesh Chandra Das but inadvertently his name has been recorded in Educational Certificate, Pan Card & Voter Card as Ganesh Das instead of Ganesh Chandra Das. GANESH DAS and GANESH CHANDRA DAS both are same and one identical person as sworn before the Notary Public at Kolkata dated 10/11/2025.

CHANGE OF NAME
I, Sanjay Mondal (old name) Son of Itali Mondal, residing at Vill & Po--Haridaypur, Ps-Chapra, Nadia Pin-741123, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Sanjoy Mondal (new name), as declared before the notary public at Kolkata, vide an affidavit dated 16/12/2025. Sanjay Mondal (old name) and Sanjoy Mondal (new name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME
I, Mousumi Sekh (old name) Wife of Akram Sekh, residing at Vill & Po-Brahmanagar, Ps-Chapra, Nadia Pin-741123, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Mousumi Sekh Mallick (new name), as declared before the Ld. Executive Magistrate (1st Class). Krishnanagar, Nadia, vide an affidavit No-19276, dated 13/10/2025. Mousumi Sekh (old name) and Mousumi Sekh Mallick (new name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME
I, Mohammed Rais (old name) son of Late Nabab Mohammad, residing at 52, Dent Mission Road, 2nd Floor, Khidderpore, Kolkata – 700023, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Md Rais (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata vide affidavit no. 25 dated 15/12/2025. Mohammed Rais (old name) and Md Rais (new name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME
I, Zainul Nessa (old name) wife of Md Rais, residing at 52, Dent Mission Road, 2nd Floor, Khidderpore, Kolkata – 700023, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Zainul Nisha (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata vide affidavit no. 26 dated 15/12/2025. Zainul Nessa (old name) and Zainul Nisha (new name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME
I, Dharmendra Gupta (Old Name) S/o Radhashyam Gupta Residing at 26, Manicktalla Main Road, Kankurgachi, P.s - Manicktala, District - Kolkata, Pin - 700054, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be known as Dharmendra Kumar Gupta (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 16-12-2025. Dharmendra Gupta (Old Name) and Dharmendra Kumar Gupta (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME
I, Hedayet Saha (Old Name) S/o Oyarish Saha Residing at Vill - Kabra, P.o - Hirapur, P.s - Ramnagar, District - East Medinipur, Pin - 721441, West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be Known as Hedat Saha (New Name) as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit Dated 15-12-2025. Hedayet Saha (Old Name) and Hedat Saha (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME
I, Kalachand Khan S/o Abu Khan (Old Name) Residing at Vill - Narayanpur, P.o - B. Narayanpur, P.s - Bhangar, District - South 24 Parganas, Pin - 743502, West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be Known as Unuch Ali Khan S/o Md Abu Hossain Khan (New Name) as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit Dated 16-12-2025. Kalachand Khan S/o Abu Khan (Old Name) and Unuch Ali Khan S/o Md Abu Hossain Khan (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME
I, Ramesh Thakkar (Old Name) S/o Chandulal Thakkar Residing at 9, Nandan Road All Premises, Kolkata Municipal Corporation, Kolkata South, West Bengal - 700025, India have Changed my name and shall henceforth be known as Ramesh Kumar Thakkar (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 008/2025 Dated 16-12-2025. Ramesh Thakkar (Old Name) and Ramesh Kumar Thakkar (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME
I, SHARAN NIRMAL KRIPALANI(old name) S/o Nirmal Pitamber Kripalani residing at 501, Niladri Apartment, Raja Santosh Road, Ministers residence, P.O. Alipore, Kolkata-700027 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from SHARAN NIRMAL KRIPALANI to SHARAN KRIPALANI and henceforth I shall be known as SHARAN KRIPALANI (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Ld. Judicial Magistrate 1st Class at Kolkata dated 16/12/2025. SHARAN NIRMAL KRIPALANI and SHARAN KRIPALANI both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME
I, KHYRUL ISLAM MULLICK S/o Ebadul Haq Mullick residing at Vill-Azabnagar, PO Paschimtajpur, PS-Chanditala, Dist-Hooghly, Pin-712706 W.B. do hereby solemnly affirm & declare my actual name KHYRUL ISLAM MULLICK instead of KHAYRUL ISLAM MOLLICK, my wife's actual name SAYMA BEGUM MULLICK instead of SAYMA BEGUM and my son's actual name SAMIRUL ISLAM MULLICK instead of SAMIRUL MOLLICK, vide an affidavit No. 60132 sworn before the Ld. Judicial Magistrate 1st Class at Serampore, Hooghly dated 25/09/2025. KHYRUL ISLAM MULLICK and KHAYRUL ISLAM MOLLICK both are same and one identical person. SAYMA BEGUM MULLICK and SAYMA BEGUM both are same and one identical person. SAMIRUL ISLAM MULLICK and SAMIRUL MOLLICK both are same and one identical person.

জনস্বার্থে হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর চালু করল পূর্ব মেদিনীপুরের পুলিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, তমলুক, ১৬ ডিসেম্বর ঃ পুলিশ সম্পর্কে ক্ষোভ ও খারাপ ধারণা সাধারণ মানুষের মন থেকে দূর করতে তৎপর পূর্ব মেদিনীপুর জেলা পুলিশ। থানায় অভিযোগ দায়ের করার পর তার কতটা অগ্রগতি হল? সেই বিষয়ে কিছুই জানতে পারত না সাধারণ মানুষ। তবে সে'সব আর নয়! থানায় অভিযোগ দায়ের করার পর তার অগ্রগতি সম্পর্কে জানতে পারবে সাধারণ মানুষ। জনসাধারণের সঙ্গে পুলিশের যোগাযোগ আরও সহজ, দ্রুত ও কার্যকর করতে পূর্ব মেদিনীপুর জেলা পুলিশের উদ্যোগে একটি বিশেষ হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর চালু করা হল। পূর্ব মেদিনীপুর জেলার ভারপ্রাপ্ত পুলিশ সুপার মিতুন কুমার দে এই হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরটির আনুষ্ঠানিক ঘোষণা করেন। থানায় আগে দায়ের করা কোনও মামলা বা অভিযোগের তদন্ত সংক্রান্ত অগ্রগতি জানতে সাধারণ মানুষ এই হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরের মাধ্যমে যোগাযোগ করতে পারবেন। মামলাটি বর্তমানে কোন পর্যায়ে রয়েছে, এখন পর্যন্ত কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে বা সর্বশেষ আপডেট কী- তা যাচাই করে অভিযোগকারীকে যথাযথভাবে জানানো হবে। ফলে মামলার তথ্য জানতে বারবার থানায় যেতে হবে না এবং পুলিশি ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি আরও সুদৃঢ় হবে। এই নম্বরে প্রাপ্ত প্রতিটি অভিযোগ ও তথ্য গুরুত্ব সহকারে পর্যালোচনা করা হবে এবং প্রয়োজন অনুযায়ী দ্রুত ও যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। জেলা পুলিশের চালু করা নতুন হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর হল ৭০৪৭৯৮৯৮০০। পূর্ব মেদিনীপুর জেলার ভারপ্রাপ্ত পুলিশ সুপার মিতুন কুমার দে জানিয়েছেন, সাধারণ মানুষ থানায় অভিযোগ বা মামলা দায়ের করার পর সেই সম্পর্কে আর কিছুই জানতে পারে না। থানায় আগে দায়ের করা কোনও মামলা বা অভিযোগের তদন্ত সংক্রান্ত অগ্রগতি জানতে সাধারণ মানুষ এই হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরের মাধ্যমে যোগাযোগ করতে পারবেন। ফলে মামলার তথ্য জানতে বারবার থানায় যেতে হবে না। তিনি আরও জানান, ট্রাফিক ডিউটিতে নিয়োজিত প্রত্যেক পুলিশ কর্মীর জন্য বডি ক্যামেরা ব্যবহার বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এর ফলে ট্রাফিক ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা বজায় থাকবে, অনাকাঙ্ক্ষিত অভিযোগ কমবে এবং সাধারণ মানুষ আরও নিরাপদ ও বিশ্বাসযোগ্য পরিষেবা পাবেন। পূর্ব মেদিনীপুর জেলা পুলিশ উদ্যোগ নিয়েছে সাধারণ মানুষের কাছে আরও বেশি করে পুলিশি পরিষেবা পৌঁছে দিতে।

১৫ বছরের উন্নয়নের বার্তা ঘরে ঘরে-কৃষ্ণনগরে তৃণমূল কংগ্রেসের সাফল্য প্রচার অভিযানের সূচনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, নদীয়া, ১৬ ডিসেম্বর ঃ রাজ্য সরকারের ১৫ বছরের সাফল্য ও উন্নয়নের খতিয়ান সাধারণ মানুষের কাছে আরও স্পষ্টভাবে তুলে ধরতে কৃষ্ণনগরে শুরু হল তৃণমূল কংগ্রেসের বিশেষ প্রচার অভিযান। নদীয়ার কৃষ্ণনগর ১ নম্বর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে মঙ্গলবার কুলগাছি বাজার থেকে এই কর্মসূচির শুভ সূচনা হয়। এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন কৃষ্ণনগর ১ নম্বর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের ব্লক সভাপতি সুশান্ত মন্ডল। উপস্থিত ছিলেন ভীমপুর অঞ্চলের তৃণমূল সভাপতি ভোলানাথ বিশ্বাস, আসাননগর গ্রাম পঞ্চায়েতের বর্তমান অঞ্চল সভাপতি নাড়ুগোপাল ঘোষ, পঞ্চায়েত সমিতির প্রাক্তন সভাপতি অংশুমান রায়, বর্তমান পঞ্চায়েত সমিতির সহ- সভাপতি সাধন মন্ডল, কৃষ্ণনগর ১ নম্বর ব্লক যুব তৃণমূলের সভাপতি সুজয় প্রামাণিক সহ ব্লক ও অঞ্চল স্তরের একাধিক তৃণমূল নেতৃত্ব ও কর্মীরা। উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির নেতৃত্বে দীর্ঘ ১৫ বছরে রাজ্য সরকারের বিভিন্ন জনমুখী প্রকল্প- স্বাস্থ্য, শিক্ষা, সামাজিক সুরক্ষা, নারী ক্ষমতায়ন ও গ্রামীণ উন্নয়নের মাধ্যমে সাধারণ মানুষ যেভাবে উপকৃত হচ্ছেন, সেই সাফল্যের কথাই মানুষের কাছে আরও জোরালোভাবে পৌঁছে দেওয়াই এই প্রচার অভিযানের মূল উদ্দেশ্য।

মঙ্গলবার ভীমপুর, আসাননগর, পোড়াগাছা, ভান্ডারখোলা ও দোগাছি গ্রাম পঞ্চায়েতের বিভিন্ন এলাকায় এই কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। উদ্যোক্তারা জানিয়েছেন, এই প্রচার অভিযান আগামী এক মাস ধরে প্রতিদিন বিভিন্ন এলাকায় চলবে। কর্মসূচিতে তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীদের উপস্থিতি ও উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো।

NOTICE INVITING E-TENDER
No. 7, Dated: 01/12/2025

The Prodhan Chaktentul Gram Panchayat invites e-tender for the work of Const. CC cover drain with sock pit at 2 (Two) different places. Date of closing of submission of Technical & Financial Bid. (Online): **07/01/2026 up to 16.00 IST**. Date of opening or Technical Bid: **09/01/2026 up to 16.00 IST**. For details visit website **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- Pradhan
Chaktentul Gram Panchayat.

CITATION

In the Court of the Ld. Civil Judge (Senior Division) at Balurghat, Dist. Dakshin Dinajpur

Mise, Judicial Case No. 05/2024 (Probate)

Partha Barman, Son of Shyamal Barman, of Vill. Satrai, P.O. Khidirpur, P.S. Balurghat, Dist Dakshin Dinajpur.

.....Petitioiner

Whereas the aforesaid mentioned petitioner has filed an application under the Indian Succession Act, 1925 for the grant of Probate or Letter of Administration in connection with the will executed by Archana Barman (since deceased), Daughter of Late Dhirendra Nath Barman, of Vill. Dakshin Chakalam, P.O. Amrail, P.S. Balurghat, Dist Dakshin Dinajpur in respect of the below mentioned properties. If any person having any objection in this regard then he/She may come before this Ld. Court on 22-01-2026 at 10 AM. and may file objection either by personally or through authorized representative;

Schedule of Properties

Dist: Dakshin Dinajpur, Police Station: Balurghat, Mouza: Dakshin Chakalam, J.L. No. 294, LR. Khatian No. 116,

LR. Plot No.	Area:	Nature of Land
11	17 Decimal.	Vita
59	03 Decimal.	Vita

Total Area 20 Decimal,

Sujit dhar Ray
Serestadar.
24.11.2025
Civil Judge, Senior Divison, at Balurghat, Dist. Dakshin Dinajpur.

আমমোক্তারনামা

আমার মক্কেল শ্রী রবীন মল্লিক। পিতা- লক্ষ্মীকান্ত মল্লিক, সাং- স্নেহাগোরি আলিসা, পোষ্ট ও থানা- আমতা, জেলা- হাওড়া, ৭১১৪০১, মহাশয় গত ১১-০৫-২০১৬ তারিখে হাওড়া ডি. এস.আর হাওড়া অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত বুক নং-IV, ভল্যুম নং- 0501-2016 পাতা 7026 TO 7048, বিয়িং নং - 050100396 নং - আমমোক্তার নামা দলিল দ্বারা ১) নিমাই চন্দ্র মল্লিক, ২) নীলকান্ত মল্লিক ৩) অমর কুমার মল্লিক, সকলের পিতা সাতকড়ি মল্লিক মহাশয় নিকট হইতে আমমোক্তার গ্রহন করেন। মৌজা- বেলগাছিয়া কিসমত, জে. এল নং-১০৯ সাবেক ও হাল দাগ নং-৩৩২ ও ৩৩৭, হাল খতিয়ান নং- ৩৩০৯ মোট-৫ কাটা ১ ছটাক ১৬ বর্গফুট ০.০৮৪০ একর জমি বিক্রয় করিবার জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইয়াছেন। উক্ত বিষয়ে দাতাগণের কারোর কোন আপত্তি থাকিলে তিনি বি.এল. এন্ড এল. আর. ও অফিসে একমাসের মধ্যে যোগাযোগ করিবেন।

বিজ্ঞপ্তি

১) অজেত আলি মণ্ডল, পিতা মৃত-পঞ্চু মণ্ডল ওরফে পাঞ্জাব আলি মণ্ডল, ২) গিয়াস উদ্দিন ৩) মোঃ জালাল উদ্দিন, ৪) মোঃ নাসির উদ্দিন, ৫) মোঃ বসির উদ্দিন, সকলের পিতা মৃত - জমাত আলি মণ্ডল, ৬) জবেদা বিবি, স্বামী মৃত-জমাত আলি মণ্ডল, ৭) আম্বিয়া খাতুন, পিতা মৃত-জমাত আলি মণ্ডল, সকলের সাং চকবড় বাড়িয়া, পোঃ- ন'পাড়া, থানা- বারাসাত, ৮) আজেমা বিবি, স্বামী আব্দুল রহিম, সাং ও পোঃ-কদম্বগাছি, থানা - বারাসাত, ৯) ফরিদা বিবি, স্বামী আব্দুল সামাদ বিশ্বাস, সাং- বনগাঁ পাইক পাড়া, থানা-বনগাঁ, ১০) হাজেরা বিবি, স্বামী-জাহাঙ্গীর হোসেন, সাং- বাইলগাছী, থানা - আশোক নগর, সকলের জেলা উত্তর ২৪ পরগণা, এক যোগে বিগত ইংরাজী ১৫.০৭.২০১১ তারিখে জেলা উত্তর ২৪ পরগণা ডি.এস. আর কদম্বগাছি আফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত বুক IV, দলিল নং ৪১৯ আমমোক্তার দলিল মূলে, রিয়া দে, স্বামী- প্রদীপ দে, সাংও পোঃ- দূর্গানগর থানা-নিমতা, আমমোক্তার নিযুক্ত করেন উক্ত আমমোক্তার দলিল মূলে বিগত ইংরাজী ১৬.০৮.২০১১ তারিখে উত্তর ২৪ পরগণা ডি.এস.আর কদম্বগাছি অফিসে I-৩০১৭ নং কোবালা দলিল মূলে আমার মক্কেল সজল দাস কে বিক্রয় করে যাহার মৌজা চকব।বায়িা, জে. এল-৩৫, আর.এস ও এল.আর- ৩০৫ নং দাগ, এল.আর খতিয়ান-৬, ১৫৫ নং জমির পরিমান ০৩ কাঠা।

এত দ্বারা সকলকে অবগত করা হইতেছে যে কাহারো কোনো আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞাপন হওয়ার পর ১ মাসের মধ্যে বারাসাত ব্লক। বি.এল. আর. ও অফিসে আইনানুগত ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

SUJAUDDIN MALLICK
Advocate
Barasat Judges' Court
Enrol No.-F-947/1380/2020

মেসি ইভেন্ট ঘিরে নদীয়ায় তৃণমূলকে তীব্র আক্রমণ শমীকের

গোপাল বিশ্বাস, নদীয়া, ১৬ ডিসেম্বর ঃ যুবভারতী স্টেডিয়ামে মেসির অনুষ্ঠান ঘিরে তৈরি হওয়া বিতর্কে রাজ্য রাজনীতি যখন উত্তাল, ঠিক সেই আবহেই নদীয়ায় এসে রাজ্য সরকার ও মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করলেন বিজেপি রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য্য। মঙ্গলবার নদীয়ার তাহেরপুরে আগামী ২০ ডিসেম্বর প্রধানমন্ত্রীর জনসভাস্থল পরিদর্শনে এসে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হন তিনি। সেই সময় শমীক ভট্টাচার্য অভিযোগ করেন, রাজ্য সরকারের অনুপ্রেরণায় ও বদান্যতায় নির্বাচনের ঠিক আগে জনগণের টাকা লুট করা হয়েছে। নাম না করে মুখ্যমন্ত্রীকে কটাক্ষ করে তিনি বলেন, এই ঘটনায় অন্য কাউকে নয়, নিজেকে নিজেই শো-কজ করা উচিত। মেসি ইভেন্টের আয়োজনকে কেন্দ্র করে যে অব্যবস্থাপনা ও আর্থিক অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে, তা নিয়েই এই মন্তব্য বলে রাজনৈতিক মহলের ধারণা। এদিন শমীক ভট্টাচার্যের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন সাংসদ জগন্নাথ সরকার, নদীয়া জেলা বিজেপি সভানেত্রী অপর্না নন্দী, বিধায়ক পার্থসারথী চ্যাটার্জী সহ বিজেপির একাধিক নেতা ও জনপ্রতিনিধি। এছাড়াও ভোটার তালিকা সংশোধন ও তথাকথিত হিন্দু ভোট বাতিল প্রসঙ্গে বিজেপি রাজ্য সভাপতি স্পষ্ট করে বলেন, একজনও বৈধ ভোটার বাদ যাবেন না। তিনি আরও দাবি করেন, বাংলাদেশ থেকে আসা হিন্দু উদ্বাস্তু শরণার্থীরা CAA-এর মাধ্যমে ভোটাধিকারের আওতায় থাকবেন। নির্বাচনের আগে এই মন্তব্য রাজ্য রাজনীতিতে নতুন করে উত্তেজনা সৃষ্টি করেছে বলে মনে করছেন রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা।

পৃথক কামতাপুরের দাবিতে রেল রোকো কর্মসূচি উত্তরবঙ্গে

নিজস্ব প্রতিনিধি, জলপাইগুড়ি, ১৬ ডিসেম্বর ঃ পৃথক কামতাপুর রাজ্যের দাবিতে এবার উত্তরবঙ্গ ও অসমের একাংশ জুড়ে রেল অবরোধ কর্মসূচির ডাক দেওয়া হল। কামতাপুর স্টেট ডিমান্ড কমিটির তরফে মঙ্গলবার সকাল থেকে জলপাইগুড়ির ধূপগুড়িতে রেললাইন অবরোধ করা হয়। পতাকা, ব্যানার, স্লোগান নিয়ে কর্মসূচিতে যোগ দেন অনেকে। তবে তাঁদের এই কর্মসূচি শুরু হতে না হতেই ময়নাগুড়ি থানা ও রেল পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে হঠিয়ে দেয়। রেল চলাচলে তেমন কোনও বিঘ্ন ঘটেনি এখনও পর্যন্ত। উত্তরবঙ্গে মাঝেমধ্যে বৃহত্তর কোচবিহার ও কামতাপুর পৃথক রাজ্যের দাবিতে সুর চড়ায় বিচ্ছিন্নতাবাদীদের মুষ্টিমেয় কয়েকজন। অজ্ঞাতবাস থেকে কেএলও অর্থাৎ কামতাপুর লিবারেশন অর্গানাইজেশনের প্রধান জীবন সিং মাঝেমাঝে রাজনৈতিক বার্তার আড়ালে হুঁশিয়ারি দিয়ে থাকেন। এদিন ময়নাগুড়ি, উত্তর দিনাজপুর ও অসমের তিন জায়গায় রেল রোকো কর্মসূচিতে জমায়েত হওয়া বিক্ষোভকারীরা একাধিক দাবি তোলেন। যার মধ্যে রয়েছে আলাদা কামতাপুর রাজ্য, আলাদা ভাষার স্বীকৃতি, কেএলও প্রধান জীবন সিংয়ের সঙ্গে শান্তি আলোচনা করতে হবে দ্রুত। সংগঠনের তরফে সাধারণ সম্পাদক দেবেন্দ্রনাথ রায় জানিয়েছেন, আমরা দীর্ঘদিন ধরে আলাদা রাজ্য, আলাদা ভাষার দাবি করছি। কামতাপুরের জন্য বড় আন্দোলন হয়েছে। আমাদের প্রধান জীবন সিং অনেকদিন ধরে চাইছেন, ভারত সরকারের সঙ্গে বসে শান্তি চুক্তি করতে। কিন্তু সরকার ঢিলেমি করছে। আমরা চাই, এই চুক্তি দ্রুত হোক। তা ত্বরান্বিত করার দাবিতে আমরা আজ কর্মসূচি পালন করছি। আমাদের দাবি বৈধ, তা মেনে না নেওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চলবে। যদিও তাঁদের জমায়েতের খবর পেয়ে ময়নাগুড়ি থানার পুলিশ ও রেল পুলিশ একযোগে ঘটনাস্থলে পৌঁছে অবরোধকারীদের হঠিয়ে দেয়। আন্দোলনকারীদের সঙ্গে রেলের আধিকারিকরা কথা বলেন। আপাতত এই রুটে রেল চলাচল স্বাভাবিক।

আলিপুরদুয়ার মণ্ডলে বার্ষিক মেরামতের ঠিকা

ই-টেণ্ডার নোটিস নং. এসএণ্ডটি/এপিডিজে/৪৬ তারিখঃ ১২-১২-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেণ্ডার আহ্বান করা হয়েছেঃ **টেণ্ডার সংখ্যা. এপি-এসটি-৪৬-২০২৫-২৬। কাজের নামঃ** আলিপুরদুয়ার মণ্ডলে দুই বৎসরের এক সময়সীমার জন্যে (২৪ মাস) বিভিন্ন ত্রুটিপূর্ণ টেলিকম গিয়ার/ওএফসির বার্ষিক মেরামতের ঠিকা (এআরসি)। **টেণ্ডার রাশিঃ** ৪৪,৩৪,৪৯৩.৩২/- টাকা। **বায়না রাশিঃ** ৮৮,৭০০/- টাকা। **টেণ্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ০৯-০১-২০২৬** তারিখে **১৫.০০** ঘন্টায় **এবং খোলা যাবেঃ ০৯-০১-২০২৬** তারিখে ই-টেণ্ডার বন্ধ হওয়ার পরে। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ তথ্য **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম (এসএণ্ডটি), আলিপুরদুয়ার মণ্ডল
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

এসএলআর/এলভিপিএইচ লিজিং-এর জন্য ই-নিলাম বিজ্ঞপ্তি

ই-অকশন নোটিস নং. লিজ-কেজিপি-২৫-২৩ **তারিখ ১৫.১২.২০২৫**

ভারতের রাষ্ট্রপতির জন্য ও পক্ষে সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, খড়গপুর ডিভিসন, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে কর্তৃক ০৩ (তিন) বছরের মেয়াদের জন্য ট্রেনে পার্সেল পরিবহনের উদ্দেশ্যে এসএলআর ও এলভিপিএইচ সমূহের লিজিং-এর ই-নিলাম আহ্বান করা হচ্ছে যে বিষয়ে **https://www.ireps.gov.in/** ওয়েবসাইটে বিজ্ঞপিত করা হয়েছে।

বিভাগ	ক্যাটালগ নং.	ই-নিলামের তারিখ	নিলাম শুরুর সময়	নিলাম বন্ধ হওয়ার সময়
পার্সেল	লিজ-কেজিপি-২৫-২৩	২৯.১২.২০২৫	সকাল ১০টা ৩০ মি.	বিকেল ৪টে ৪০ মি.

আগ্রহী পক্ষ ও ঠিকাদারদের এ বিষয়ে মনোযোগ আকর্ষণ করা হচ্ছে এবং উপরোক্ত ওয়েবসাইটে ট্রেনের বিবরণ এবং এই নিলাম বিজ্ঞপ্তি সংক্রান্ত বিশদ পড়ে দেখতে বলা হচ্ছে। কোনো জিজ্ঞাস্য থাকলে/ব্যাখ্যার প্রয়োজন হলে, নিম্ন স্বাক্ষরকারীর কার্যালয়ে যোগাযোগ করতে হবে।

(PR-963) **সিনি. ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, খড়গপুর**

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে রেল পরিষেবা

তাপমাত্রা পতনের সঙ্গে সঙ্গেই আবার কুয়াশার রেড অ্যালার্ট জারি আবহাওয়া দপ্তরের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আলিপুরদুয়ার, ১৬ ডিসেম্বর ঃ কুয়াশার দাপট অব্যাহত থাকবে উত্তরবঙ্গজুড়ে। তবে কিছুটা বাড়তে পারে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা। এই মুহূর্তে উত্তরে বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই বলে আবহাওয়া দফতর সূত্রে খবর। আবহাওয়া দফতর সূত্রে জানা গেছে, আগামী ৭২ ঘন্টায় উত্তরবঙ্গের দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার এবং উত্তর দিনাজপুর জেলায় মাঝারি কুয়াশার সম্ভাবনা রয়েছে। উত্তরবঙ্গের দার্জিলিং এর সর্ব নিম্ন তাপমাত্রা লক্ষ্য করা যাচ্ছে ৭.৬ ডিগ্রি ও সেলসিয়াস। তবে আবহাওয়া দফতর সূত্রে জানা গেছে এই সর্বনিম্ন তাপমাত্রা বেড়ে হতে পারে ৮ ডিগ্রি ও সেলসিয়াস। উত্তরবঙ্গের সমস্ত জেলাতেই শীতের আমেজ অনুভূত হতে শুরু হয়েছে। তাপমাত্রা সমস্ত স্থানে কম বেশি ওঠানামা করবে বলে জানা গেছে আবহাওয়া দফতর সূত্রে। পার্বত্য অঞ্চলগুলিতে ঠান্ডা বেশি অনুভূত হবে সমতলভূমির তুলনায়। দার্জিলিং, কালিম্পং, কার্শিয়াং এলাকায় সর্বোচ্চ তাপমাত্রা থাকবে ১৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। সর্বনিম্ন তাপমাত্রা থাকবে ৭. ৬ডিগ্রি -৮ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে। তবে রাত বাড়তেই সর্বনিম্ন তাপমাত্রা পৌঁছাতে পারে ৪ ডিগ্রি সেলসিয়াসে। আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী আলিপুরদুয়ারের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা থাকবে ২১ডিগ্রি সেলসিয়াস। সর্বনিম্ন তাপমাত্রা থাকবে ১৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস। কোচবিহারের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা থাকবে ২৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস। সর্বনিম্ন তাপমাত্রা থাকবে ১২ডিগ্রি সেলসিয়াস। উত্তর দিনাজপুরের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা থাকবে ২৪ডিগ্রি সেলসিয়াস। সর্বনিম্ন তাপমাত্রা থাকবে ১২ ডিগ্রি সেলসিয়াস। মালদার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা থাকবে ২৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস। সর্বনিম্ন তাপমাত্রা থাকবে ১৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস। উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন পর্যটন কেন্দ্রগুলিতে ভোরের দিকে কুয়াশা লক্ষ্য করা যেতে পারে যার জেরে সকালে দৃশ্যমানতা কম থাকতে পারে। তবে বেলার দিকে রোদের দেখা মিলবে। সেই সময় পর্যটকরা ঘুরে দেখতে পারবেন পর্যটনস্থলগুলি।

BIDHANNAGAR MUNICIPAL CORPORATION
POURA BHAVAN, BIDHANNAGAR

An e-Tender for **"Different type of electrical works at different wards under BMC"** is being invited by EE,(E&M)Dept. BMC vide NIT No. **28/PHE(E&M)/BMC Dated: 16-12-2025** Tender ID: **2025_MAD_975237_1 to 2025_MAD_975237_6** details are available with office of EE/PHE(E&M) BMC. Corrigendum, if any will be published in office website & Notice Board only. Please visit: **https://wbtenders.gov.in**. Last date of Bid submission (online): **12-01-2026 up to 15:00 Hrs.**

Sd/-
Executive Engineer, (E&M)
Bidhannagar Municipal Corporation

বিজ্ঞপ্তি

এতাদ্বারা জানাইতেছি আমি শ্রী জিতু প্রজাপতি পিতা মৃত- রামলক্ষণ প্রজাপতি সাং-২৩৬ নং সি রোড বামনগাছি থানা- লিলুয়া, জেলা- হাওড়া, বামনগাছি মৌজায় হাল- ৯১৮ নং খতিয়ানে হাল- ৬০২ নং দাগে বাস্তু ০২ শতক পরিমাণ জমি আমার পিতা -রামলক্ষন কমহার এর নাম বরাবর রেকর্ড ভুক্ত আছে। আমার পিতার নাম আগে-রাম লক্ষন কুমহার ছিল বর্তমানে, রামলক্ষন প্রজাপতি হইয়া গিয়েছে। রামলক্ষণ কুমহার ও রামলক্ষণ প্রজাপতি একই ব্যক্তি। আমার মাতার নামঃ- সুখ দেইয়াদেবী, আমার মাতার প্রথমপক্ষের স্বামী ছিল মোহন প্রজাপতি। মোহন প্রজাপতি নিঃসন্তান অবস্থায় মারা খাবার পর রামলক্ষণ প্রজাপতি কে দ্বিতীয়বার বিবাহ করেন। উক্তবিষয়টি পুরোপুরি ভাবে সত্য। উক্তবিষয়ে কারো কোন অভিযোগ থাকলে ৩০ দিনের মধ্যে বালি BL& LRO অফিসে যোগাযোগ করুন অন্যথায় আইনানুগকার্য্য হইবে।

হাওড়া পৌর নিগম

৪, মহাত্মা গান্ধী রোড, হাওড়া- ৭১১১০১

No. WB-HMC/TN/ED/S&D/39/2025-2026 **Date: 11.12.2025**

ই- টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি (২য় আহ্বান)

হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের অধীনে বিভিন্ন ওয়ার্ডে কভার স্ল্যাব সহ ড্রেন নির্মাণ ও সংস্কার কাজের জন্য হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের সহকারী প্রকৌশলী (এসবিডি) কর্তৃক নির্ধারিত ফর্মে ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। এই কাজের জন্য স্বনামধন্য, সম্পদশালী ও বিশ্বস্ত ঠিকাদারদের কাছ থেকে দরপত্র চাওয়া হচ্ছে, যাদের এই ধরনের কাজে পর্যাপ্ত অভিজ্ঞতা রয়েছে। বিস্তারিত প্রাসঙ্গিক তথ্য ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি এবং সহকারী প্রকৌশলী দপ্তর www.wbtender.gov.in থেকে পাওয়া যাবে। দরপত্র জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ১০.০১.২০২৬, দুপুর ২.০০টা পর্যন্ত। হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন কর্তৃপক্ষ কোনো কারণ দর্শানো ছাড়াই যেকোনো আবেদন গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করার অধিকার সংরক্ষণ করে।

২৩৬ (১) / ২৫-২৬
১৬।১২।২০২৫

সচিব
হাওড়া পৌরনিগম

Kalekhantala-II Gram Panchayat

e-Tender Kalekhantala-II Gram Panchayat **NIT no.427/NIT/CFC-T/K2GP/2025**(4Nos Drain) date 15/12/2025, Published on eNIT site on 17/12/2025 Fund:15th CFCG Tied(25-26) For Details, Please Visit **www.wbtenders.gov.in**

Sd/-Prodhan
Kalekhatala-II Gram Panchayat

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল ১। বনসয় গোয়েঙ্কা, ২। উন্নত গোয়েঙ্কা, উভয়ের পিতা-রাজীব গোয়েঙ্কা, সাং-বালিগঞ্জ, দক্ষিন ২৪ পরগনা, ৭০০০২০। বিগত ইংরাজী- ১৪।১১।২০২৫ তারিখে হাওড়া-২ নং ডিঃ রেজিঃ অফিসে রেজিঃ কৃত ০৫১৩০৫৭১৫ নং ও ০৫১৩০৫৭১৭ সাফ বিক্রয় কোবালা দলিল দ্বারা শঙ্করী হাজরা স্বামী-মণিমোহন হাজরা পিতা- আশুতোষ দাস দিগরের নিকট হইতে খরিদ সূত্রে হাওড়া জেলার জগৎবল্লভপুর থানার অধীন শিবানন্দবাটী মৌজায় জে. এল.- ০৯ নং ভুক্ত, এল, আর.- ৫৫০২ নং খতিয়ানে এল, আর, ৫৮৯, ৫৯৪, ৫৯৫, ৫৯৮, ৬১২, ৬১৬, ৬১৭, ৬১৮, ৬৬৩, ৬৬৫, ৬৬৬ নং দাগে মোট ৮৬.৮৬ শতক সম্পত্তি ক্রয় করিয়াছেন। উক্ত সম্পত্তির বিক্রেতা গন বিগত ইংরাজী- ১৪।০৮।২০২৫ তারিখে বড়গাছিয়া সাব রেজিঃ অফিসে রেজিঃ কৃত ০১ নং বহির ০৫০৮০২৪৪২ নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে বিক্রেতা গনের পক্ষে ১। রামচন্দ্র দাস, ২। কানাইলাল দাস, ৩। হেমন্ত দাস, সকলের পিতা- আশুতোষ দাস, সাং- হাফেজপুর, পোঃ- মুন্সীরহাট, থানা- জগৎবল্লভপুর, জেলা- হাওড়া মহাশয়গনকে আমমোক্তার নিযুক্ত করিয়াছিলেন। উক্ত বিক্রয়ের বিষয়ে কাহারও কোনপ্রকার আপত্তি থাকিলে এক মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বি. এল. অ্যান্ড এল. আর. ও অফিসে যোগাযোগ করিবেন, অন্যথায় উক্ত সম্পত্তির মিউটেশন সংশ্লিষ্ট আবেদনকারীর নামে আইন মোতাবেক হইবে।

Rimo Bhakta
Advocate
Judges Court Howrah

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

নং. এনএফআর-কেআইআরওপিইআরএস(ইএসটিবি)/৩৬/২০২৫ তারিখঃ ১২-১২-২০২৫

কাটিহার ডিভিশনে চুক্তির ভিত্তিতে পার্ট টাইম ডেন্টাল সার্জন (পিটিডিএস) নিয়োগের জন্য ওয়াক-ইন-ইন্টারভিউয়ের বিজ্ঞপ্তি

ওয়াক-ইন-ইন্টারভিউয়ের সময়সূচী
- তারিখঃ ০৫-০১-২০২৬।
- সময়ঃ ১০.০০ (সকাল) থেকে ১৭.০০ (বিকাল)।
- রিপোর্টিং সময়ঃ **সকাল ৯.০০ টার মধ্যে** ।
- স্থানঃ **ডিভিশনাল রেলওয়ে হাসপাতালের অডিটোরিয়াম, কাটিহার ডিভিশন, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে।**

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের কাটিহার ডিভিশনের অধিক্ষেত্রে **রেলওয়ে হাসপাতাল, কাটিহারে** চুক্তি ভিত্তিতে **পার্ট টাইম ডেন্টাল সার্জন (পিটিডিএস)** পদে নিযুক্তির জন্য যোগ্য প্রার্থীদের কাছ থেকে আবেদন পত্র আহ্বান করা হচ্ছে। এই নিয়োগ এক বছরের জন্য সম্পূর্ণ চুক্তি ভিত্তিতে হবে, যা সন্তোষজনক কর্মক্ষমতা সাপেক্ষে অথবা নিয়মিত ইউপিএসসি-নির্বাচিত ডাক্তারদের দ্বারা প্রতিস্থাপিত না হওয়া পর্যন্ত, যেটি আগে হয়, বার্ষিক ১২ টার্মস পর্যন্ত বাড়ানো যাবে।

ক্র.নং.	হাসপাতালের নাম	পদের সংখ্যা	ডিসিপ্লাইন
১	ডিভিশনাল রেলওয়ে হাসপাতাল, কাটিহার	০১ (এক)	পার্ট টাইম ডেন্টাল সার্জন

নিযুক্তির বিবরণ
- **কাজের সময়সূচীঃ প্রতিদিন ০৪ ঘন্টা, সপ্তাহে ৬ দিন (রবিবার এবং ন্যাশনাল ছুটির দিন ব্যতীত)।**
- **সম্প্রদায় ভিত্তিক বিশ্লেষণঃ** ইউআর (কোনও রিজার্ভেশন নেই)।
- **পোস্ট করার স্থানঃ** রেলওয়ে হাসপাতাল, কাটিহার।
- **সিলেকশনের মোডঃ** ওয়াক-ইন-ইন্টারভিউ।

যোগ্যতার মানদণ্ড
- **শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ**
  - ইন্টার্নশিপ সম্পন্ন সহ বিডিএস ডিগ্রি।
  - ডেন্টাল কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া/ স্টেট ডেন্টাল কাউন্সিলের সাথে নথিভুক্ত।
- **অভিজ্ঞতা**
  - রেজিস্ট্রেশনের পর ন্যূনতম ৩ বছরের অভিজ্ঞতা।
  - সরকারি বা সুখ্যাতিসম্পন্ন প্রাইভেট হাসপাতালের কাজের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।
- **বয়সসীমা** (০১.০৯.২০২৫ তারিখ অনুযায়ী)
  - সর্বোচ্চ ৫৩ বছর।
  - বয়স শিথিলকরণঃ এসসি/এসটি-দের জন্য ৫ বছর, ওবিসি প্রার্থীদের জন্য ৩ বছর।
  - যারা ইতিমধ্যেই ভারতীয় রেলওয়েতে সিএমপি হিসেবে ১২ টার্মস দায়িত্ব পালন করেছেন তাদের আবেদন করার প্রয়োজন নেই।

পারিশ্রমিক
- **মাসিক পারিশ্রমিক** ঃ ৩৬,৯০০/- টাকা
- **অনুপস্থিতির জন্য কর্তন** ঃ প্রতিদিন ১,২৩০/- টাকা হিসাবে
- **থাকার ব্যবস্থা** ঃ প্রাপ্যতা সাপেক্ষে, যদি আবাসন প্রদান করা হয়, তাহলে গ্রুপ 'এ'-তে নতুন প্রবেশকারীকে প্রদেয় এইচআরএ-এর সমতুল্য পরিমাণ জুনিয়র স্কেল/সিনিয়র স্কেলে এবং রেলওয়ে আবাসনের লাইসেন্স ফি মাসিক পারিশ্রমিক থেকে কেটে নেওয়া হবে।

সাক্ষাৎকারে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র

প্রার্থীদের নিম্নলিখিত **নথিগুলির মূল কপি, এক সেট সত্যায়িত কপি এবং ০৪টি পাসপোর্ট আকারের স্ব-প্রত্যয়িত ছবি আনতে হবেঃ**

১) জন্ম তারিখের প্রমাণ (বয়স)।
২) বিডিএস ডিগ্রি এবং ইন্টার্নশিপ সমাপ্তির সার্টিফিকেট।
৩) ডেন্টাল কাউন্সিলের রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট।
৪) অভিজ্ঞতার সার্টিফিকেট।
৫) জাতিগত সার্টিফিকেট (এসসি/এসটি)/ওবিসি (কেন্দ্রীয় সরকার নির্ধারিত ফর্ম্যাট অনুসারে নন-ক্রিমি লেয়ার গ্রহণযোগ্য হবে)।
৬) সকল প্রাসঙ্গিক যোগ্যতার মার্কশিট।
৭) দুইজন গেজেটেড অফিসারের কাছ থেকে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সার্টিফিকেট।

আবেদন জমা

প্রার্থীদের অবশ্যই ওয়াক-ইন-ইন্টারভিউয়ের তারিখে সকাল ০৯.০০ টার মধ্যে সাক্ষাৎকারস্থলে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সহ তাদের **যথাযথভাবে পূরণ করা আবেদনপত্র** জমা দিতে হবে।

বিস্তারিত জানার জন্য অনুগ্রহ করে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে ওয়েবসাইট অর্থাৎ **www.nfr.indianrailways.gov.in** (general info-departments-personnel-Notice Board) দেখুন।

ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (পি), কাটিহার

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

খড়গ্রামে ডাম্পারের সংঘর্ষে মৃত্যু ৩ যুবকের

নিজস্ব প্রতিনিধি, মুর্শিদাবাদ, ১৬ ডিসেম্বর ঃ মুর্শিদাবাদের খ।গ্রাম থেকে বাইকে চেপে বাজার করে বাড়ি ফেরার পথে উল্টো দিক থেকে আসা একটি ডাম্পারের মুখোমুখি সংঘর্ষে মৃত্যু হল তিন যুবকের। সোমবার সন্ধ্যা নাগাদ ঘটনাটি ঘটে হলদিয়া ফরাক্কা বাদশাহি সড়কের উপর খড়গ্রাম থানার কাপাসডাঙা সংলগ্ন রাইস মিলের কাছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র উত্তেজনা তৈরি হয়। ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পুলিশ। কী ভাবে এই দুর্ঘটনাটি ঘটল তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ঘটনার পরে ঘাতক ডাম্পারটি নিয়ে এলাকা থেকে চম্পট দেন চালক। তাঁর খোঁজ চালাচ্ছে পুলিশ। ইতিমধ্যেই দেহগুলি ময়নাতদন্তের জন্য কান্দি মহকুমা হাসপাতালে পুলিশমর্গে পাঠানো হয়েছে। এই ঘটনায় খড়গ্রামের জটারপুর গ্রাম জুড়ে শোকের ছায়া নেমেছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, সোমবার সন্ধ্যায় বিকট শব্দ শুনে স্থানীয় মানুষজন ছুটে আসেন। আহতদের উদ্ধারে স্থানীয়েরা হাত লাগান। এর পর পুলিশ এসে দ্রুত তিন জনকে খড়গ্রাম ব্লক হাসপাতালে নিয়ে যায়। কিন্তু অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় দ্রুত কান্দি মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য স্থানান্তর করা হয়। সেখানেই তাঁদের মৃত্যু হয়। মৃতদের নাম- আসলাম শেখ (১৬), আকাশ শেখ (২৬) এবং ইদ মোহাম্মদ (১২)। সকলের বাড়ি খড়গ্রাম থানার জটারপুর গ্রামে।

খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশের পর বিডিও অফিসে ভিড় জমালেন প্রচুর মানুষ

মিঠুন হালদার, মুর্শিদাবাদ, ১৬ ডিসেম্বর ঃ রাজ্য জুড়ে ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনী প্রক্রিয়া শেষ হওয়ার পর মঙ্গলবার আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশিত হয়েছে খসড়া ভোটার তালিকা। এই তালিকা প্রকাশ হওয়ার পর মুর্শিদাবাদ জেলার বিভিন্ন প্রান্তে বিডিও অফিসগুলোতে ভিড় জমালেন প্রচুর মানুষ। অনেকেই অনলাইনে ভোটার তালিকায় নিজের নাম একবার দেখার পর নিশ্চিত হতে বিডিও অফিসে টাঙানো তালিকায় তাঁর নিজের নাম রয়েছে কিনা তা দেখে নিশ্চিত হতে এসেছেন। আবার অনেকেই মোবাইল ফোন বা ইন্টারনেট ব্যবহারে সড়গড় না হওয়ায় বিডিও অফিসে টাঙানো ভোটার খসড়া তালিকায় নিজের নাম দেখতে অফিসে ভিড় জমালেন। নির্বাচন কমিশনের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী খসড়া তালিকায় ৭ কোটি ৮ লক্ষ ১৬ হাজার ৬৩১ ভোটারের নাম থাকার কথা। মুর্শিদাবাদে লালগোলার তৃণমূল বিধায়ক তথা দলের বিএলএ -১ মহম্মদ আলী বলেন, খসড়া তালিকা প্রকাশ হওয়ার পর বহু মানুষ এখন অনলাইনে দেখে নিতে পারছেন না ভোটার তালিকায় তাঁর নিজের বা পরিবারের সদস্যদের নাম রয়েছে কিনা। যদি কোনও ব্যক্তির নাম 'টেকনিক্যাল' কারণে বাদ যায় তাহলে তাঁরা ৬ নম্বর ফর্ম পূরণ করে বিএলও-র কাছে জমা দিয়ে নতুন করে নিজেদের নাম নথিভুক্ত করার আবেদন করতে পারেন। এর পাশাপাশি নতুন ভোটার হিসেবে যারা ভোটার তালিকায় নাম নথিভুক্ত করতে চান তাঁদেরকেও ৬ নম্বর ফর্ম পূরণ করতে হবে। তিনি জানান, বিএলও-র ত্রুটির কারণে বা অন্য কোনও কারণে মুর্শিদাবাদ জেলায় বৈধ কোনও ভোটারের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়েছে কিনা সেই তথ্য এখনও আমাদের কাছে এসে পৌঁছায়নি। সমস্ত তথ্য খতিয়ে দেখার কাজ চলছে। রঘুনাথগঞ্জ-১ ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি গৌতম ঘোষ বলেন, এই ব্লকে বিডিও অফিস এবং দু'টি পঞ্চায়েত অফিসে ভোটার তালিকা থেকে কোনও বৈধ ব্যক্তির নাম বাদ গেলে তার শুনানি হবে। আমাদের দলের বিএলও-২ রা ইতিমধ্যেই বিভিন্ন এলাকায় বাড়ি বাড়ি ঘুরে কোনও ব্যক্তির নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়েছে কিনা তার খোঁজ নেওয়া শুরু করেছেন। যদি কোনও বৈধ ভোটারের নাম বাদ গিয়ে থাকে আমাদের দলের তরফ থেকে বিএলএ-২ রা শুনানির জন্য তাঁদের নির্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছে যেতে সাহায্য করবেন। অন্যদিকে খসড়া ভোটার তালিকায় নাম রয়েছে কিনা তা দেখার জন্য মঙ্গলবার দুপুর থেকে জেলার বিভিন্ন বিডিও অফিসে জমা হচ্ছেন প্রচুর মানুষ। তাঁদের মধ্যে অনেকেই জানিয়েছেন, মোবাইল ফোন বা কম্পিউটারে সড়গড় না হওয়ার জন্য সেখানে নিজেদের নাম দেখতে পাচ্ছেন না। সেই কারণে বিডিও অফিসে তাঁরা তালিকা দেখতে এসেছেন। রঘুনাথগঞ্জ শহরের মাকেঞ্জি পার্ক এলাকার বাসিন্দা টুম্পা হালদার বলেন, খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশের আগে বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে এই নিয়ে প্রচুর প্রতিবেদন দেখেছি। নিজের সংশয় দূর করার জন্য আজ খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশ হওয়ার পর ভোটার তালিকায় নাম রয়েছে কিনা তা স্বচক্ষে দেখার জন্য বিডিও অফিসে হাজির হয়েছি। পার্থ মজুমদার নামে অপর এক ব্যক্তি বলেন, আজ যে তালিকা প্রকাশ হয়েছে সেখানে কেবলমাত্র বৈধ ভোটারদের নাম রয়েছে, না যাদের নাম বাদ পড়েছে সেই ব্যক্তিদের নাম রয়েছে তা দেখার জন্য আমি বিডিও অফিসে হাজির হয়েছি। মঙ্গলবার রঘুনাথগঞ্জ-১ ব্লকের বিডিও সুবীর দাস নিজের অফিসে ভোটার তালিকা টাঙিয়ে দেওয়ার পর প্রচুর মানুষের সঙ্গে কথা বলেন এবং তাঁদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন। সূত্রের খবর জঙ্গিপুর বিধানসভা এলাকায় খসড়া ভোটার তালিকায় প্রায় ১১,৭৫০ জন ব্যক্তির নাম বাদ পড়েছে।

NOTICE
TO WHOM IT MAY CONCERN

Notice is hereby given to the public in general and also to inform you that My client Meharia Consortium LLP having their office at 9, Old Post Office Street, Ground Floor, P.S Hare Street, Kolkata 700001 have been lost the following original Deeds in respect of the Land measuring about 33 decimals equivalent to 20 Cottahs be the same a little more or less situated in Mouza Laskarhat, J. L. No. 11, Touzi No. 2998, L. R. Dag No. 161 and 165, under L. R. Khatian Nos. 426, 427, 1093, 1094, 1095 and 1133 within Kolkata Municipal Corporation Premises No. 1567, Laskarhat, Kolkata - 700039, being Assessee No. 311070815672, P. S. Tiljala, P. O. Tiljala, Kolkata Municipal Corporation Ward No. 107, District 24 Parganas (South) whilst in transit

1. Bengali Cobala dated 2nd June 1960 registered with the Sub-Registrar, Alipore Sadar in Book No. I, Volume No. 85 at pages 110 to 112 being Deed No. 4846 for the year 1960 between Vidyasagar Ojha as Cobala Data and Basanti Rani Roy as Cobala Grahitri.
2. Bengali Deed of Gift dated 9th January 1985 registered with D.R. Alipore in Book No. I, Volume No. 7 at pages 70 to 75 being Deed No. 309 for the year 1985 between Basanti Rani Roy as Donor and Arup Roy as Donee.
3. Bengali Deed of Gift dated 9th January 1985 registered with D.R. Alipore in Book No. I Volume No. 6 at pages 285 to 290 being Deed No. 310 for the year 1985 between Basanti Rani Roy as Donor and Anup Roy as Donee.
4. Bengali Deed of Rectification dated 10th September 1987 registered with D. R. Alipore in Book No. I Volume No. 286 at pages 80 to 85 being Deed No. 13797 for the year 1987.
5. Bengali Deed of Rectification dated 10th September 1987 registered with D. R. Alipore in Book No. I Volume No. 286 at pages 74 to 79 being Deed No. 13796 for the year 1987.

We have already Lodged a General Diary to the Officer in Charge Hare Street Police Station Vide GD. Entry No. 1011 dated 12.12.2025 .

Anybody knowing the whereabouts of the said original Deeds and/or having any claim of any nature whatsoever in respect of the above-mentioned property may inform in writing to the undersigned with documentary evidence in support of such claim within 15 days from the date of this Notice. No claim will be entertained thereafter.

JOYJIT ROY CHOUDHURY
ADVOCATE
High Court, Calcutta
Chamber: Delta House
4, Govt. Place (N),
9th Floor, Room No 918,
Kolkata 700001.
Mob: 9874933559
Email: joyjit.advocate@gmail.com

বিজ্ঞপ্তি

১) জয়ন্ত ঘোষ, ২) সুশান্ত ঘোষ, পিতা মৃত- গোবিন্দ ঘোষ, ৩) অঞ্জু ঘোষ, স্বামী - হরিপদ ঘোষ, ৪) অনুভা ঘোষ, স্বামী-সাধন ঘোষ, ৫) অঞ্জনা ঘোষ, স্বামী - বিশ্বনাথ ঘোষ, ৬) বন্দনা ঘোষ, স্বামী -মনোরঞ্জন ঘোষ, ৭) শিখা ঘোষ, স্বামী -নিতাই ঘোষ ৮) মনিকা ঘোষ, স্বামী-সুবল ঘোষ, ১ হইতে ৮ সকলের পিতা মৃত -গোবিন্দ ঘোষ, ৯) কল্পনা ঘোষ, স্বামী -গোবিন্দ ঘোষ, সকলের সাং- নিবাধুই, পোঃ- দত্তপুকুর, থানা-বারাসাত, জেলা - উত্তর ২৪ পরগণা, এক যোগে বিগত ইংরাজী ০৪।০৮।২০১১ তারিখে জেলা - উত্তর ২৪ পরগণা ডি.এস. আর কদম্বগাছি আফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত বুক IV. ভল্যুম ১ নং দলিল নং ০০৪৫৩ আমমোক্তার দলিল মূলে, সেলিম, উদ্দিন কে আমমোক্তার নিযুক্ত করেন উক্ত আমমোক্তার বলে দূর্গানগর নিবাসী ইলা ঘোষ কে বিগত ইংরাজী ২৩।১২।২০১১ তারিখে বিক্রয় করেন উক্ত ইলা ঘোষ বিগত ইংরাজী ২৬।০৬।২০১৫ তারিখে জেলা-উত্তর ২৪ পরগণা ডি.এস.আর III নং অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত বুক IV, ভল্যুম ১৫২৫ /২০১৫ নং দলিল নং ০০৪৫৩ মনীন্দ্র চন্দ্র সরকারকে আমমোক্তার নিযুক্ত করেন উক্ত আমমোক্তার দলিল মূলে বিগত ইংরাজী ০৫।০২।২০১৬ তারিখে উত্তর ২৪ পরগণা ডি.এস.আরIII অফিসে I-৮৫৫ নং কোবালা দলিল মূলে আমার মক্কেল সোমা দাস কে বিক্রয় করে যাহার মৌজা-চালতাবেড়িয়া, জে. এল ১২৪, আর.এস ও এল.আর ৫৬ নং দাগ, এল.আর খতিয়ান - ৩৬৬ নং জমির পরিমান ০৩ কাঠা।

এতদ্বারা সকলকে অবগত করা হইতেছে যে কাহারো কোনো আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞাপন হওয়ার পর ১ মাসের মধ্যে বারাসাত ব্লক। বি.এল. আর. ও অফিসে আইনানুগত ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

SUJAUDDIN MALLICK
Advocate
Barasat Judges' Court
Enrol No.-F-947/1380/2020

আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের অধীনে ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নংঃ ১১৫/ডব্লিউ-২/এপিডিজে; তারিখঃ ১২-১২-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ **টেন্ডার নংঃ** ৩২-এপি-II-২০২৫। **কাজের নামঃ** " আলিপুরদুয়ার জংশনেঃ এডিইএন/এইচকিউ/আলিপুরদুয়ার জংশনের অধিক্ষেত্রের অধীনে ২৪ (চব্বিশ) মাসের জন্য অফিসার্স রেস্ট হাউস, সিনিয়র সাবঅর্ডিনেট রেস্ট হাউস এবং অন্যান্য চত্বরের হাউসকিপিং ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং ওআরএইচ কিচেন-এর রক্ষণাবেক্ষণ"। টেন্ডার মূল্যঃ ১,২০,৬৫,৪৭৫.৮৯ টাকা; বায়নার ধনঃ ২,১০,৩০০.০০ টাকা। **ই-টেন্ডার বন্ধ হবে** ০৫-০১-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় এবং **খোলা হবে** ০৫-০১-২০২৬ তারিখের ১৫.৩০ ঘন্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য **http://www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিআরএম (ওয়ার্কস), আলিপুরদুয়ার জং.
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

বিশ্বজয়ী মহিলা ক্রিকেট দলের সদস্যদের সিয়েরার টপ মডেল গিফট করল টাটা

মুম্বই, ১৬ ডিসেম্বরঃ ঐতিহাসিক জয়ের রেশ কাটতে না কাটতেই ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দলের সকলকে বিশেষ সম্মান জানাল টাটা মোটরস। আইসিসি মহিলা বিশ্বকাপ ২০২৫ জয়ের জন্য বিশ্বজয়ী প্রত্যেক ক্রিকেটারকে উপহার দেওয়া হল সদ্য লঞ্চ হওয়া টাটা সিয়েরা। দেশের ক্রীড়াক্ষেত্রে এই ঐতিহাসিক কৃতিত্বকে স্মরণীয় করে রাখতেই এমন উদ্যোগ বলে জানানো জন্য যে ত্যাগ ও অবদান, তারই স্বীকৃতি হিসেবে এই সম্মান। আইসিসি মহিলা বিশ্বকাপ ২০২৫-এ ভারতের এই জয় বহু প্রতীক্ষিত। ২ নভেম্বর, মুম্বইয়ে আয়োজিত ফাইনালে দক্ষিণ আফ্রিকাকে ৫২ রানে হারিয়ে ট্রফি ঘরে তোলে ভারত। ঘরের মাঠে উপচে পড়া দর্শকের সামনে এই জয় যেন আরও আবেগঘন হয়ে ওঠে। ম্যাচে ব্যাট হাতে ঝড় তোলেন শেফালি ভার্মা। তাঁর ঝকঝকে ৮৭

হয়েছে। বিশ্বকাপজয়ী গোটা স্কোয়াডকে নিয়ে আয়োজিত হয় এক বিশেষ সংবর্ধনা অনুষ্ঠান। সেখানেই এক ফ্রেমে ধরা পড়েন টাটা সন্সের চেয়ারম্যান এন. চন্দ্রশেখরন, টাটা মোটরস প্যাসেঞ্জার ভেহিকলস লিমিটেডের ম্যানেজিং ডিরেক্টর ও সিইও শৈলেশ চন্দ্র এবং ভারতের বিশ্বজয়ী ক্রিকেটাররা। সেই অনুষ্ঠানেই খেলোয়াড়দের হাতে তুলে দেওয়া হয় নতুন প্রজন্মের টাটা সিয়েরা। টাটা মোটরস এনিয়ে আগেই ঘোষণা করেছিল, বিশ্বকাপজয়ী দলের প্রত্যেক সদস্যকে তাঁদের পছন্দমতো একটি করে টাটা সিয়েরা উপহার দেওয়া হবে। সংস্থার তরফে প্রকাশিত বিবৃতিতে জানানো হয়, দলের প্রত্যেক সদস্যকে সিয়েরার টপ-এন্ড মডেল দেওয়া হবে। তাঁদের অদম্য মানসিকতা, অসামান্য পারফরম্যান্স এবং দেশের রানের ইনিংসই ভারতের বড় রানের ভিত গড়ে দেয়। অন্যদিকে বল হাতে একেবারে বিধ্বংসী দীপ্তি শর্মা। পাঁচ উইকেট তুলে নিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকার ব্যাটিং লাইনআপ কার্যত গুঁড়িয়ে দেন তিনি। এই জয়ের সঙ্গে সঙ্গে ইতিহাসে নাম লেখান অধিনায়ক হরমনপ্রীত কউরও। তৃতীয় ভারতীয় অধিনায়ক হিসেবে দেশের হয়ে ৫০ ওভারের বিশ্বকাপ ট্রফি তুললেন। এর আগে এই কৃতিত্ব ছিল কপিল দেব এবং মহেন্দ্র সিং ধোনির। ফলে মহিলা ক্রিকেটে ভারতের এই সাফল্য শুধু একটা ট্রফি জয় নয়, বরং গোটা দেশের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়। দীর্ঘদিন ধরে মহিলা ক্রিকেট যে লড়াই, পরিশ্রম আর আত্মবিশ্বাসের ভিতর দিয়ে এগিয়েছে, টাটা মোটরসের এই সম্মান তাঁদের প্রাপ্য।

যুব এশিয়া কাপে নজির গড়ে ডবল সেঞ্চুরি বাঙালি ক্রিকেটারের

সংবাদ সংস্থা, দুবাই, ১৬ ডিসেম্বরঃ দুবাইয়ের সেভেনস স্টেডিয়ামে মঙ্গলবার সন্ধেটা ইতিহাসের পাতায় ঢুকে গেল। অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপে মালয়েশিয়ার বিরুদ্ধে ব্যাট হাতে যা করে দেখালেন সোদপুরের অভিজ্ঞান কুণ্ডু, তা আগে কখনও কোনও ভারতীয় কিশোর পারেননি। ১২৫ বলে ২০৯। ১৭টি চার, ৯টি ছয়। ইয়ুথ ওয়ানডে ক্রিকেটে ডবল সেঞ্চুরি করা দ্বিতীয় ব্যাটার-প্রথম ভারতীয়! এই ইনিংসের সুবাদে ভেঙে গেল ২৩ বছরের পুরনো এক ভারতীয় রেকর্ডও। ২০০২ সালে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে আম্বাতি রায়ডুর অপরাজিত ১৭৭ এতদিন ছিল ভারতের সর্বোচ্চ ব্যক্তিগত স্কোর। মালয়েশিয়ার বিরুদ্ধে সেই মাইলফলক অনেক পেছনে ফেলে দিলেন অভিজ্ঞান। তাঁর দাপটে ভারত তুলল ৫০ ওভারে ৭ উইকেটে ৪০৮ রান-টুর্নামেন্টের অন্যতম বড় স্কোর। বস্তুত, ক্রিকেটের ময়দানে অভিজ্ঞানের নামটা নতুন নয়। কিন্তু এই ডবল সেঞ্চুরি তাঁকে এক লাফে আলাদা স্তরে তুলে দিল। চলতি এশিয়া কাপে তিন ম্যাচে ২৬৩ রান। গড় ২৬৩। স্ট্রাইক রেট ১৫১-এর ওপর। সংখ্যাগুলোই বলছে, ব্যাট হাতে আপাতত টুর্নামেন্টের চালকের আসনে তিনি-ই। খবরের শিরোনামে আসা কিশোর আসলে কে? পুরো নাম অভিজ্ঞান কুণ্ডু। আদি বাড়ি

উত্তর ২৪ পরগনার সোদপুরে। তবে বহুদিন ধরেই সপরিবারে থাকেন মুম্বইয়ে। বাবা-মা দু'জনেই টিসিএস-এর কর্মী। বাংলা তেমন সাবলীল নয়, কিন্তু পরিচয়ের শিক। ভুলে যাননি কখনও। প্রিয় ক্রিকেটার সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। আর এমএস ধোনি। দু'জনের সঙ্গেই একদিন দেখা করার স্বপ্ন দেখেন এই ১৭ বছরের কিশোর। মুম্বই ক্রিকেট বললেই শিবাজি পার্কের নাম আসে। কিন্তু অভিজ্ঞানের গড়েপিটে ওঠা অন্যত্র। তাঁর পাঠশালা ডিওয়াই পাটিল ক্রিকেট অ্যাকাডেমি। সেখানকার গুরুকুলেই ধাপে ধাপে নিজেকে তৈরি করেছেন। উইকেটকিপার-ব্যাটার হিসেবে শুরু। ছোট বয়স থেকেই বলের গতি, বাউন্স, লাইন-লেন্থ পড়ার দক্ষতায় নজর কেড়েছেন কোচেদের। এই টুর্নামেন্টে তিনি শুধু সংগ্রাহক নন। পাশাপাশি দায়িত্বও সামলাচ্ছেন। ভারত অনূর্ধ্ব-১৯ দলের সহ-অধিনায়ক। মাঠে শান্ত মেজাজ, পরিস্থিতি বোঝার ক্ষমতা আলাদা করে চোখে পড়ে। দিলীপ বেঙ্গসরকর, যিনি মুম্বইয়ের তরুণ ক্রিকেটারদের খুব কাছ থেকে দেখেন, প্রকাশ্যেই জানিয়েছেন-এই বাঙালি কিশোরের মধ্যে ভবিষ্যতের অধিনায়ক হয়ে ওঠার সমস্ত রসদ আছে। ডবল সেঞ্চুরির পর অভিজ্ঞানের কথাতেই ধরা পড়েছে মানসিকতা। বলেছেন, ''উইকেট ভালো ছিল। ভাবনা একটাই-দীর্ঘক্ষণ ক্রিজে থাকলে রান আসবেই।'' আরও বড় মঞ্চে নিজের রেকর্ড নিজেই ভাঙার স্বপ্ন দেখছেন তিনি। যে কারণে আজ বৈভব সূর্যবংশীর পাশে দাঁড়িয়ে অভিজ্ঞান কুণ্ডু-র নাম। আজকের ইনিংস বুঝিয়ে দিল-তিনি শুধু হঠাৎ চমক নন। ভারতীয় ক্রিকেটের ভবিষ্যৎ তালিকায় নামটা এবার স্থায়ী মার্কার দিয়ে লিখে রাখাই যায়।

মেসির সঙ্গে দেখা করার প্রসঙ্গে কী বললেন সুনীল ছেত্রী?

নিজস্ব প্রতিবেদন

বর্তমানে লিওনেল মেসির ভারত সফর নিয়ে মাতোয়ারা গোটা দেশের ফুটবলপ্রেমীরা। গত রবিবার সন্ধ্যায় দেশের বানিজ্য নগরী তথা মুম্বাইতে আয়োজিত হয়েছিল তৃতীয় গোট কনসার্ট। যেখানে উপস্থিত ছিলেন গতবারের বিশ্বকাপ জয়ী তারকা এলএমটেন থেকে শুরু করে

রদ্রিগো ডি পল এবং লুইস সুয়ারেজ। তাঁদের দেখতে দেশের অন্যান্য স্টেডিয়ামের মতো এখানেও নেমেছিল মানুষের ঢল। যেখানে প্রথম থেকেই যথেষ্ট সুষ্ঠভাবে পরিচালিত হতে থাকে গোটা অনুষ্ঠান। যেখানে প্রদর্শনী ম্যাচে খেলতে দেখা গিয়েছিল ভারতীয় ফুটবল দলের তারকা সুনীল ছেত্রী থেকে শুরু রাহুল ভেকে সহ চিংলেসানা সিংদের। সেখানে আর্জেন্টিনার জার্সি হাতে ও দেখা যায় সুনীল ছেত্রীকে। এছাড়াও ছিলেন বালা দেবী। সেখানেই শেষ নয়, পরবর্তীতে মাঠে স্বাগত জানানো হয় মাস্টার ব্লাস্টার সচিন তেন্ডুলকরকে। যিনি পরবর্তীতে নিজের জার্সি তুলে দেন গতবারের বিশ্বজয়ীর হাতে। বিশ্ব ক্রিকেটের এই দেবতাকে হাততালি দিয়ে মঞ্চে স্বাগত জানাতে ও দেখা যায় লিওনেল মেসি থেকে শুরু করে রদ্রিগো ডি পল ও লুইস সুয়ারেজকে। যে ঘটনা হয়তো আগে কখনও দেখেনি ভারতবর্ষ। পাশাপাশি এদিন লিওনেল মেসিকে সামনে রেখেই বিশেষ ফুটবল প্রোজেক্টের কথা ও জানানো হয় মহারাষ্ট্র ফুটবল সংস্থার তরফে। সেখানেই মেসির সই করা আর্জেন্টিনার জার্সি হাতে দেখা গিয়েছিল সুনীল ছেত্রীকে। যেটা ব্যাপকভাবে নজর কেড়েছিল সকলের। অবশেষে নিজের সোশ্যাল সাইটে সেই প্রসঙ্গে মনের কথা জানালেন ভারতীয় ফুটবলের এই অন্যতম তারকা। নিজের সোশ্যাল সাইটে মেসির সঙ্গে জার্সি হাতে একটি ছবি আপলোড করে তিনি লেখেন, 'আমি এমন একটা ইনজুরির চিকিৎসা করছি যা আমাকে একটা ঝামেলার মধ্যে ফেলে দিয়েছে এবং বলাই বাহুল্য, যখন আমি মাঠের চেয়ে ফিজিওর সাথে বেশি সময় ব্যয় করি তখন আমি নিজের সাথে থাকতেও পছন্দ করি না। মুম্বাইয়ে এমন একজন মানুষের সাথে দেখা করি যিনি আমাকে খুব খুশি করেন, এবং যার শিল্প আমার সমস্ত দুঃখের প্রতিষেধক, ঠিক এটাই ছিল আমার প্রয়োজন। লিওনেল মেসি আমাদের খেলাধুলার জন্য যা কিছু করেছেন তাঁর জন্য ব্যক্তিগতভাবে তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারাটা আমার স্বপ্ন এবং কর্তব্যের মতো মনে হয়েছিল।' আর ও লেখেন, 'রদ্রিগো ডি পলের মতো আরেক বিশ্বকাপজয়ীর সাথে দেখা হওয়াটা দারুন ছিল, আর তারপর আমাদের প্রজন্মের সবচেয়ে পূর্ণাঙ্গ ৯ নম্বর খেলোয়াড় লুইস সুয়ারেজের সাথে ফ্রেম শেয়ার করার জন্য একটা শিশুসুলভ উত্তেজনা ছিল। আর মুম্বই, তুমি পরম সৌন্দর্য, আমাকে এত ভালোবাসার অনুভূতি দেওয়ার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ।'

বর্তমান ফুটবল পরিস্থিতিতে গোট কনসার্টকে এক হাত নিলেন হাবাস

নিজস্ব প্রতিবেদন

বিগত বেশকিছু মাস ধরেই অনিশ্চয়তার মধ্যে দিয়ে এগোচ্ছে ভারতীয় ফুটবল। ফিফা তালিকার বিপর্যয়ের পর ধোঁয়াশার মধ্যে রয়েছে দেশের প্রথম ডিভিশন ফুটবল লিগ। গতবার পরিকল্পনা মাফিক সমস্ত কিছু আয়োজিত হলেও এবার পরিস্থিতি একেবারেই ভিন্ন। চলতি মাসের শুরুতেই এফএসডিএলের সঙ্গে চুক্তি শেষ হয়েছে সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের। যারফলে আদৌও কবে শুরু হবে ইন্ডিয়ান সুপার লিগ সহ দেশের অন্যান্য ফুটবল টুর্নামেন্ট গুলি সেটা এখনও স্পষ্ট নয়। যারফলে ব্যাপক সমস্যার মধ্যে পড়েছে ক্লাব গুলি। ইতিমধ্যেই দায়িত্ব ছেড়ে অন্যত্র যোগ দিতে দেখা গিয়েছে বেশকিছু কোচ ও ফুটবলারদের। বেতন সমস্যা ও দেখা দিয়েছিল একাধিক দলের। ভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের সঙ্গে এই নিয়ে একের পর এক বৈঠক আয়োজিত হলেও এখনও মেলেনি কোনও সমাধান সূত্র। গত কয়েকদিন আগেই আইএসএলের ক্লাব জোটের তরফে ফেডারেশনে বিশেষ চিঠি প্রেরন করেছিলেন বিনয় চোপড়া। যদিও তাঁর চিঠির উত্তর দিতে দেরি করেনি এআইএফএফ। কিন্তু কবে মিলবে সমাধান এখন সেদিকেই নজর থাকবে প্রত্যেকের। এসবের মাঝেই গত শনিবার সকালে কলকাতার যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে আয়োজিত হয়েছিল গোট কনসার্ট শতদ্রু দত্তের উদ্যোগে এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আর্জেন্টাইন তারকা তথা গতবারের বিশ্বজয়ী ফুটবলার লিওনেল মেসি। পাশাপাশি ছিলেন রদ্রিগো ডি পল সহ লুইস সুয়ারেজের মতো তারকারা। কিন্তু সেখানে ও দেখা যায় চরম বিশৃঙ্খলা। ক্ষোভের বশবর্তী হয়ে স্টেডিয়াম জুড়ে ভাঙচুর চালাতে দেখা যায় ফুটবলপ্রেমীদের একটা বিরাট অংশকে। সেই ঘটনা থেকে শিক্ষা নিয়েই

পরবর্তীতে যথেষ্ট গুরুত্ব সহকারে ইভেন্ট পর্যবেক্ষণ করার পাশাপাশি বাড়তি নিরাপত্তা লক্ষ্য করা যায় হায়দরাবাদ থেকে শুরু করে মুম্বই ও দিল্লিতে। বলাবাহুল্য, কলকাতা বাদে বাকি শহর গুলিতে যথেষ্ট সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন হয়েছে এই অনুষ্ঠান। তবে ভারতীয় ফুটবলের এমন অনিশ্চিত ভবিষ্যতের মধ্যে দাঁড়িয়ে এমন অনুষ্ঠান আয়োজন করা যে কতটা গুরুত্ব রাখে এবার সেই কথাই তুলে ধরলেন স্প্যানিশ কোচ আন্তোনিও লোপেজ হাবাস। ভারতীয় ফুটবল সার্কিটে যথেষ্ট পরিচিত হাবাস। বেশ কিছুক্ষণ আগে নিজের সোশ্যাল সাইটে তিনি লেখেন, 'সত্যি বলতে, যখন ভারতে পেশাদার এবং অপেশাদার ফুটবলের পরিস্থিতি সর্বস্তরে এক ভয়াবহ এবং অবনতিশীল অবস্থায়, তখন বিশ্বের সেরা খেলোয়াড়ের সাথে এই ধরণের একটি ইভেন্ট আয়োজন করা আমার কাছে লজ্জাজনক বলে মনে হয়। পেশাদার খেলোয়াড় এবং কোচরা জানেন না যে তাঁরা আবার কবে খেলতে পারবেন, এবং অনেক ক্ষেত্রেই তাঁদের মাসের পর মাস বেতন দেওয়া হয়নি। আমি নিশ্চিত যে মেসি যদি এই পরিস্থিতি সম্পর্কে অবগত থাকতেন, তাহলে তিনি অনুষ্ঠানে যোগ দিতেন না।'

গোকুলাম কেরালা এফসির দায়িত্ব ছাড়লেন হেভিয়া?

নিজস্ব প্রতিবেদন

গতবার দাপুটে ফুটবল খেললে ও খেতাব আসেনি গোকুলাম কেরালা এফসির ঘরে। শেষ পর্যন্ত আইলিগের চতুর্থ স্থানেই শেষ করেছিল এই ফুটবল ক্লাব। সেটা যথেষ্ট হতাশ করেছিল ম্যানেজমেন্টকে। প্রবল হতাশা দেখা দিয়েছিল দলের ফুটবলারদের মধ্যে। তবে পুরনো সমস্ত কিছু ভুলে আসন্ন নয়া সিজনে ঘুরে দাঁড়িয়ে সাফল্য পেতে মরিয়া রয়েছে গোকুলাম। তাই সবদিক মাথায় রেখে গত কয়েক বছরের মতো এবার ও একাধিক হাইপ্রোফাইল ফুটবলারদের দলের সঙ্গে যুক্ত করে চমক দিয়েছিল ম্যানেজমেন্ট। কিন্তু ফলাফল আসছে কোথায়। সাফল্য পাওয়ার লক্ষ্যে বিদেশি ফুটবলারদের পাশাপাশি একাধিক ভারতীয় প্রতিভার দিকেও নজর ছিল তাঁদের। সময় এগোনোর সাথে সাথেই তাঁদের অধিকাংশের সই করানোর কথা জানিয়ে দিয়েছিল দুইবারের আইলিগ জয়ী এই দল। তবে শুধুমাত্র ফুটবলার নয়। দলের কোচ সহ সাপোর্টিং স্টাফেদের ক্ষেত্রে ও সিজনের শুরুতে আমূল বদল এনেছিল ম্যানেজমেন্ট। সেইমতো নতুন দায়িত্ব তুলে দেওয়া হয়েছিল হোসে হেভিয়ার হাতে। পঞ্চাশের ও বেশি বয়সী এই অভিজ্ঞ স্প্যানিশ ম্যানেজারকে নিয়ে ব্যাপক প্রত্যাশা সকলের। কিন্তু মরসুমের শুরু থেকেই একের পর টুর্নামেন্টে নাস্তানাবুদ হয়েছে কেরালার এই ফুটবল দলকে। বিরাট পরিমান অর্থ খরচ করে ও দলের এমন বেহাল পরিস্থিতি কিছুতেই

ভালোভাবে নিচ্ছে না ম্যানেজমেন্ট। আইএফএ শিল্ড হোক কিংবা অন্যান্য ঘরোয়া টুর্নামেন্ট। দক্ষিণের এই ফুটবল ক্লাবের পারফরম্যান্স নিয়ে অখুশি সকলেই। যারফলে বর্তমান কোচের ভূমিকা নিয়ে উঠে আসতে শুরু করেছে একাধিক প্রশ্ন। তাহলে কি শক্তিশালী এই দল সামাল দিতে পারছেন না এই বিদেশি কোচ। এই প্রশ্ন উঠে আসতে শুরু করেছে ব্যাপকভাবে। এই পরিস্থিতিতে বিগত কয়েক মাস ধরেই কোচ বদলের কথা ও শোনা যেতে শুরু করেছিল ব্যাপকভাবে। যারফলে মনে করা হচ্ছিল যে আসন্ন আইলিগে হয়তো তাঁর বিকল্প হিসেবে অন্য কাউকে দলের দায়িত্বে আনতে পারে দক্ষিণের আইলিগ জয়ীরা। বর্তমানে সেই সম্ভাবনা প্রবল থেকে প্রবলতর। হ্যাঁ ঠিকই শুনেছেন। বিশেষ সূত্র মারফত খবর, ইতিমধ্যেই নাকি আইলিগ জয়ী এই ফুটবল দলের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করতে সম্মত হয়েছেন হেভিয়া। সব ঠিকঠাক থাকলে আগামী কয়েকদিনের মধ্যেই হয়তো সেই বিষয়টি স্পষ্ট করে দেবে ম্যানেজমেন্ট।

ম্যানইউ ও বোর্নমাউথের ৩৯ শটে ৮ গোলের থ্রিলারই 'মরসুমে সেরা' ম্যাচ

একবার-দুবার নয়, তিন-দিনবার এগিয়ে গিয়েছিল ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড। কিন্তু ধরে রাখতে পারেনি কোনোবারই। শেষ পর্যন্ত জুটেছে মোটে একটি পয়েন্ট। আট গোলের তুমুল উত্তেজনাপূর্ণ ম্যাচ শেষে তাই হতাশায় যেন ডুবে গেছেন কোচ হুবেন অ্যামুরি। তার মতে, বারবার মনোযোগ হারানোর খেসারতই দিতে হয়েছে দলকে।

সংবাদ সংস্থা, ওল্ড ট্রাফোর্ডে, ১৬ ডিসেম্বরঃ ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে গতকাল রাতে স্মরণীয় এক ম্যাচ উপহার দিয়েছে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড ও বোর্নমাউথ। ৮ গোলের রোমাঞ্চকর লড়াইয়ে দুই দলই লিড নিয়েছে একাধিকবার, কিন্তু কেউই শেষ পর্যন্ত জিততে পারেনি। ৯০ মিনিটের 'থ্রিলার' শেষে ৪-৪ গোলের ড্রয়ে পয়েন্ট ভাগ করে মাঠ ছেড়েছে তারা। এই ম্যাচটিকে প্রিমিয়ার লিগে মরসুমের সেরা ম্যাচ বলে মন্তব্য করেছেন প্রাক্তন ইংলিশ ফুটবলার ও ফুটবলপণ্ডিত জেমি ক্যারাঘার। তবে ওল্ড ট্রাফোর্ডে বিরতির আগে পর্যন্ত ম্যাচের চিত্রটা গড়পড়তাই ছিল। শুরু থেকে আধিপত্য বিস্তার করে খেলা ইউনাইটেড ম্যাচের ১৩ মিনিটে এগিয়ে যায় আমাদ দিয়ালোর গোলে। ৪০ মিনিটে আন্তোন সেমেনিওর গোলে ম্যাচে সমতা ফেরায় বোর্নমাউথ। যোগ করা সময় কাসেমিরো ইউনাইটেডের হয়ে গোল করলে ২-১ গোল এগিয়ে বিরতিতে যায় রুবেন আমোরিমের দল। থ্রিলারের শুরুটা হয় বিরতির পর। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই গোল করে বেইর্নমাউথকে সমতায় ফেরান এভানিলসন। ৫২ মিনিটে মার্কাস তাবেরনিয়েরের গোলে প্রথমবারের মতো ম্যাচে লিড নেয় বোর্নমাউথ। এরপর জমে ওঠা লড়াইয়ে ৭৭ মিনিটে সমতায় ফেরান ব্রুনো ফার্নান্দেজ আর ৭৯ মিনিটে ইউনাইটেডকে আবারও এগিয়ে দেন মাথেউস কানহা। ৪-৩ গোলে এগিয়ে

গিয়ে তখন জয়ের স্বপ্নই দেখছিল ইউনাইটেড। কিন্তু আয়োজকদের জয়ের স্বপ্ন ভেঙে দেন এলি জুনিয়র ক্রুপি। ১৯ বছর বয়সী এই ফরাসি ফরোয়ার্ডের গোলেই ৮৪ মিনিটে ম্যাচে সমতা ফেরায় অতিথিরা। এরপর দুই দল চেষ্টা করেও আর লিড নিতে পারেনি। ৪-৪ গোলের সমতায় ছাড়তে হয় মাঠ। বারবার রূপ বদলানোর অবিশ্বাস্য এই লড়াইয়ে দুই দল মিলিয়ে শট নিয়েছে ৩৯টি, যেখানে ইউনাইটেডের শট ছিল ২৫টি এবং বোর্নমাউথের ১৪টি। দুই দলের গোল ও শটের সংখ্যাই বলে দিচ্ছে, ম্যাচে গোলরক্ষকদের কতটা তটস্থ থাকতে হয়েছে। শেষ দিকে অবশ্য বোর্নমাউথের ডেভিড ব্রুকসের দুটি শট ইউনাইটেডের গোলরক্ষক সেনে ল্যামেন্স না ঠেকালে অতিথিরা পূর্ণ ৩ পয়েন্ট নিয়ে ফিরতে পারত। এই ড্রয়ে শীর্ষ পাঁচে ওঠার সুযোগ হাতছাড়া হলো ইউনাইটেডের। ১৬ ম্যাচে ২৬ পয়েন্ট নিয়ে ছয়ে তারা। পাশাপাশি লিগ টেবিলে ১৩তম বোর্নমাউথের জয়-খরাও বাড়ল। প্রিমিয়ার লিগে এ নিয়ে টানা সাত ম্যাচে জয়হীন ক্লাবটি। উত্থান-পতনের অবিশ্বাস্য ম্যাচটিকে এখন পর্যন্ত চলতি মরসুমের সেরা ম্যাচ বলে মন্তব্য করেছেন সাবেক লিভারপুল ও ইংল্যান্ড ডিফেন্ডার ক্যারাঘার। স্কাই স্পোর্টসকে ক্যারাঘার বলেন, ''ম্যাচের বড় একটা সময়জুড়ে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড ছিল দুর্দান্ত। প্রথমার্ধে বোর্নমাউথ একেবারেই ছন্দে ছিল না। কিন্তু দ্বিতীয়ার্ধে তারা ছিল অসাধারণ। কী দারুণ একটা ম্যাচ, এককথায় চমৎকার। আমার মনে হয়, আমরা এ পর্যন্ত প্রিমিয়ার লিগের চলতি মরসুমের সেরা ম্যাচটাই দেখে ফেললাম।'' প্রতিপক্ষের মাঠে পরপর দুই ম্যাচ জিতলেও ঘরের মাঠে টানা তিন ম্যাচ জয়বঞ্চিত ইউনাইটেড। এভারটনের কাছে ১-০ গোলে হারার পর ওয়েস্ট হামের সঙ্গে ১-১ গোলে ড্র করে তারা। এরপর বোর্নমাউথের সঙ্গেও শেষ পর্যন্ত জিততে পারল না। হতাশ ইউনাইটেড কোচ আমোরিম বলেছেন, ''ঘরে বসে যাঁরা ম্যাচটি দেখেছেন, তাঁদের সবার জন্যই এটা ছিল উপভোগ্য এক খেলা। তবে অ্যাওয়ে ম্যাচে জিতলে ঘরের মাঠেও জেতা উচিত। আজকের পারফরম্যান্স ঘরের মাঠে আগের দুই ম্যাচের চেয়ে আলাদা ছিল। ফলাফল একই রয়ে গেছে, এটা হতাশাজনক। তবে পারফরম্যান্স ছিল ভিন্ন।''

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক অলোক কুমার নস্কর এবং মুদ্রক চিত্ত দেবনাথ কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Published by Aloke Kumar Naskar & Printer by Chitya Debnath on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com